THE POETS OF BENGAL.

BIDYAPATI.

A COMPREHENSIVE COLLECTION OF HIS BENGALI SONGS
COMPILED FROM VARIOUS ANCIENT MANUSCRIPTS
AND THE SACRED BOOKS OF THE VAISHNA-
VAS WITH COPIOUS NOTES AND AN
INTRODUCTION.

BY

Kaliprasanna Kavyabisharad.

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY
RAJA RAMMOHANPUR

CALCUTTA.

1910.

(True Copy)

GOVERNMENT HOUSE.

SIMLA, 7th May 1884.

SIR,

With reference to your letter of the 17th February I am desired by LORD RIPON to inform you that he will have much pleasure in accepting the dedication to himself of the work on the Poets of Bengal, &c., which he doubts not will be one of much interest and usefulness.

I am, Sir,
Your Obedient Servant,
H. W. PRIMROSE.
Private Secretary to the Viceroy.

B. C. Dutt
Prof. Vidyasagar Coll.
Calcutta
1927.

বঙ্গীয় পদাবলী।

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কৃত

টীকা, কবির জীবনবৃত্তান্ত এবং বাঙ্গালা ও মৈথিলী

ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত।

পরিশোভিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

সন ১৩১৭ সাল।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL.
LIBRARY.
RAJA RAMMOHANPUR.

81.145
বিনয় / অমৃত

Published by Monoranjan Banerji from the
" Hitabadi " Library.
Printed by B. B. Chakraburtty at the " Hitabadi " Press,
70, Colootola Street, CALCUTTA.

ST - VERF

24365
1 6 AUG 1968

STOCKTAKING-2011

প্রথম বারের পূর্ব্ব-ভাষ।

বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী সংগৃহীত ও টীকা সমেত প্রকাশিত হইল। প্রথমে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু সে সময়ে তিনি বঙ্গভাষা বা মৈথিলী ভাষা, কোন ভাষারই যথোচিত আলোচনা করেন নাই, আর পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিরও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রশংসনীয় উদ্যম ও অশেষ পরিশ্রম এক প্রকার বিফল হইয়াছিল। পরে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, বিদ্যাপতির প্রচার করেন। তাঁহারা বিদ্যাপতির রচনা পরিবর্ত্তনে এবং বিষম ভ্রম-সঙ্কুল টীকার সন্নিবেশে কবি ও কাব্যের যেরূপ দুরবস্থা করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে মৎসম্পাদিত হিতবাদী নামক পত্রে লিখিয়াছি এবং এই গ্রন্থের টীকার দুই এক স্থলে দেখাইয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ শেষোক্ত মহাশয়দিগের ভাষানভিজ্ঞতা ও ভ্রান্তি দর্শনে মনে যেরূপ সাহস হইয়াছিল, বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া সেইরূপ আশঙ্কাও হইয়াছে। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, জ্ঞানপূর্ব্বক কোথাও পাঠাদির বিকৃতি কর নাই; যে পাঠ অধিকাংশ স্থলে পাইয়াছি, যেরূপ বর্ণবিন্যাস বহুস্থলে দেখিয়াছি, মূলে তাহাই অবলম্বন করিয়াছি এবং যথাসাধ্য তাহারই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সহজ অর্থ পাইবার আশায় স্বকপোল-কল্পিত, পরিবর্ত্তিত পাঠাদির প্রচার করি নাই; যথাসম্ভব, পাঠান্তরাদিরও উল্লেখ করিয়াছি। টীকায় যে যে স্থলে অসঙ্গতি বা ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

উপক্রমণিকায় বিদ্যাপতি ও মৈথিল ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে একখানি মৈথিল পাণ্ডুলিপির প্রতিরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সংস্করণে বিদ্যাপতির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি (বা ফ্যাক্‌সিমিলি) দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিদ্যাপতির বংশধরেরা কোনক্রমেই সে বিষয়ে সহায়তা করিলেন না বলিয়া আমার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই।

দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন যাবতীয় বঙ্গকবির জীবন-বৃত্তান্ত, রচনার সার-সংগ্রহ ও সমালোচনা প্রকাশের কল্পনা করি, তখন মহামতি লর্ড রিপন বাহাদুর উপহার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থ উপাদেয় ও উপযোগী হইবে বলিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে, বড়লাট লর্ড ডফরিন, প্রধান সেনাপতি সার ফ্রেডারিক শ্লেই রবার্টস্, বঙ্গের ছোটলাট সার অগষ্টস্ রিভার্স টমসন, উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট সার আলফ্রেড কমিন্স লায়েল, মধ্য প্রদেশের চিফ কমিশনর সার জন উডবরণ, বোম্বাই লাট লর্ড হ্যারিস প্রভৃতি পূর্ব্বতন রাজপুরুষেরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমার সে উদ্যম তখন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। বিদ্যাপতির এই সংস্করণ আমার সেই আশালতার প্রথম ফল। সুতরাং আমার পরম হিতৈষী সেই উদার-চরিত মহাত্মা লর্ড রিপনের নামেই ইহা উৎসর্গীকৃত হইল। আমি ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার নিকট ঋণী, তাহার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ-পাশে বদ্ধ, সেই জন্য অদ্য এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন লইয়া তাহার নিকট উপনীত হইলাম। এই পুস্তকের সংগ্রহ, সঙ্কলন ও প্রচারে যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইল, তজ্জন্য অন্য কোনরূপ পুরস্কারের আশা করি না, পণ্ডিতগণ দোষগুণ বিচার করিয়া পাঠ করিলেই কৃতার্থ হইব।

ভবানীপুর, কলিকাতা;
২১শে আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে কতকগুলি নূতন পদের সন্নিবেশ এবং টীকার পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। টীকা বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটী পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন। বন্ধুবর্গের নিকট স্বতন্ত্রভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদিগের পরামর্শের ও পরিশ্রমের স্বতন্ত্র উল্লেখ করিলাম না।

এবার বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত কয়েক খানি তালপত্র বহু কষ্টে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তন্মধ্যে একখানির প্রতিলিপি ও আকারাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত একটী নির্ঘণ্টপত্র এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইল। পাঠকগণের সুবিধার জন্য যত্নের ত্রুটি করি নাই, এক্ষণে সহৃদয় মহোদয়গণ সকরুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই সুখী হইব।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে উহার এরূপ আদর হইবে বুঝিতে পারি নাই। ইহার সমাদর দর্শনে কোন কোন নীচমতি আমার পরিশ্রমের ফল বিনা ক্লেশে ও বিনা ব্যয়ে হস্তগত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি ও লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, তাহাদিগের আচরণে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। আর এক শ্রেণীর লোকে আমার প্রতি প্রীতি বাহুল্য প্রকাশ করিয়া "নব্যভারত" নামক এক খানা মাসিক পত্রে একটা বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধের প্রচার করে। এরূপ অনুগ্রহের নিবারণ কামনায় আমি উক্ত প্রবন্ধ ও আমার উত্তর এই সংস্করণের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। "পূর্ব্বভাবে" উল্লিখিত "বিদ্যাপতি-বধ" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিও এবারে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া এই পুস্তকের অঙ্গীভূত হইল। ভরসা করি বর্ত্তমান সংস্করণের নূতনত্ব পাঠকমণ্ডলীর অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইবে। অলমতি পল্লবিতেন।

ভবানীপুর, কলিকাতা;
১লা আশ্বিন ১৩০৫ সাল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

TO THE MOST NOBLE

George Frederic Samuel

THE MARQUIS OF RIPON,

(Late Viceroy and Governor-General of India.)

Whose righteousness, magnanimity and courage of convictions have been unpresidented and unequalled in the annals of Hindusthan, Whose desire for doing good, even to the prejudice of the Anglo-Indian Bureaucracy, will keep his name ever green in our memory.

THIS LITTLE VOLUME

ON

"The bard who first adorned our native tongue,"

IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

By His Lordship's Most Obedient Servant.

K. Kavyabisharad.

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা	॥/০
মৈথিল বর্ণমালা	১৸৶০
বিদ্যাপতি বধ	২৲
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	১
শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি	৩১
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ	৪২
পূর্ব্বরাগ, সখ্যুক্তি ও সখীশিক্ষাবচনাদি	৪৭
প্রথম মিলন	৫৯
অভিসার	৮৬
বসন্ত লীলা	৯৫
মান	১০১
মানান্তে মিলন ও প্রেমবৈচিত্র	১২৫
আক্ষেপ, অনুযোগ, প্রবোধ ও বিরহ	১৫৩
আশা, পুনর্ম্মিলন ও রসোদ্গার	২০৫
স্তোত্র	২১৭
মৈথিল পদাবলী	২২১
শিবসিংহের দানপত্র (প্রথম পরিশিষ্ট)	২২৬
নব্যভারতের প্রবন্ধ (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট)	২২৭
বিদ্যাপতি-বিদ্বেষ (প্রবন্ধ)	২৩৬
বিদ্যাপতির টীকা (প্রত্যুত্তর)	২৪৮
পাণ্ডুলিপির প্রতিরূপ	২৭০
বিদ্যাপতির হস্তলিপি	২৭১

নির্ঘণ্ট।

(অকারাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত)

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব ...	১৭৪
অঙ্গনে আওব যব রসিয়া ...	২০৬
অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে ...	১৫৯
অপরূপ পেখলু রামা ...	৫
অপরূপ রাধামাধব সঙ্গ ...	১২৬
অরুণ পূরব দিশ ...	১১৯
অলখিতে হামে হেরি ...	২৪
অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি ...	১১২
অব মথুরাপুর মাধব গেল ...	১৬৩
অবহুঁ রাজপথে ...	৯৪
আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত ...	৯৫
আওল গোকুলে নন্দকুমার ...	২০৮

আওল যৌবন শৈশব গেল ...	৪১
আকুল অলক ...	১২৫
আঁচরে বদন ...	৯২
আছিনু হাম অতি মানিনী হোই ...	১৩৫
আজি কেন তোমায় এমন দেখি ...	১৫০
আজুক রাজ তোহে কি কহব মাই...	১৩৯
আজু মঝু শুভদিন ভেলা ...	২২
আজু মঝু সন্ত্রম ভরম রহু দূর ...	১৪৪
আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু...	২০৮
আর হাম দূরদেশে [কি কহব,](পাঠান্তর)	২০৯
ঋতুপতি রাতি ...	৯৮
একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়	৪৬
একলি আছনু হাম ...	১৪১
একে ধনী পদ্মিনী সহজহি ছোটি...	৬০
এ ধনি কমলিনী শুন হিত বাণী ...	৫৩
এ ধনি কর অবধান ...	৫১
এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি ...	১০৯
এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত ...	১০১
এ ধনি রঙ্গিণি কি কবহ তোয় ...	১৩৪
এমন পিয়ার কথা ...	২১৩
এ সখি এ সখি কি কহব হাম ...	১২০
এ সখি এ সখি না বোলহ আন ...	৫৮
এ সখি এ সখি লই জনি যাহ ...	৭৩
এ সখি কাহে কহসি অনুযোগ ...	২০১
এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ ...	৪৪
এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয় ...	১৩৮
এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ...	১৭২
এ হরি বলে যদি পরশবি মোয় ...	৮২
কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ ...	২৫
কত কত অনুনয় ...	১১৪
কত গুরু গঞ্জন ...	১৮০
কতদিনে মাধব ...	১৬৭
কতদিনে ঘুচব ...	১৮৫
কতন বেদন ...	২২২
কতিহুঁ মদন ...	১৫৭
কবরী ভয়ে চামরী ...	৮
করিবর রাজহংস গতি গামিনী ...	৮৬
করে কর ধরি ...	২০৩
কহ কহ সখি ...	১৪৭
কহ কহ সুন্দরি ...	১২৭
কহত কহত ...	১৮৬
কহ সখি সাঙরি ...	৬৫
কাঞ্চন জ্যোতি ...	১১৮
কানু মুখ ...	১৫৩
কানুসে কহবি ...	১৭১
কানু হেরব ...	৪৩
কামিনী করই সিনান ...	২০
কালিক অবধি ...	১৭৯
কি কহব মাধব ...	১৯৪
কি করিব কোথা যাব ...	১৯৮
কি কহব রে সখি আজুক বাত ...	১৩২
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ ...	১৩৩
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর ...	২০৯
কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর ...	৪৫
কি কহব রে সখি কহইতে লাজ ...	৬৭
কি কহব রে সখি কানুক রূপ ...	৪২
কি কহব রে সখি কেলিবিলাস ...	১৪৮
কি কহব রে সখি রজনীকি বাত ...	৬৬
কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল ...	৪০
কিয়ে মম দিঠি ...	১১
কি লাগি বদন ...	১১৩
কুচযুগ চারু ...	১৪৩
কুসুমিত কানন ...	১৭৫
কোনৈই উমতলা ...	২৪৪
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন ...	৩৫
খেলত না খেলত ...	৩৭

গরবে না কর হঠ	...	৭৭
গেলি কামিনী	...	১
চন্দন গরল সমান	...	১৭৮
চরণ নখর মণি-রঞ্জন ছাঁদ	...	১৫২
চান্নুর মরদন	...	৭৮
চির দিনে সোবিহি	...	২১১
চীর চন্দন	...	১৭০
ছোড়ল আভরণ	...	১০২
জটিলা শাশ	...	১৪২
জীবন চাহি যৌবন	...	৪৯
তরল নয়নশর	...	৮৩
তাতল সৈকতে	...	২১৮
তুহু যদি মাধব	...	১৫১
তোহারি বিরহ	...	১০৩
তোঁহে জলধর	...	২২১
থর হরি কাঁপল	...	৭৪
দারুণ ঋতুপতি	...	২১০
দিনে দিনে পয়োধর	...	৩৩
দিবস তিল আধ	...	১০৪
দুহু রসময় তনু	...	১২৯
দূরে গেল মানিনী মান	...	১২৫
দোঁহার দুলহ দুহু	...	২১১
ধনি ধনি রমণি	...	৪৭
নদী বহু	...	১৮৯
নমুক্রা বদনী ধনী	...	১৬
নব অনুরাগিণী রাধা	...	৮৯
নব কুচে দেখি নখ	...	৭২
নব বৃন্দাবন	...	৯৭
না কর না কর সখি	...	৬৯
না জানি প্রেমরস	...	৫৬
না রহে গুরুজন মাঝে	...	৩৯
নাহ দরশ সুখে	...	১৮৪
নাহি উঠল তীরে	...	২৩
নীবিবন্ধন হরি	...	৭৫
পরিমলক লোভে ধাওলু	...	১২৪
পরিহর এ সখি	...	৫৭
পরিহর মনে কছু	...	৮১
পহিল চলিল ধনী	...	৬২
পহিল পিয়া মোর	...	১৯৬
পহিল বয়স	...	১৮৪
পাশরিতে শরীর	...	১৯৯
পিয়াক পীরিতি	...	১২৭
পিয়া যব আয়ব	...	২০৬
পীন কঠিন	...	১১৫
পুছমো এ সখি	...	৬৮
প্রেমক গুণ	...	১৭৯
ফুটল কুসুম নব	...	১৬৯
ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত	...	১৭০
বড়ই চতুর	...	১৩০
বদন সোহাগল	...	২১৬
বর রামাহে	...	২০৪
বাজত দ্রিগি দ্রিগি	...	১০০
বালা রমণী	...	৬৪
বিগলিত চিকুর	...	১৪৯
বুঝনু এ সখি	...	১১৭
বেরি বেরি	...	২২৪
বোলন রসিক	...	৫৯
মদন মদালসে	...	১৫০
মধু ঋতু	...	৯৮
মনে ছিল না টুটব লেহা	...	১৮২
মন্দিরে আছিনু	...	১৩৬
মরিব মরিব সখি	...	১৬০
মলিন চিকুর তনু চীরে	...	১৮৮
মাধব অবলা	...	১৭৬
মাধব ও নব নাগরী	...	২০১
মাধব কত পরবোধব	...	১৯৭

মাধব কি কহব …	২৬
মাধব পেখলু …	১৯১
মাধব বহুত মিনতি …	২১৯
মাধব বিধুবদনা …	১৫৪
মাধব যাইঞা …	১৯২
মাধব মো অব …	১৫৪
মাধব হেরিয়া …	১৯০
যতনে যতেক ধন …	২১৭
যব গোধুলি …	১৪
যব হরি আয়ব …	২০৫
যহুক বিরহ …	১৭৫
যাইতে পেখলু …	১৮
যাঁহা যাঁহা …	২৯
যথানে সতত বৈসে …	১৬২
যো দিন মাধব …	১৮৭
রতি সুবিশারদ …	৭৬
রয়নি ছোটি …	১১
রাধা মাধব …	১৩১
লোচন লোরে …	১৮১
শাশ ঘুমাওত …	১৪০
শুনইতে ঐছন …	১০৮
শুনলো রাজার ঝি …	৫৪
শুন মাধব রাধা স্বাধীন ভেল …	১১৬
শুন শুন এ সখি …	৫২
শুন শুন গুণবতী রাধে …	৫০
শুন শুন গুণবতী রাধে …	১১৪
শুন শুন মাধব কি কহব আন	২১৫
শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ …	১২৩
শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ …	১৯৪
শুন শুন মুগধিনি …	৫৫
শুন শুন সুন্দর কানাই …	৫৯
শুন শুন সুন্দরি কর অবধান …	২০০
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ …	৫২
শৈশব যৌবন দরশন …	৩৬
শৈশব যৌবন দুহু …	৩১
সকল সখী …	৮৪
সখি কি পুছসি …	২১৪
সখি হে কি কহব নাহিক ওর …	১৪৫
সখি হে না বোল বচন আন …	১০৬
সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা …	১৫৫
সখি হে সে সব কহিতে লাজ …	১৩৭
সখীগণ কন্দরে …	১৯৭
সখী পরবোধিয়ে …	৬৩
সজল নয়ন …	১৬৫
সসন পরশে …	২২৩
সুধামুখী কো বিহি …	৯
সুন্দর কুলশীল …	১২১
সুন্দর বদনে …	১২
সুবলের সনে …	৭১
স্বজনি কানুক …	১৮২
স্বজনি কো কহু …	১৭৩
স্বজনি ভাল করি …	১৭
হরি কি মথুরাপুরে …	১৬৩
হরি গেও মধুপুর …	১৬৪
হরি পরসঙ্গ …	১১০
হরি বড় গরবী …	১০৭
হাতক দরপণ …	২১২
হাম অতি ভীতা …	৭১
হাম অবলা …	১৮৪
হাম অভাগিনী …	১৭০
হামক মন্দিরে …	২০৭
হাম ধনী তাপিনী …	১৬৬
হিম কর পেখি …	১৯৫
হিম হিমকর কর …	১৬৮

B. C. Dutt
Vidyasagar Col
1922-32

উপক্রমণিকা।

বঙ্গভাষা, মৈথিলী ভাষা ও বিদ্যাপতি।

প্রথমে কোন্ মাহাত্মা বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করেন, এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বাঙ্গালাভাষা অন্যূন সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে *। ক্রমশঃ আকার পরিবর্ত্তন ও অঙ্গ পুষ্টি হওয়াতে দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। এক্ষণে প্রাচীন কালের বিষয় আলোচনা করিয়া কোন বিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। মুসলমানদিগের অধিকারকালে সংস্কৃত-চর্চ্চা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে সমগ্র ভারতবর্ষেই ভাষাবিপ্লব হইতে লাগিল। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চার্য্য প্রাকৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ভাষাবিপ্লব কালে সেই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া সংস্কৃতের ও অপেক্ষাকৃত সাধারণ প্রাকৃতের ক্রমশঃ বিকৃতি হইতে লাগিল। বহুকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছিল; মাগধী, রন্তিকা, বাহ্লীকা, দাক্ষিণাত্যা অবন্তী, দ্রাবিড়ী, ওড্রীয়া, শকাভীরী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি বহুবিধ ভাষার প্রভেদাদির পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলক্ষিত হইবে। সম্ভবতঃ

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত "সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিত আছে যে বাঙ্গালা ভাষা সহস্রাধিক বর্ষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (১ম ভাগ ৫ পৃষ্ঠা); তাঁহার মতে বাঙ্গালাভাষা ও বর্ণমালা একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। যুক্তি বলে এরূপ নির্দ্দেশ করা যায় কি না, বলিতে পারি না—এই মাত্র বলিতে পারি—যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুমান সঙ্গত হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাষায় উৎপত্তিকাল হইতে পাঁচ ছয় শত বর্ষের মধ্যে বিরচিত একখানিও বাঙ্গালা পুস্তক পাওয়া যায় না। ইহা কতদূর সম্ভব পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। পরন্তু ভাষা ও বর্ণমালার পরিবর্ত্তন যে এক সঙ্গেই হইয়াছে—এ কথার কোন প্রমাণ বা সদযুক্তি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে পাওয়া গেল না।

প্রাকৃত ভাষার এবংবিধ কোন বিকার হইতেই বঙ্গদেশে একটী নূতন ভাষায় প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল।

পূর্ব্বতন গৌড়ীয় ভাষা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, কারণ তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী কিছু লিখিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করিতেন, দেশীয় ভাষায় রচনা করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিতেন না। সুতরাং শৈশবের কার্য্যকলাপ বহু চেষ্টা করিলেও যেরূপ স্মৃতিপথে উদিত হয় না, অপুষ্ট কলেবর ভাষার প্রথম আকার তদ্রূপ বহু যত্নেও পরিজ্ঞেয় নহে।

পণ্ডিতবর মুইয়ার সাহেব কাব্যাদর্শে "গৌড়ী" নামক প্রাকৃত বিশেষের উল্লেখ পাইয়াছেন। বোধ হয় এই গৌড়ী প্রাকৃতই বঙ্গভাষার প্রকৃত উৎপত্তি স্থল। ক্রমশঃ পরিপুষ্ট গৌড়ী প্রাকৃতের পূর্ণবিকাশ বাঙ্গালা ভাষা নামে প্রচলিত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে এই কাব্যাদর্শ পুস্তক প্রায় পঞ্চশতবর্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালাভাষা যে তাহার পূর্ব্বে হইয়াছে, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু সে সময়ের কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ হস্তগত বা দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং সম্ভবতঃ জয়দেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই।* কিন্তু জয়দেবের পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশের চলিত ভাষা যে বাঙ্গালা ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। জয়দেবের সংস্কৃত অনেক স্থলে বাঙ্গালার মত হইয়াছে— "রাধিকা তব বিরহে কেশব" প্রভৃতি চরণগুলি উভয় ভাষাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। জয়দেব নিজে বাঙ্গালা রচনা করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার অল্প দিন পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের রচনা স্বভাবতই ললিত-পদবিন্যাসময়ী। জয়দেবের পদ-লালিত্য তুলনা রহিত। বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভাষা মধুমাখা। বস্তুতঃ

---

* গীতগোবিন্দ রচয়িতা শ্রীযুক্ত জয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥ স, সা, ৩০ পৃ।

এ জয়দেব অন্য কেহ নহে; কারণ জয়দেবের গীত-গোবিন্দেও এই সমস্ত কবিগণের নামোল্লেখ দেখা যায় (প্রথম সর্গে বাচঃ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। লক্ষ্মণ সেন আবুল ফজলের মতে (Edwin's Ain Akbaree) ১১১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ডাক্তার কেরির মতে জয়দেব খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর, ও এলফিনষ্টনের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

ব্রজাঙ্গনার অদ্বিতীয় গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন, বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায়, ঈদৃশ "মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী" প্রয়োগে কোন কবিই সমর্থ হয়েন নাই। বুঝিতে পারা যাউক আর না যাউক, বৈষ্ণব কবিদিগের সরল, সুন্দর, সুললিত পদাবলীতে সকলেরই আনন্দের উদ্রেক হয়—শ্রুতি-সুখ জন্মে।

জয়দেবের কবিতা ত সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী কোন্ ভাষার অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়াছে? উহা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত নহে, হিন্দী নহে, এক্ষণকার বাঙ্গালার মতও নহে, তবে উহা কোন্ ভাষা? অনেকে বলেন— "উহাই গৌড়ীয় ভাষা; তবে আধুনিক চক্ষে ইংলণ্ডের প্রাচীন কবি চসারের ভাষার সহিত টেনিসনের ভাষার তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্ত কবির ভাষা যেরূপ বিকৃত বোধ হয়—আধুনিক কবিগণের ভাষার সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির ভাষাও তদ্রূপ বিকৃত বোধ হইয়া থাকে। হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন কবিগণের ভাষার মধ্যে হিন্দীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যে কবি যত প্রাচীন, সেই কবির ভাষায় হিন্দী শব্দাদির ততই আধিক্য দেখা যায়।"

আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে প্রাচীন বলিয়াই যে, বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভাষা হিন্দী মিশ্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহা নহে। তাহা হইলে তাহার সামসময়িক চণ্ডীদাসের ভাষায় হিন্দীর মিশ্রণ অত অল্প হইত না। বৈষ্ণব কবিগণ পবিত্র বোধে ব্রজের ভাষা নিজ ভাষার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন —রুচির বিভিন্নতা অনুসারে কেহ ঐ ভাষার অধিক প্রয়োগ করিয়াছেন, কেহবা দুই এক স্থলে প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা গুণরাজ খান প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবকবির রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুই মতের মধ্যে কোন মতেরই পোষকতা করিতে পারিবেন না। পরন্তু, ইদানীন্তন ভাষাতত্ত্ব-সন্ধী সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিলী মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষা।

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে ভাষার ও বর্ণমালার পূর্ব্বাবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে হয়। এক্ষণে ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ সকলেই স্বীকার করেন যে, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত হইতে সাধারণ প্রাকৃত যেরূপ নিয়মক্রমে উৎপন্ন, প্রাকৃতের প্রকার-ভেদ বিষয়ে সেরূপ কোন নিয়মিত-প্রণালী দৃষ্ট হয় না; এবং বিবিধ প্রকার-প্রাকৃত হইতে অপরাপর ভাষাসমূহের উৎপত্তিরও কোন সরল নিয়ম

দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাই হউক ঐ সমস্ত প্রাকৃত, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "বঙ্গদেশবাসী ব্যক্তিবর্গের মাতৃভাষাই বাঙ্গালা ভাষা"; এই নির্দ্দেশ অনুসারে বিচার করিতে হইলে, পাঁচ ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বিস্তৃতি কতদুর ছিল, তাহা দেখিতে হইবে। তখন বিহার প্রদেশের পূর্ব্ব অংশ অর্থাৎ চম্পারণ, ত্রিহুট, দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ) প্রভৃতি প্রদেশ বঙ্গ (গৌড়) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং তত্তদঞ্চলের তাৎকালিক ভাষাও বাঙ্গালা ভাষা নামে উল্লিখিত হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা এক হইলেও এখন যেরূপ উচ্চারণগত, প্রয়োগ-রীতিগত ও শব্দগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়—তদানীন্তন বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও তদ্রূপ ভাষাগত অভ্যন্তরীণ প্রভেদ দৃষ্ট হইত। পরদেশীয়ের চক্ষে যত সামান্যই বোধ হউক না কেন —দেশীয় লোকেরা এরূপ প্রভেদের অস্তিত্ব বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারেন। মিথিলা (পূর্ব্ব-বিহার) ও তদানীন্তন গৌড়ের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার মধ্যেও তদ্রূপ অনেক অভ্যন্তরীণ সামান্য পার্থক্য ছিল—ভাষার বিকাশে ঐ প্রভেদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের লিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর এক্ষণকার অক্ষর হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে তিরুটে (বোধ হয় ত্রিহুটে) অক্ষর বলে।"* বোধ হয়" কেন?—অই অক্ষর যে ত্রিহুট বা মিথিলার অক্ষর, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই—অদ্যাবধি তথায় উহার প্রচলন আছে। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অক্ষর উহারই সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র, কিন্তু মিথিলার বর্ণমালায় অদ্যাবধি বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। স্থানান্তরে, মৈথিলী বর্ণমালা ও মিথিলার অক্ষরে লিখিত একটী কবিতা, দেখিতে পাইবেন। এখন মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়া বিভাগ ও পাট-

* সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, প্রথমভাগ ৪—৫ পৃষ্ঠা।

নার অন্তর্গত বাড় বিভাগে, প্রায় এক কোটী লোক মৈথিলী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সহিত প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির ভাষার যেরূপ বাক্যগত প্রভেদ দেখিতে পাই, তাহা ব্রজভাষা বা হিন্দীর সংযোগ জনিত নহে, মৈথিলীর সংস্রবে ঘটীয়াছে। বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা স্বতন্ত্র, হিন্দীর ধাতুশব্দাদিও অন্যরূপ। ব্রজবুলি প্রাচীন মৈথিলীরই নামান্তর * আমরা বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী বলিয়া যে সমস্ত কবিতা দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ের ভাষা পরিষ্কার বাঙ্গালাও নহে, পরিষ্কার মৈথিলীও নহে, উভয় ভাষার সংযোগে সমুৎপন্ন সন্দেহ নাই। সুতরাং অতি সংক্ষেপে মৈথিলী ভাষা বিষয়ে আরও দু একটী কথা এই স্থলে প্রকটিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

মৈথিলী ভাষায় ব্যাকরণ নাই, ও দেশে ভাষার সংস্কারাদি বিষয়ে যত্ন নাই, আর ভাষাতেও গ্রন্থ-বাহুল্য নাই। ইহা ভিন্ন মৈথিল পণ্ডিতদিগের আর একটী দোষ আছে; তাঁহাদিগের শিখাইবার রীতি জানা নাই, কিন্তু দারুণ অহঙ্কার আছে। তাঁহারা বাঙ্গালীদিগের ভাষাকে অসাধু ভাষা বলিয়াই বিবেচনা করেন। "একে বাঙ্গালী, তায় তোতলা" (এক বংগালি, দোসর তোতরাহ)—এট তাহাদিগের এক প্রকার প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালীর ভাষা যে একটা ভাষা তাহাই তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না।

এদিকে হিন্দুস্থানীরা মৈথিলী ভাষাকে বাঙ্গালা, ও বাঙ্গালীরা উহাকে হিন্দী বলিয়া থাকেন! সুতরাং এ ভাষা শিক্ষা করা যেরূপ সহজ হওয়া উচিত সেরূপ সহজ নহে। মহামতি গ্রিয়ার্শাসন সাহেবকৃত উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ, মিথিলাতীর্থ প্রকাশ নামক গ্রন্থ ও পণ্ডিতগণের উপদেশ হইতে যাহা কিছু জানা যায় তাহাই যথেষ্ট। মিথিলায় প্রচলিত বর্ণমালা স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

---

* আমাদিগের কোন সমালোচক জানাইয়াছেন যে মিথিলার বা মিথিলাধিকারী অন্যতম ক্ষত্রিয় বংশের নাম "ব্রিজ" তিনি বলেন—

The Language in which Vidyapati wrote is commonly known as Brijbuli. This has confounded many who think that Vidyapati wrote in the language of *Braja*, or the eighty-four krosas of land sacred to the followers of Krishna, near Brindaban. But Brijbuli has nothing to do with Braja. Brijo is the ancient name of Mithila, or rather one of the three powerful Kshatriya tribes holding sway in Mithila.

বর্ণের উচ্চারণ। যে কয়েকটী বর্ণের উচ্চারণ আমাদিগের মত নহে, প্রথমে সে গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

অ—ইহার উচ্চারণ অ ও আর মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং মৈথিলী "কব্" বাঙ্গালা "কব্"ও নহে, "কাব্"ও নহে, অনেকটা "ক্যাব্"এর মত।

ঐ—ইহার উচ্চারণ "অ্যায়"; "অই" কি "ওই" নহে। যথা কৈসে (উচ্চারণ—ক্যায়সে)।

ং—অনুস্বারে, ঙ, ঞ, ণ, ন, ও ম,—এই কয়েকটীরই উচ্চারণ প্রযুক্ত হইতে পারে। পরস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণানুসারে উহার উচ্চারণ নির্ণেয়। যথা "তংদ্রা"=তন্দ্রা। মংচ=মঞ্চ।

ণ—ইহার উচ্চারণ কোন স্থলে "ন"এর ন্যায়, কোন স্থলে "ড়ঁ"। যথা, নিপুণ="নিপুন"। রাণী=রাঁড়ী।

জ, ও য এবং বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব, ক লিখন কি উচ্চারণ, উভয় কালেই প্রায় জড়াইয়া যায়।

ব—ব'য়ের মৈথিলী উচ্চারণ "হ্ব"য়ের ন্যায়। কখন কখন 'ও'র ন্যায়ও হইয়া থাকে।

ষ—ইহার উচ্চারণ খ। যথা বর্ষ=বর্খ। কোন কোন যুক্তাক্ষরে কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয়,—যথা "লক্ষ্মী" প্রভৃতি শব্দে ষ=ছ; পুষ্প প্রভৃতি শব্দে, ইহা "হ"য়ের তুল্য; সুতরাং লক্ষ্মী=লছমী; লক্ষ্মণ=লছমন; নষ্ট=নহট; পুষ্প=পুহপ। ইত্যাদি।

স—ইহার উচ্চারণ অনেক সময়ে চ ও ছ এর মধ্যবর্ত্তী।

সঁ—ইহার উচ্চারণ ও লিপি-প্রণালী সে, সেঁ, সোঁ, সঞ্, সঞে ইত্যাদি।

এই উচ্চারণ অনুসারে লিখন-প্রণালীর অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অর্থাৎ লক্ষ্মণ না লিখিয়া লছমন, হর্ষ না লিখিয়া হর্খ, বিষম না লিখিয়া বিখম, নিপুণ না লিখিয়া নিপুন লেখাতেও এ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভাষা পড়িতে পড়িতে "র লয়োরভেদঃ" ইহাও স্মরণ হইবে। তদ্ভিন্ন হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর এবং তালব্য; দন্ত্য ও মূর্দ্ধন্য শকার প্রভৃতির বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে দেখা যাইবে। মৈথিলী ভাষার উচ্চারণ ও লিপি প্রণালী সংস্কৃতানুযায়ী নহে, হিন্দী বা বাঙ্গালার মতও নহে, সকল গুলিরই মিশ্রণ। শব্দ রূপের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ইহা হইতে অন্যান্য শব্দ রূপের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

মধু।

একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা—মধু	মধুসব, (মধুসবহি, সবহি মধু,) ইত্যাদি।
কর্ম্ম—মধু, মধুকে, মধুক	মধুসব, সবকে, (সবহিকে,) ইত্যাদি।
করণ—মধুএ, মধুসেঁ, মধুসঞে	মধুসবেঁ, মধুসবসেঁ।
সম্প্রদান—মধুকে	মধুসবকেঁ।
অপাদান—মধুকেঁ	মধুসবকেঁ।
অধিকরণ—মধুমেঁ	মধুসবমেঁ
সম্বন্ধ—মধুক, মধুকি মধুকের, (হিন্দী মধুকী, মধুকা)	মধুসবকো।
সম্বোধন—মধু, মধুয়া, রৌ মধুয়া	মধুসব, ঔ মধুসব, রৌ মধুসবহি।

হুঁ, হি প্রভৃতি যোগে আরও রূপের পরিবর্ত্তন ঘটে। সবকো, সবহিকো, সবহুঁক ; মুনিক, মুনিহুঁক, ইত্যাদি। বাঙ্গালা শব্দের পর "ই" কিম্বা "ও" বসাইলে অর্থের যে ব্যতিক্রম ঘটে, হুঁ কিম্বা হি যোগে তদ্ব্যতীত আর কিছুই হয় না। যথা—সবহিকো=সকলেরই ; মুনিহুঁক=মুনিরও ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিষয়ে বর্ত্তমান মৈথিলীর সহিত প্রাচীন মৈথিলীর অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মৈথিলীতে—

করত	...	(১) করিতেছে (২) করে (৩) করিয়া।
করল	...	করিল।
করনু	...	করিলাম।
করলি	...	(১) করিলে, (২) করিলি, (৩)—(স্ত্রীলিঙ্গস্থলে *) করিল।
করব	...	করিব, করিবে।
করু	...	(১) করে, (২) করিতে, (৩) করিয়া, (৪) কর।
করই	...	ঐ ঐ ঐ
করৈ	...	ঐ ঐ ঐ
করসি	...	করিতেছ।
করতি	...	করিতেছে।

এই একটী শব্দ ও একটী ধাতু হইতে তুলনায় অন্যান্য ধাতু ও শব্দের রূপ অনুভূত হইবে। এতদ্ভিন্ন পদ্যের অনুরোধে ও মিথিলাবাসিগণের অভ্যস্ত প্রয়োগ ক্রমে, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দী কথার সঙ্কোচ, বিস্তার ও বিশ্লেষণে এবং বৈয়াকরণিক সম্প্রসারণাদি (জি প্রভৃতি) রীত্যনুসারে, শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে। যথা—

* উর্দ্দুর সংস্রব জন্য মৈথিলী ভাষায় ক্রিয়ার লিঙ্গানুসারে দুই এক স্থলে প্রভেদ হয়

(সংস্কৃত)			(প্রাকৃত)		
স্নেহ	...	সিনেহ, নেহ, লেহ।	হোই	...	হোই, হউ।
স্নান	...	আসনান, সিনান।	পঢ়ই	...	পঢ়ই।
চতুর্দ্দশী	...	চৌদশী।	পড়ই	...	পড়ই।
বর্ষা	...	বরখা, বরিখা, বরিখ।	ফেলদি	...	ফেলই।
গ্রীবা	...	গীম্বা, গীম্মা, গীম।	ণচ্চই	...	নাচই।
বিধি	...	বিহি।	সুমারদি	...	সুমরই, সঙরই, সোঙরই।
বিঘ্ন	...	বিহিনি, বিঘিনি।	অচ্ছি	...	অছু।
উদ্‌ঘাটিত	...	উঘারিত উঘার।			(হিন্দী)
স্বতন্ত্র	...	সতন্তর।	বড়া	...	বড়।
প্রবেশ	...	পরবেশ।	পানী	...	পানি।
প্রীতি	...	পিরীতি।	পানীকা	...	পানিক।
পিপাসা	...	পিয়াস।	আধা	...	আধ।
প্রতীতি	...	পরতীতি।	দোনা	...	দুনু।
স্পর্শ	...	পরশ।	হরিয়র	...	হরিঅর।
প্রসঙ্গ	...	পরসঙ্গ।	ঔর	...	অরু ইত্যাদি।

এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাই মৈথিলী ভাষা হইতে বিভিন্ন। প্রাচীন কালের গৌড়ীয় ভাষায় মৈথিলী-সংস্রব থাকার প্রধান কারণ এই যে, তদানীন্তন মিথিলাও পঞ্চগৌড়ের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। * মৈথিলী মিশ্রণের আধিক্য ও অল্পতার কারণ—মিথিলা বিভাগের সামীপ্য ও দূরতা ; সুতরাং যে সকল কবির

---

* ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে বহুকাল হইতে বঙ্গের হিন্দুরাজগণ গৌড় দেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগরী এবং মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া আসিতেছিলেন। পঞ্চ গৌড় শব্দে এই পাঁচ বিভাগকেও বুঝাইতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ পঞ্চগৌড়ের অর্থ অন্যরূপ—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়মিথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥" স্কন্দপুরাণম্।

যাহা হউক সর্ব্বত্রই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মৈথিলিকেরা "গৌড়" বলিয়া অভিহিত হইত। তদ্ভিন্ন বিদ্যাপতি নিজে অনেক স্থলেই মিথিলাপতিকে "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" ও "পঞ্চগৌড়েশ্বরের বিজেতা" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন :—

"চিরঞ্জীব রহুঁ পঞ্চগৌড়েশ্বর"—পদকল্পতরু, ১১। ২০২

"শৌর্য্যাবর্জ্জিত পঞ্চগৌড় ধরণীনাথোপনম্রীকৃতানেকোত্তুঙ্গতরঙ্গ সঙ্গিত সিতচ্ছত্রাভিরামোদরঃ॥" ইত্যাদি—দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে—১ম শ্লোক।

মিথিলায় জন্ম বা উপনিবাস তাঁহাদিগের ভাষায় অধিক মৈথিলীর সংযোগ দেখা যায়। এবং মৈথিল কবিদিগের সহিত আত্মীয়তা, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি, এবং তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষা, সহবাস ও সামীপ্য অনুসারে তদানীন্তন অন্যান্য কবির প্রয়োগে মৈথিলী ভাষার অল্পতা ও আধিক্য দৃষ্ট হয়।

ভাষাবিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিলাম। এক্ষণে দেখিতে হইবে গৌড়ীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি কে? এবিষয়ে এতাবৎ যতদুর অনুসন্ধান হইয়াছে তদনুসারে বিদ্যাপতিকেই এক প্রকারে বঙ্গভাষার আদি কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে বিদ্যাপতি বীরভূম বা বাঁকুড়া বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানের লোক। কিন্তু পরলোক-গত ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক অনুসন্ধানেই প্রথমে জানা গেল যে, বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, যে কেহ কিছু লিখিয়াছেন বা অনুসন্ধান করিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ বাবুর উক্ত প্রবন্ধই তাহার মূল ও প্রকৃত পথনির্দ্দেশক। সুতরাং যদি অন্য কোন কারণ না থাকিত তাহা হইলে, অন্ততঃ এইজন্যও, বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদিগের আদরের বস্তু তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে, চিরকৃতজ্ঞতার সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুর নাম জাগরূক থাকিত।

যে প্রমাণ বলে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধী তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) মিথিলায় বিদ্যাপতি-রচিত অনেকগুলি বিশুদ্ধ মৈথিলী সঙ্গীত প্রচলিত রহিয়াছে।

(২) শক ১২৪৮ অব্দে, মিথিলাধিপতি হরসিংহ দেব রাজার সময়ে, প্রারব্ধ "পঞ্জী" নামক গ্রন্থে, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যাপতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) রাজা "শিবসিংহ" মিথিলার রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষীগণের মধ্যেও একজনে নাম "লছিমা দেবী।"

(৪) রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে "বিসপী" নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহায় দানপত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহারই বলে বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারিগণ উল্লিখিত গ্রাম এ পর্য্যন্ত "ভোগ দখল" করিতেছেন। এই দানপত্রের অনুলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

(৫) মিথিলার অন্তর্গত সুগাওনা নামক গ্রামে শিবসিংহ বাস করিতেন। শিবসিংহের ভ্রাতৃ-বংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া এখনও সেই গ্রামেই বাস করিতেছেন।

(৬) বঙ্গদেশের অন্য কোন অংশে বিদ্যাপতির রচিত "পুরুষ পরীক্ষা" "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" ও অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তক প্রচলিত নাই—কেবল মিথিলাতেই আছে।

(৭) এখনও বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত একখানি ভাগবৎ ও আরও দুই একখানি পুস্তকের অংশ তাঁহার বংশীয়দিগের নিকটে রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে বহুচেষ্টাতেও ঐ ভাগবৎ খানি আনিয়া রাখিতে পারি নাই।

বিদ্যাপতির স্থান নির্ণীত হইল, এক্ষণে তাঁহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি মিথিলার ঠাকুরাখ্য প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশজাত।

বিদ্যাপতির বংশবল্লী।

৭। বিষ্ণুশর্ম্মা।

৬। হরাদিত্য

৫। ধর্ম্মাদিত্য *
৪। দেবাদিত্য
৩। বীরেশ্বর
২। জয়দত্ত
১। গণপতি

বিদ্যাপতি।

১। হরপতি
২। রতিধর
৩। রঘু
৪। বিশ্বনাথ
৫। পীতাম্বর
৬। নারায়ণ
৭। দিনমণি
৮। তুলা
৯। একনাথ
১০। ভাইয়া

১১। নান্নু
১২। বনমালী
(জীবিত)

১১। ফণিলাল
১২। বদরীনাথ
(জীবিত)

উপরি উদ্ধৃত এই বংশবল্লী দর্শনে, কবির ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন দ্বাদশ পুরুষের নাম জানিতে পারা যাইবে।

* গ্রিয়ার্সন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ভ্রমক্রমে কর্ম্মাদিত্য লিখিয়াছেন।

বিদ্যাপতি যখন মিথিলাবাসী, তখন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে তাঁহার নামোল্লেখ সঙ্গত কি না, এরূপ প্রশ্ন কেহ কেহ উত্থাপিত করিতে পারেন। এ বিষয়ে বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ বাবু * বলিয়াছেন :—

"বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় নহে। বল্লাল সেন বাঙ্গালা দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন ; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালী রাজা হইলেও, বাঙ্গালীরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-স্মারক লক্ষ্মণসংবৎ বল্লালের যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইব ? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এবং সে রস চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুসুম সাদরে বঙ্গকাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।"

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও পঞ্চদশের প্রারম্ভকালে বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ১৪০০ শত খ্রীষ্টাব্দে বিসপীগ্রাম দানপ্রাপ্ত হন। মিথিলার অধিপতি যে শিবসিংহ রাজার রাজত্বকালে বিদ্যাপতি বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহার পূর্ণ নাম :—"রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" তাঁহার পিতার নাম দেবসিংহ, মাতার নাম হাসিনী দেবী, পিতৃব্যের নাম হরসিংহ, পিতামহের নাম ভবসিংহ। শিবসিংহেরও বংশবল্লী প্রদত্ত হইতেছে।

ভবসিংহ

দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত
দেবসিংহ
|
শিবসিংহ
(রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত)
লছিমাদেবী ইঁহার পত্নী

চতুর্থ পত্নীর গর্ভজাত
হরসিংহ

দর্পনারায়ণ পদাঙ্কিত নরসিংহ	জীবননারায়ণ পদাঙ্কিত রত্নসিংহ	বিজয়নারায়ণ পদাঙ্কিত রঘুসিংহ	বীরনারায়ণ পদাঙ্কিত ভানুসিংহ

দর্পনারায়ণ পদাঙ্কিত নরসিংহ-এর পুত্রগণ:

ধীরসিংহ (হৃদয়নারায়ণ)	রূপনারায়ণ	ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ)

* বঙ্গদর্শন—৪র্থ ভাগ ৯১ পৃষ্ঠা।

"পঞ্জী" হইতে আরও একটী তত্ত্ব সংগৃহীত হইল :—

মিথিলার রাজগণ	সিংহাসনারোহণের সাল	কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন
দেবসিংহ	খ্রীঃ ১৩৫৫ অব্দ	৯১ বৎসর *
শিবসিংহ	খ্রীঃ ১৪৪৬	৩½ "
পদ্মাবতী দেবী	খ্রীঃ ১৪৫০	১½ "
লছিমাদেবী	খ্রীঃ ১৪৫২	৯ "
বিশ্বাসদেবী	খ্রীঃ ১৪৬১	১২ "
নরসিংহ	খ্রীঃ ১৪৬১	৬ "

শিবসিংহের তিন পত্নী—পদ্মাবতী, লছিমাদেবী, বিশ্বাসদেবী। গ্রিয়ার্সন সাহেব অনুসন্ধান করিয়া ছয় পত্নীর উল্লেখ পাইয়াছেন, তন্মধ্যে কাহারও পদ্মাবতী নাম নাই। সে যাহাই হউক শিবসিংহের এই বংশবল্লী দর্শনে আমরা এই কয়েকটী বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি:—

(১) রূপনারায়ণ ও শিবসিংহ একই ব্যক্তি ;

(২) শিবসিংহের একতমা পত্নীর নাম লছিমাদেবী ;

(৩) নরসিংহদেবের একতম পুত্রের নাম রূপনারায়ণ, অতএব শিবসিংহ ভিন্ন অন্য একজন রূপনারায়ণ ছিলেন।

এই সমস্ত তত্ত্ব পরিদর্শনে মনোমধ্যে কয়েকটী সন্দেহের উদ্রেক হয়। সংক্ষেপে সে গুলির উল্লেখ ও মীমাংসা করা যাইতেছে।

প্রথম সন্দেহ—শিবসিংহ যদি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন তবে কিরূপে ১৪০০ অব্দে গ্রাম দান করিলেন।

দ্বিতীয় সন্দেহ—"দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" গ্রন্থের আরম্ভে লিখিত আছে :—

অভিবাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং বন্দিতো যঃ সুরৈরপি।
সর্ব্ববিঘ্নচ্ছিদে তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ। ১।
ভক্তানম্রসুরেন্দ্রমৌলিমুকুটপ্রাগ্‌ভারবান্‌স্ফুরন্
মাণিক্যদ্যুতিপুঞ্জরঞ্জিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দশ্রিয়ঃ।

* বাবু অযোধ্যাপ্রাসাদ কৃত দ্বারভাঙ্গার ইতিহাসে উল্লিখিত তালিকার সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল নাই। তাঁহার মতে দেবসিংহের অধিরোহণ ১৩৮৫ অব্দে ও পদ্মাবতী রাজত্ব করেন নাই। আমরা অযোধ্যাপ্রাসাদের মূল ইতিহাস দেখি নাই, অন্য পুস্তকে উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলাম।

दैव्यास्तत्क्षणदैत्यदर्पदलना सच्चित्प्रहृष्टामर-
स्वाराज्यप्रतिभूतविष्णुकरणा गम्भीरदृक् पातु वः । २ ।
अस्तिश्रीनरसिंहदेवमिथिलाभूमण्डलाखण्डलो
भूभृन्मौलिकिरीटरत्ननिकरप्रत्यर्च्चिताङ्घ्रिद्वयः ।
आपूर्व्वापरदक्षिणोत्तरगिरि प्राप्तार्थिवाञ्छाधिक-
स्वर्णक्षौणिमणिदानविजितश्रीकर्णकल्पद्रुमः । ३ ।
विश्वख्यात-नयस्तदीयतनयः प्रौढ़प्रतापोदयः
संग्रामाङ्गणलब्ध वैरिविजयः कीर्त्त्यामलीकृतयः
मर्य्यादानिलयः प्रकामनिलयः प्रज्ञाप्रकर्षाश्रयः
श्रीमद्भूपतिधीरसिंहविजयी राजत्यमोघक्रियः । ४ ।
शौर्य्यावर्ज्जितपञ्चगौड़ धरणीनाथोपनम्रीकृता-
नेकोत्तुङ्गतरङ्ग सितच्छत्राभिरामोदयः ।
श्रीमद्भैरवसिंहदेवनृपतिर्यस्यानुजन्माजय-
त्याचन्द्रार्कं कीर्त्तिसहित श्रीरूपनारायणः । ५ ।
देवीभक्ति परायणः श्रुतिमुखप्रारब्ध पारायणः
संग्रामे रिपुराजकैभदलनप्रत्यक्षनारायणः ।
विश्वेषां हितकाङ्क्षयया नृपवरोऽनुज्ञाप्य विद्यापतिं
श्रीदुर्गोत्सवपद्धतिं सतनुते दृष्ट्वानिबन्धस्थितिम् । ६ ।

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে নরসিংহদেবের রাজত্বকালে তৎপুত্র রূপনারায়ণের অনুমতিক্রমে বিদ্যাপতি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি যদি খ্রীষ্টীয় ১৪০০ অব্দে স্বীয় কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যগুণে বিসপী গ্রাম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অন্ততঃ ৭৪-৭৫ বৎসর পরেও তিনি গ্রন্থ রচনে সমর্থ হইয়া জীবিত ছিলেন ইহা কি সম্ভবপর?

প্রথমে সন্দেহের মীমাংসা। শিবসিংহ খ্রীঃ ১৪৪৬ অব্দে রাজা হইলেও তৎপূর্ব্বে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ইহা কদাপি অসম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন যে সকল কীর্ত্তি-প্রদ কার্য্য শিবসিংহের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎসমুদায় তাঁহার রাজত্বকালে (অর্থাৎ সার্দ্ধ তিন বৎসরের মধ্যে) সঙ্ঘটিত হইয়াছে ইহা কথনই সম্ভবপর নহে। পরন্তু তাঁহার পিতার রাজত্ব কাল যেরূপ দীর্ঘ তাহাতে তদীয় রাজ্যারম্ভের ৪৫ বৎসর পরে যে তিনি পুত্র-হস্তে রাজকার্য্যের ভার দিবেন তাহারই বৈচিত্র্য কি? সুতরাং শিবসিংহ যৌব-

রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা অশেষ কীর্ত্তি করিয়াছিলেন এ অনুমান সকল প্রকারেই সঙ্গত বোধ হয়। তাহা হইলে বিসপী গ্রাম দান করিবার পরে তিনি যে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তদ্ভিন্ন মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির কোন কোন পদে দেবসিংহেরও নামোল্লেখ করা আছে, আমরা দেবসিংহের নামযুক্ত একটী পদ মৈথিল-পদাবলী-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলাম।*

দ্বিতীয় সন্দেহের মীমাংসা। বিদ্যাপতি যখন বিসপী গ্রাম লাভ করেন, তখন তাঁহার সুকবি বলিয়া প্রতিপত্তি ছিল, ইহা শিবসিংহের দানপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং, তখন তাঁহার বয়স সম্ভবতঃ বিংশতি বৎসরাপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাহা হইলে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী রচনাকালে তাঁহার বয়স ৯৪—৯৫ হইয়াছিল বলিতে হইবে। এত বয়স অবধি জীবিত থাকিয়া কার্য্য করণের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও অসম্ভব নহে। হয়ত তিনি পূর্ব্বে সময়ে সময়ে ঐ গ্রন্থের শ্লোকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন পরে রাজ অনুমতি ক্রমে পূর্ব্বভাগটী রচনা করিয়া গ্রন্থাকারে পরিণত করেন।

বীমস্ সাহেব বলেন, হয়ত বিদ্যাপতি উপাধিযুক্ত অন্য কোন পণ্ডিত 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' রচনা করিয়া গিয়াছেন।† এবিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই।

এই সমস্ত সংগ্রহ হইতে বিদ্যাপতির রচনায় উল্লিখিত শিবসিংহ, রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ, লছিমাদেবী প্রভৃতি ব্যক্তির বিষয়ে সন্ধান পাওয়া গেল। বিদ্যাপতির রচিত "পুরুষ পরীক্ষা" ."দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" "দান বাক্যাবলী," "বিবাদ সার," "গয়াপত্তন," প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থও মিথিলায় পাওয়া যায়।

এক্ষণে বিদ্যাপতি রচিত রাধাকৃষ্ণাদি বিষয়ক পদাবলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাপতির কৃত উক্ত পদাবলি সম্বলিত কোন গ্রন্থই প্রচলিত নাই সুতরাং কতকগুলি হস্তলিখিত পুথি, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা, পদামৃতসমুদ্র, পদরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত ও লোক মুখে প্রচলিত পাঠাদি হইতে সংগৃহীত না করিলে বিদ্যাপতির রচনা পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতির

* দেবসিংহের নাম যুক্ত অনেক ভণিতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সামকালিক বিদ্যাপতির গীত সংগ্রহেও দৃষ্ট হইল।

† "I would suggest the possibility of there having been more than one Bid,apati, and that the word is not a proper name, but a title, like Ray Gunakar or Kabikankan,"—P. 301,

বংশীয়েরা কেহই, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের অলৌকিক কীর্ত্তি স্বরূপ এই অমূল্য পদাবলীর সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন নাই। সুতরাং মুদ্রাকরের অনুগ্রহে ও পাণ্ডুলিপির রীতিক্রমে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন হওয়ায় অনেক স্থলে মূলের বিকৃতি (সাত নকলে আসল নষ্ট) হইয়াছে—এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিথিলাতে অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যাপতির যে সমস্ত পদাবলী পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের অঞ্চলে প্রচলিত পদাবলী হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। সুতরাং কোন কোন পণ্ডিত আমাদের দেশে প্রচলিত পদগুলিকে "ব্যভিচারজাত অযোগ্য ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অসার অনুকৃতি" বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। আমরা কোন ক্রমেই এ কথার অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদিগের বোধ হয়, বঙ্গ-প্রচলিত পদাবলী যেরূপ কাল সহকারে বিকৃত—মিথিলার পদাবলীও তদ্রূপ বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। উদাহরণ স্বরূপ একটি পদের মিথিলায় প্রচলিত দুইটি পাঠ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) রাজকৃষ্ণবাবুর প্রাপ্ত পাঠ।

কামিনী করু অসনানে।
হেরইত হৃদয় উদিত পচবাণে॥
চিকুর গরল জলধারে।
জনি মুখশশি ডর রোঅহি আন্ধারে॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা॥
জনি সংশয় ভুজফাঁসে।
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাসে॥
তিতল বসন তন লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড়তপ-গুণমতি পুনমতি পাবে॥

(২) গ্রিয়ার্সন সাহেবের প্রাপ্ত পাঠ।

কামিনী করু অসনানে।
হেরইত হিদয় হনল পচমানে॥
তিতল বসন তন লাগ।
মুনিহুঁক মন সমস্ত ভয় জাগু॥
চিকুর বহে জল ধারে।
জনি শশি বিমু মোহি লাগত আন্ধারে॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকর কমল আনি তুঅ দেবা॥
তৈঁ সঙ্গে ভুজ ফাঁসে।
বাঁধি ধরিঅ উড়ি লাগত অকাসে॥
ভণহিঁ বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুখ ন কবহুঁ হোয়ত নদানে॥

এই দুইটী পাঠই মিথিলার। ইহার সহিত আমাদিগের পাঠ মিলাইয়া দেখিলে * স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নানালোকে এক কবিতারই নানাপাঠ ধরিয়া লইয়াছেন। এরূপ পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ এই যে—এই সমস্ত পদাবলী

* ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুরলয়ে সঙ্গঠিত। আধুনিক গায়কেরা যখন গাইতে গাইতে একটী চরণ ভুলিয়া যান, তখন নিজে একরূপ করিয়া না পুরাইয়া লইলেও চলে না। যাঁহারা আবার ইঁহাদিগের নিকট হইতে লিখিয়া লন তাঁহারাও অনেকে "ধান" শুনিতে "কাণ" শুনেন। প্রাচীনকালের গায়ক ও শ্রোতৃবর্গও যে এই দোষে দোষী ছিলেন না, কে বলিতে পারে? এতদ্ব্যতীত মিথিলা অঞ্চলের লোকে বিদ্যাপতির পদাবলী পরিবর্ত্তিত করিয়া অনেকটা আধুনিক মৈথিলীতে পরিণত করিয়াছেন; বাঙ্গালা বৈষ্ণবেরাও ত্রুটি করেন নাই, তাঁহারা কবিতাগুলিকে যতদূর পারেন বাঙ্গালা ধরণের করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

ইহা ভিন্ন বিশৃঙ্খলার আরও একটি কারণ আছে। স্ব স্ব পদাবলীর বিস্তৃতি লাভ মানসে পরবর্ত্তী অনেক কবি নিজের রচনা বিদ্যাপতির ভণিতা দিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। আর কাহারও কাহারও উপাধি "বিদ্যাপতি" ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম বসন্ত রায়। এই বসন্ত রায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত ভুর্শুটুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি বিদ্যাপতি, পিতার নাম ভবানন্দ রায়। প্রায় ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নবদ্বীপে ইঁহার মৃত্যু হয় *। একথা কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারা যায় না। যাহাই হউক যখন বসন্ত রায়ের নিজের ভণিতাযুক্ত অনেক কবিতা পাওয়া যায়—এবং বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত মৈথিলীসংস্রব-রহিত অথবা অল্পমাত্র মৈথিল শব্দ-সমন্বিত পদাদিও পরিলক্ষিত হয়, তখন এবংবিধ পদাবলী সমস্তই যে একজনের লেখনী-প্রসূত, কোন ক্রমেই এরূপ বিশ্বাস মনে স্থান পায় না। মিথিলাতেও যে এইরূপ বিদ্যাপতির আবির্ভাব হয় নাই, কে বলিতে পারে?

এ জন্যই অনেকে একাধিক বিদ্যাপতির অস্তিত্ব-কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু যখন তাঁহাদিগের সকলের পদাবলী এরূপভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে, তৎসমুদয় পৃথক্ করা সম্ভবপর নহে, তখন বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত সকলেরই কবিতা একত্র সন্নিবেশিত করা বোধ হয় বিশেষ দোষাবহ হইবে না—এই বিবেচনায় আমাদিগের দেশে প্রচলিত পদাবলী যেখানে যাহা পাইয়াছি, তাহারই সংগ্রহ করিলাম। যাহা নিতান্তই অন্যের বুঝিয়াছি, তাহা লই নাই।

---

* সোমপ্রকাশ—১০ পৌষ সোমবার, সন ১২৭৯।

মিথিলায় যেরূপ সঙ্গীত বিদ্যাপতির পদ বলিয়া প্রচলিত, গ্রিয়ার্সন সাহেব তাহার ৮২টী সংগৃহীত করিয়াছেন। আমরা আরও অনেকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলি পূর্ণমাত্রায় মৈথিলী কবিতা। বাঙ্গালী পাঠক তৎসমুদায়ের আদর করিবেন কি না, বলিতে পারি না, আমরা যে কএকটী মৈথিলী কবিতা প্রকাশিত করিলাম, তন্মধ্যে একটীও ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকের লেখা বিদ্যাপতির লেখায় মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিদ্যাপতির অনুকারক এবং তাঁহার ধরণেই লিখিয়াছেন, সুতরাং সমুদায় লেখার অস্থিমাংস একই উপাদানে গঠিত—চর্ম্ম যোজনায় প্রভেদ থাকিতে পারে। আমরা বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রায় সমগ্র পদাবলীরই সঙ্কলন করিলাম। কেবল উভয় ভণিতাযুক্ত, অর্থাৎ "ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস তথি," প্রভৃতি শব্দান্বিত এবং কবি-রঞ্জনাদি বিভিন্ন নামের ভণিতাসমন্বিত পদাবলী ও প্রহেলিকাদির সংগ্রহ করিলাম না, কারণ মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত ঐ সমস্ত পদের কোনই সংস্রব নাই। যে গুলি সংগৃহীত হইয়াছে, সে গুলিও সমস্ত বিদ্যাপতির কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি বঙ্গীয় কবিতাকুসুমের আদি মধুকর। তাঁহার মধুর গুঞ্জনে হৃদয়-কমল প্রীতি-পবনভরে নৃত্য করিতে থাকে। তাঁহার রসভাবযুক্ত বর্ণনামালা—শ্রবণে মধুধারা বর্ষণ করে, মন বিমোহিত করে। তাঁহার কবিত্ব, কেবল যে মধুমাখা কথার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া শ্রবণ রঞ্জন করে, তাহা নহে—গভীর ভাবতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে হৃদয়বেলায় উপর্য্যুপরি আঘাত করে—সে আঘাত তীব্র নহে—নিতান্ত সুখস্পর্শ, অতীব কোমল। তাহাতে হৃদয় আর্দ্র হয়—মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়, অন্তরাত্মা প্রেমরসসিক্ত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। যদিও জয়দেব এইরূপ রচনার অধিনায়ক তথাপি তাঁহার প্রদর্শিত পথে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া কেহই বিদ্যাপতির সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

প্রেমের পবিত্র আকার কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতার উত্তেজক দু একটি শব্দ বিন্যাসে বিদ্যাপতির কবিতা কলুষিত হইয়াছে—যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা দূরদর্শী বলিতে পারি না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে লোকের রুচি ভেদ হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ভক্তের মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ। যাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা বা

মাতার ন্যায় ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি-বিশিষ্ট থাকেন, তাঁহাদিগের ভক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুমোদিত ভক্তি নহে। পুংযোগাসংস্থ কুলটা যেরূপ আগ্রহের সহিত উপপতিকে ভালবাসে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যাঁহাদিগের সেইরূপ আন্তরিক আগ্রহ তাঁহারাই বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার চক্ষে সেই প্রেম কলুষিত বোধ হইতে পারে—বৈষ্ণব ভক্তের পক্ষে উহাই পরম পবিত্র। সুতরাং যাহা আধুনিকের নিকট দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—বিদ্যাপতির ধর্ম্মভাব তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করিতে দেয় নাই। যদি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য সহকারে বাইবেলের জঘন্য অংশ সমুদায় পাঠ করিতে পারা যায়, যদি মহম্মদীয় ধর্ম্মনীতির অনুশীলনে সুনীতির পথ কণ্টকময় না হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ভাবেও কোন ব্যক্তির মনে ঘৃণার উদ্রেক হওয়া উচিত নহে। ফলতঃ এ বিষয়ে যদি কিছু দোষ থাকে সে দোষ বিদ্যাপতির নহে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের। এই ধর্ম্ম প্রভাবেই তড়িতলতা অবলম্বনে অবতীর্ণ, নিষ্কলঙ্ক শশধরবিনিন্দিত রমণী-বদন, কিছুক্ষণ দেখিয়া বিদ্যাপতির আশা পূর্ণ হয় নাই—"মদনজ্বালা" বাড়িয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বে মগ্ন হইয়াও এই ধর্ম্মপ্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। নতুবা, বিদ্যাপতির ন্যায় গুণগ্রাহী, সুরসিক ও সুপণ্ডিত ইদানীন্তন জনগণের রুচি সঙ্গত রচনায় অক্ষম ছিলেন কে বলিতে পারে? পরন্তু যদি কেহ সুলোমানের প্রেম সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে পান, তাঁহার নিকট বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অশ্লীলতা মধ্যেও সেইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের অসদ্ভাব হইবে না *।

বিদ্যাপতির শক্তিসমন্বয় অপরিসীম। তাঁহার কবিতা অলঙ্কার-ভূষিতা, হৃদয়গ্রাহিণী, শিল্প-কুসুম-কুন্তলা। কল্পনার কক্ষে আরোহণ করিয়া, কল্পনার এই প্রিয়পুত্র দেশ হইতে দেশান্তর, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত, পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তথা হইতে অমৃতায়মান বচন পরম্পরা ও ভাবরাশির সংগ্রহ করিয়াছেন, শ্রবণ করিলে ভাবুকের চিত্ত স্বতই মুগ্ধ হইয়া যায়। কল্পনাসুন্দরী তাঁহাকে প্রকৃতির যে মানচিত্র দেখাইয়াছেন—তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিভাসিত রহিয়াছে।

---

* আধ্যাত্মিকভাবে—রাধা আত্মরূপিণী—ভক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি সখী ও দূতীস্বরূপা; কৃষ্ণ পরমেশ্বর; আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনই সঙ্গম। গোপ সংসার, গোপী বাসনা। বিশেষ ব্যাখ্যা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাপতির ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে দুই একটী কথা বলিয়া ও তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে প্রচলিত দুই একটী গল্পের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই সমস্ত পদাবলীর প্রত্যেকটীই এক একটী গীত। ছন্দের নিয়ম, সুর ও তাল অনুসারে নির্ণীত হইবে। দুই একটী বর্ণ বা মাত্রার আধিক্য বা অল্পতায় সকল সময়ে সুরের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে না। গানের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি, তাল ও ফাঁকের ক্রমানুসারে, বিবিধ মাত্রাবিশিষ্ট। সুরানুসারে লঘুবর্ণের গুরু উচ্চারণ ও গুরুবর্ণের লঘু উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরানুযায়ী নহে। তবে যদি সমস্ত পদ এক সুর ও তাল অনুসারে গ্রথিত হইত, তাহা হইলে প্রতি চরণের মাত্রা সংখ্যা ও বিরাম যতির সাধারণ কোন নিয়ম বাহির করিলেও করা যাইত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণী সম্বলিত হওয়ায়, এরূপ নিয়ম বাহির করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সঙ্গীত-রসাভিজ্ঞেরা রাগাদি অনুসারে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিলেও পারেন। নতুবা গ্রিয়ার্সন সাহেব বিলাতী প্রণালী ও দেশীয় লঘু গুরু রীতির মিশ্রণে যেরূপ ছন্দের নিয়মাদি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই উপযুক্ত বা সঙ্গত হয় নাই।

এখানে আর একটী কথা বলা উচিত। বিদ্যাপতির পদের সুর-নির্দ্দেশ করিলাম না কেন ?—অনেকেই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সে বিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য যে, পদাবলীর সুরতাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। একজন যে পদ "ধানশ্রী" তে গেয়—লিখিয়াছেন, আর একজন সেই পদই বসন্ত রাগে গেয় স্থির করিয়াছেন। আবার অন্য পুথিতে, সেই পদেই, কল্যাণী রাগ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং সংগ্রহকার নিরুপায়। যাঁহারা সঙ্গীত রসজ্ঞ, তাঁহারা মাথায় একটা নাম লেখা দেখিবার অপেক্ষা রাখিবেন না, ইহাই মাত্র আশ্বাসস্থল। সুতরাং আমরা কোন পদেরই সুরনির্দ্দেশ করিলাম না।

বিদ্যাপতির রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে, অর্থাৎ অনুসন্ধান করিলে তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পুরুষ-পরীক্ষা, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী দান বাক্যাবলী, বিবাদসার ও গয়া-পত্তন প্রধান। প্রথম দুই খানির কোন কোন স্থান পাঠ করিয়াছি, একখানিও রীতিমত অধ্যয়ন করিতে পারি নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা মাত্র।

শ্রীহরপ্রসাদ রায় নামে একজন পণ্ডিত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। উক্ত অনুবাদ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। পূর্ব্বে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে সেই অনুবাদ পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল। ইহাতে ৪৮টী উপাখ্যান আছে; পুরুষনামধারী সকলেই যে পুরুষ নহে, প্রকৃত পুরুষের পরীক্ষা কি, ইহাতে উপাখ্যানচ্ছলে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

এইবারে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে প্রচলিত দুই একটী গল্পের উল্লেখ করিতেছি।

(১) বিদ্যাপতি শিবসিংহের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। দিল্লীর অধীশ্বর এক বার রাজা শিবসিংহকে দণ্ড দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া যান। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বিদ্যাপতি শিবসিংহের উদ্ধার সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতিকে সুকবি জানিয়া, ও অদৃষ্টকে দৃষ্টবৎ বর্ণনে সমর্থ, শুনিয়া, পরীক্ষার্থ কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে একটা কাষ্ঠপেটকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। অনন্তর কতকগুলি নগরাঙ্গনাকে যমুনার জলে স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে সম্রাটও বিদ্যাপতিকে পেটক মুক্ত করিয়া যমুনাতীর বৃত্তান্ত বর্ণনের অনুমতি প্রদান করিলেন; কবিও তৎক্ষণাৎ "কামিনী করু অসাননে" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত গীত দ্বারা ঐ ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে দিল্লী-পতি বড়ই সন্তুষ্ট হন, সুতরাং বিদ্যাপতির জন্য শিবসিংহেরও মুক্তি লাভ হয়।

(২) বিদ্যাপতি লছিমাদেবীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। এবং তাঁহাকে না দেখিলে একছত্রও লিখিতে পারিতেন না। একদা তিনি ভূপতির অনুমতি ক্রমে বহু চেষ্টা করিয়াও কবিতা লিখিতে পারিলেন না, এমন সময়ে গবাক্ষপথে তাঁহার চিত্ত-হারিণী একবার দেখা দিলেন; কবি অমনি "গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি।" বলিয়া কবিতার উৎস খুলিয়া দিলেন। রাজা এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহাকে শূলে দিয়াছিলেন।

(৩) বিদ্যাপতি মরণকাল আসন্ন দেখিয়া, গঙ্গাতীরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভাবিলেন, ভগবতী ভাগীরথী যদি ভক্ত-বৎসলা হন, তবে এই স্থানেই আমার নিকটে আসিবেন। সর্ব্বান্তর্যামিনী গঙ্গাদেবী সেই স্থলেই ত্রিধারা হইয়া লহরী-লীলা প্রকাশ করিলেন। বিদ্যাপতি হৃষ্ট চিত্তে সেই স্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার চিতা যেখানে ছিল—সেই খানেই একটী শিব-লিঙ্গের উদ্ভব হইল। বাজিতপুর নগরের উত্তরদেশে একটী মন্দির এই

কিংবদন্তীর জন্ত প্রসিদ্ধ। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের বাঢ় ষ্টেসন হইতে ঐ স্থল ৪।৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

এইরূপ অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সত্য ও মিথ্যা, স্বপ্নও কৌতুকের অপূর্ব্ব মিশ্রণে এবং 'নিষ্কর্ম্মা মহোদয়গণের অনুগ্রহে এরূপ গল্পমালা সকল দেশেরই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত অলঙ্কৃত করিয়াছে। সুতরাং এরূপ গল্প সংগ্রহের বাহুল্য না করিরা এইথানেই উপসংহার করিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিদ্যাপতির জীবন বৃত্তান্ত ও ভাষা বিচার সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি হইতে অনেক সাহায্য লইয়াছি :—

মহোদয় শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১ম ও ২য় ভাগ।
" " রমেশচন্দ্র দত্তের—Literature of Bengal.
" " বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত বঙ্গদর্শন, ৪র্থ ভাগ ২য় খণ্ড।
" " জন বীমস্ লিখিত প্রবন্ধ Indian Antiquary (Vols. II & IV)
" " মুইয়ার কৃত Sanskrit Texts.
" " জর্জ্জ, ই, গ্রিয়ারসন কৃত মৈথিলী ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ।
Journal Asiatic Society, Ex. Nos. to part I of 1880 and Part I of 1882, respectively.
মিথিলা তীর্থ-প্রকাশ। দ্বারভাঙ্গায় প্রকাশিত।
মহোদয় শ্রীযুক্ত ই, বি' কাউএল কৃত "A short Introduction to the Ordinary Prakrit of the Sanskrit Dramas, &c., &c., (1851).
মনোরমা টীকা সহিত প্রাকৃত প্রকাশ Edited by E. B. Cowell 1854.

এতদ্ভিন্ন পাঠাদি নির্ণয় স্থলে ২৭ থানি হস্ত লিখিত পুথি এবং পদকল্পতরু, পদরত্নাকর, গীতচন্তামণি, পদকল্পলতিকা, প্রভৃতির বিবিধ সংস্করণ ব্যতীত, নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলির ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি :—

শ্রীযুক্ত বাবু সারদা চরণ মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী (রাজকীয় যন্ত্র ১২৮৫ সাল।)
" " অক্ষয় চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ (চুঁচুড়া ১২৮৫।)
" " ঐ ঐ ঐ কলিকাতা বঙ্গবাসী প্রেস ; ১২৯১ সালের সংস্করণ।
" পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পদামৃতসমুদ্র ; বহরমপুর থাগড়াস্থ রাধারমণ যন্ত্র ১২৮৫ ;
মহাজন পদাবলী সংগ্রহ (বহুবজার স্মিথ কোম্পানির যন্ত্র) ১২৮০।

পাণ্ডুলিপি গুলির মধ্যে অধিকাংশ পদকল্পতরু বা গীত-কল্পতরু। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পদের সংখ্যায় মিল নাই। সুতরাং যেথানে শ্লোকের সংখ্যানির্দ্দেশ করিয়াছি, তথায় বটতলার পদকল্পতরুরই সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

বাহুল্য ভয়ে সাধু বৈষ্ণব, পণ্ডিত মণ্ডলী, বন্ধুবর্গ ও সংবাদপত্রাদির নাম উল্লিখিত হইল না, তাহা বলিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমি কোন সহায়তা লাভ করি নাই, ইহা যেন অনুমিত না হয়।

দ্বিতীয় বারের বক্তব্য।

সংপ্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে সংগৃহীত একখানি বিদ্যাপতির গীতাবলী হস্তগত হইয়াছে। এবার মুদ্রাঙ্কণকালে আমি ঐ পুস্তকের সহায়তা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। উক্ত পুস্তকে এত নূতন গীত দেখিলাম যে তাহার সংগ্রহে আর একখানি এই আকারের পুস্তক হইতে পারে। কিন্তু উহা পাঠ করা এত দুরূহ যে আর দুই একজন আমার সহিত সমানভাবে পরিশ্রম না করিলে আংশিক সফলতা লাভেরও সম্ভাবনা নাই। যদি কখনও এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহা হইলে পদাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড রূপে উহা প্রকাশিত করিব। নতুবা ভবিষ্যতে যোগ্যতর কোন ব্যক্তির জন্য এই দুষ্কর কার্য্য রাখিয়া যাইব।

সময় সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মাসিক পত্রাদিতে কোন কোন মহাশয় শিবসিংহের দানপত্র খানি কৃত্রিম প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সে বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করা অনাবশ্যক মনে করি। ফলতঃ বিদ্যাপতির সময়-নির্ণয় ও সে সময়ের ইতিহাসের নির্ণয় করিতে গেলে এত পরস্পর বিরোধী উক্তির সন্মুখীন হইতে হয় যে, অনুমানে নির্ভর না করিলে চলে না। আমরা যথাসম্ভব সর্ব্ব প্রকার সন্দেহের আলোচনা ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ যদি কোনরূপ নূতন তত্ত্বের প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে প্রত্নতত্ত্ব নির্ণয়ার্থ আলোচনার আবশ্যকতা অনুভব করিতাম। কিন্তু কেহই তাহা করেন নাই। যে যে মহাশয়েরা গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীর প্রথমাংশে ভৈরব সিংহের নাম দেখিয়া মনে করিয়াছেন উহা নরসিংহ দেবের আমলে রচিত হয় নাই, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। নচেৎ শ্লোক কয়েকটী পাঠ করিলেই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন, বুঝিতেন নরসিংহ দেব ও তাঁহার সকল পুত্রের নাম উল্লিখিত আছে, একা ভৈরব সিংহের নাই। অধিকন্ত নরসিংহ দেবের রাজত্ব কালে তদীয় পুত্র রূপনারায়ণের অনুজ্ঞাক্রমে ঐ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে ইহা অনায়াসে দেখিতে পাইতেন। অনেকের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে এ সকল কথার উল্লেখ করিতে হইল। মূল শ্লোক গুলি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

বর্ণমালা।

বাঙ্গালা।	মৈথিল।	দেবনাগর।	বাঙ্গালা।	মৈথিল।	দেবনাগর।
অ	𑒁	अ	ঝ	𑒗	झ
আ	𑒂	आ	ঞ	ঞ	ञ
ই	𑒃	इ	ট	ট	ट
ঈ	𑒄	ई	ঠ	𑒚	ठ
উ	𑒅	उ	ড	ড	ड
ঊ	𑒆	ऊ	ঢ	𑒜	ढ
ঋ	𑒇	ऋ	ণ	ল	ण
ৠ	𑒈	ॠ	ত	ত	त
ঌ	𑒉	लृ	থ	থ	थ
এ	এ	ए	দ	দ	द
ঐ	ঐ	ऐ	ধ	ধ	ध
ও	ও	ओ	ন	ন	न
ঔ	ঔ	औ	প	প	प
ং	ं	ं	ফ	ফ	फ
ঃ	ঃ	ः	ব	র	ब
ঁ	ঁ	—	ভ	ভ	भ
ক	ক	क	ম	ম	म
খ	খ	ख	য	য	य
গ	গ	ग	র	ৰ,ব	र
ঘ	ঘ	घ	ল	ন	ल
ঙ	𑒓	ङ	ব	ব	व
চ	𑒔	च	শ	𑒬	श
ছ	𑒕	छ	ষ	ষ	ष
জ	জ	ज	স	স	स
			হ	𑒯	ह

(হিতবাদী হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

বিদ্যাপতি বধ।

—***—

অমর কবির মৃত্যু সম্ভাবনা কল্পনারও অতীত। যাঁহারা প্রতিভাবলে এই নশ্বর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের কীর্ত্তিনাশ-প্রয়াস জীবন-বধোদ্যম অপেক্ষাও যে শতগুণে ভীষণ এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিরা ইউরোপীয় সভ্যতার কীর্ত্তি-কলাপ বিলুপ্ত করিয়াছিল, নগরকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল, সুরম্য হর্ম্ম্যাদির চিহ্নলোপ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারাও কবিত্বের উপর পশুত্ব প্রকাশ করে নাই, দুর্ব্ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তি তমসে কবিতাকৌমুদী সমাচ্ছন্ন করে নাই, পরিশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনাদি বিবিধ অস্ত্রপ্রয়োগে কবি কীর্ত্তির অঙ্গহানি করে নাই। তবে, এই শক্তিহীন হতভাগ্য বঙ্গদেশে এমন কার্য্য কে করিল? অমর মৈথিল-কবির কিরীট-রত্ন হরণ করিয়া কে তাঁহার শিরোদেশে কণ্টকময় টীকার মুকুট পরাইল? তাঁহার অলঙ্কাররাশির পরিবর্ত্তে কে তাঁহাকে ভস্মে ভূষিত করিল? কবিত্বের বিকৃতিতে শব্দাদির পরিবর্ত্তনে, ও ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যাদির প্রকাশে কে আমাদিগের সুধারাশিতে হলাহল সঞ্চার করিল? কোমলকান্ত পদাবলী কর্কশ করিয়া, সদ্ভাব-লহরীর লীলা ভঙ্গ করিয়া কে সেই অতুল কবির হৃদয়ে নিদারুণ শক্তিশেল হানিল?

কেমন করিয়া জানিব, অক্ষয়ের বিদ্যা ক্ষয় হইয়াছে, সারদার উপর সারদার অনুগ্রহ নাই? যাঁহারা সুপণ্ডিত সুরসিক, বুদ্ধিমান্ ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে বৃদ্ধ মৈথিল-কবির কীর্ত্তি এরূপে নষ্ট করিবেন, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। এতাদৃশ বিদ্যানুরাগী পণ্ডিতগণের এরূপ প্রবৃত্তি কেন হইল—বুঝিতে পারিলাম না। মূর্খত্ব, ধৃষ্টত্ব, প্রভৃতি যে বৃক্ষের ফল, তাঁহারাও যে সেই বৃক্ষের শরণাপন্ন হইবেন, ইহা যে কল্পনারও অতীত! সময়ে সময়ে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটে, বিদ্যাপতির কবিতা সংগ্রহে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত গণের পণ্ডা-প্রকাশও তদ্রূপ বিচিত্র!

বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাপতির পদসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং তাঁহার যতই দোষ থাকুক না কেন, সে সকল উপেক্ষা করিতে বঙ্গবাসী বাধ্য। তিনি বঙ্গের অভাব মোচন করিতে গিয়া যদি কোন অংশ বিকৃত করিয়া থাকেন, তথাপি

তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ সহস্রবার মার্জ্জনীয়। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পদানুসরণ করিয়া বিদ্যাপতির টীকা করিতে ও পদসঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ধৃষ্টতাজনিত ও মূর্খতাত্মক কার্য্যে তীব্র কটাক্ষপাত না করিলে, মৃত কবির অবমাননা হয়—এই বিশ্বাস আমাদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সুলেখক, সুপণ্ডিত, বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, বহুকালাবধি সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নিকট আমরা সুফলেরই আশা করিয়া থাকি। আর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র, বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন-ভার প্রধানতঃ তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত, তিনি যখন পরিশ্রম করিয়া, প্রতিভাবিস্তারের প্রয়াসে, কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাহাতেই বা সুফলের আশা না করিব কেন? বড় সুফলের আশা করিয়াই তাঁহাদিগের সম্পাদিত গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু—"পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, পাইনু বজর তাপে"।

এই সকল পণ্ডিত লোকেও বঙ্গ দেশের এবং বঙ্গ ভাষার যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং পূর্ব্ব-ভাষের বাহুল্য না করিয়া তৎপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। সংস্করণের পর সংস্করণ হইয়া গেল, ইহাতেও যদি ভ্রান্তি দূর না হইল, তবে হইবে আর কবে? এই ভাবিয়া এই অপ্রিয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

বিদ্যাপতি সঙ্কলনকালে সারদা বাবু কবির "অশ্লীল ও সুরুচিবিরুদ্ধ পদ"—"নিতান্ত অশ্রাব্য ও অপাঠ্য" বিবেচনা করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুগণের পাঠ্য পুস্তকে নায়ক নায়িকার কেলি-কাহিনী সন্নিবিষ্ট করাটা তাঁহার বিবেচনায় দূষ্য হয় নাই! ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ! সারদা বাবু মুসলমানদিগের কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যে ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বরগণ আলেকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগার দাহ করিয়াছিল তাহারাই ভারতবর্ষ অধিকার করিল"—(দ্বিতীয় সংস্করণ, ৷৹ পৃষ্ঠা)।

এ কথা যে রুচি সঙ্গতই হউক, যিনি এরূপ কথা বলেন, তিনি বিদ্যাপতির সঙ্কলন-কালে যে বর্ব্বরতা প্রকাশ করিবেন না, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। সারদা বাবু "নিরাকরণ" শব্দের "মীমাংসা" বা "নির্ণয় করা" অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, (৳০ পৃষ্ঠা),

"রাজগণেরা রাজত্ব করেন" (১ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি লিখিয়াছেন দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, "পণ্ডিত-মণ্ডলী-সকল-গণ-দিগ-গুলারা" বিদ্যাপতির কি অর্থ করেন, তাহারও একটা "নিরাকরণ" হইবে, কিন্তু সে আশাও ফলবতী হইল না! আমরা এক্ষণে তাঁহার ও তাঁহার গুরু অক্ষয় বাবুর পাণ্ডিত্য পরিহার করিয়া বিদ্যাপতির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

পুস্তক খুলিয়াই দেখি—বয়ঃসন্ধির পদ, সটীক! টীকা পড়িয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহাদিগের ধৃত বিদ্যাপতির মূল এই :—

"নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি। হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ॥

পড়িয়া ভাবিলাম "উঘারয়ে" শব্দটী নব সন্নিবেশিত বোধ হইতেছে। যাহা হউক এ পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য টীকা পড়িলাম। পূর্ব্বে এই পাঠের ত অর্থ বুঝিয়াছিলাম—(রাধিকা) নির্জ্জনে কতবার কুচযুগল দর্শন করে, আপনার পয়োধর দেখিয়া হাস্য করে। ঐ পয়োধর প্রথমে বদরী বা কুলের মত, পরে নারঙ্গ লেবুর মত, অনঙ্গ দিন দিন অঙ্গের প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহার টীকা দেখিয়া হরিভক্তি উড়িয়া গেল! ভাবিলাম, সারদা বাবু বুঝি ভ্রম করিয়াছেন, অক্ষয় বাবুর সংস্করণ দেখি, তাহাতেও তাই! ব্যাখ্যাটা শুনুন,

"প্রথম বর্ষার মত নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী)—বর্ষা।"—

শুনিলেন ত? কিন্তু এরূপ অর্থ আদৌ হইতে পারে না। হিন্দি "বদরি" বর্ষা অর্থ প্রশস্ত নহে। বারিশ—বর্ষা। কোন কোন অঞ্চলে বাদলা দিনকে 'বদ্‌লি' বা 'বদ্‌রি' বলিয়া থাকে। আর বদরি অর্থে বর্ষা হইলেই বা কি হইবে? "পুনঃ" শব্দের একেবারে লোপ না করিলে "বর্ষা" লইয়া কোন অর্থই করা যাইবে না। প্রথম বর্ষার ভাবভঙ্গিতে যে কি কবিত্ব, তাহাও আমাদিগের বুদ্ধির অতীত।

যদি সারদা বাবু ও অক্ষয় বাবু এই অর্থই সার বুঝিয়া থাকেন, তবে স্থানান্তরে, "দিনে দিনে পয়োধর" প্রভৃতি পদটী, কি বুঝিলেন বলুন দেখি। উহাতে আছে—

পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে বাঢ়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈগেল বীজক পোর। অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥

মৈথিল বাঙ্গালার অর্থ সকলে বুঝিতে পারেন না বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছি—স্তন প্রথমে কুল (বদরী), পরে নারঙ্গলেবুর (নবরঙ্গ) সদৃশ

দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত হইল, অনঙ্গও পীড়ন করিতে লাগিল। আবার পরে উহা টাবা লেবুর মত হইল, (বীজক পোর—বীজপুর—টাবা লেবু।) এক্ষণে কুচ বাড়িয়া শ্রীফলযুগলবৎ হইয়াছে।

এখন অক্ষয় বাবুকে ও সারদা বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা শেষোদ্ধৃত কবিতাটীর অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি?

ভাবিলাম এই বুঝি একটী ভুল। মুনীনাঞ্চমতিভ্রমঃ। অক্ষয় বাবু কি ভ্রমের অধীন নহেন? দেখিলাম ভুল একটী নহে,—অসংখ্য। শুধু ভ্রম নহে, যেখানে বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে, নিজেই কথা গড়িয়া দিয়াছেন! পাঠ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন! এ কি নবজীবনের সম্পাদক, সাধারণীর নায়ক, সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কার্য্য? একি পণ্ডিত-প্রবর সারদাচরণের কর্ম্ম? তবে এ কেমন হইল? দু একটী ভ্রম ও পরিবর্ত্তন দেখা যাউক, সকলগুলি দেখাইতে গেলে একখানি শব্দকল্পদ্রুম হইয়া পড়িবে।

এক স্থলে আছে—"টুটব বিরহক ওর।" ইহার অর্থ বিরহের সীমা নষ্ট করিব বা করিবে। এ স্থলে অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবু "বিরহ কওর" পাঠ ধরিয়া, "কঠোর বিরহ" অর্থ করিয়াছেন। কওর শব্দের কঠোর অর্থটা কেমন কেমন লাগিল, ভাবিলাম হয়ত "কওর" শব্দের প্রয়োগ আছে। পণ্ডিতদ্বয় "কওর—কঠোর" লিখিয়া পার্শ্বেই "প্রাকৃত প্রকাশ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২ সূত্র" লিখিয়াছেন। পাপ মনে প্রত্যয় হইল না; প্রাকৃত প্রকাশ খুলিলাম, খুলিয়া বোধ হইল পণ্ডিতযুগল নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশ মানসে, এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের ভ্রমোৎপাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত প্রকাশের উক্ত সূত্রানুসারে ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য ও ব এই নয়টী বর্ণের লোপ হয়। উহা ঠ লোপ করিবার সূত্র নহে। এবং ঐ পরিচ্ছেদেরই ২৪ সূত্রানুসারে "কঠোর" শব্দ প্রাকৃতে "কঢোর" হয়, "কওর" হয় না। শেষ পরিচ্ছেদগুলিতেও "কওর" হইবার সূত্র নাই। মহারাষ্ট্রী, মাগধী, পৈশাচী ও শৌরসেণী প্রাকৃতে কখনই "কওর" হয় না। তবে বিদ্যাপতির কপাল-গুণে রাক্ষসীভাষায় যদি "কওর" হয় ত বলিতে পারি না! আর শব্দের অপভ্রংশ হইলেই যে উহাতে প্রাকৃত প্রকাশের সূত্রানুযায়ী বিকার ঘটিতে হইবে এমন কোন রাজশাসন প্রচলিত নাই। প্রাকৃত প্রকাশে চারি প্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ আছে, অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ নাই। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার

নিয়ম মৈথিল ভাষায় অধিকাংশ স্থলেই খাটে না। তবে কখন কোথাও কওর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় নাই বলিয়া ঐ পাঠ স্বীকার করা যায় না। এস্থলে ঘটক চূড়ামণি স্থলে ঘট, কচু, ও ডামনি প্রেরণের প্রাচীন গল্পটী মনে পড়িতেছে। "বিরহক ওর" স্থলে "বিরহ কওর" পাঠও কি তদ্রূপ রহস্যজনক নহে?

বিদ্যাপতির আর একটী পদ আছে—

> কুচভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহুঁ, ঘট পরবেশে হুতাশে।
> দাড়িম্ব ছিরিফল গগনে বাস করু, শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥

আমরা ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছিলাম—কুচ দেখিয়া লজ্জায় পদ্মকলি জলমধ্যে ডুবিয়া থাকে, ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে, দাড়িম্ব ও শ্রীফল গগনে বাস করে, শম্ভু গরল গ্রাস করেন। কিন্তু "ঘট পরবেশে হুতাশে", ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে, সারদা বাবু ও অক্ষয় বাবু ত তাহা বুঝাইলেন না।

তাঁহাদিগের সংস্করণে এ কয়েকটী পংক্তির অর্থ স্থলে এই লিখিত হইয়াছে:—"হতশ্বাস হইয়া ঘট জলে প্রবেশ করে।" ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ও কষ্টকল্পিত অর্থ। ভবিষ্যতে হয়ত অন্য কোন টীকাকার এইরূপ অর্থ করিবেন—"ঘট শত্রুর কাপড়ের ভিতর হা হুতাশ করিতে থাকে। কারণ, পর অর্থে শত্রু, বেশ অর্থে কাপড়, আর হুতাশে (ক্রিয়া) অর্থ হা হুতাশ করিতে থাকে।" অর্থ করিলেই হইল!!! বস্তুতঃ এরূপ কষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, ঘটের ন্যায় কুম্ভকারের পদতলে দলিত হইয়া ও অগ্নি প্রবেশের কষ্ট সহ্য করিয়াও কালিদাস তদ্বৎ রমণীজনের অঙ্গস্পর্শ সুখলাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং ঘটের অগ্নি প্রবেশের কথায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

আর একটুকু দেখিবেন? বিদ্যাপতি স্নানান্তে রাধিকার বর্ণনা করিতেছেন। আর্দ্র বসন রাধিকার অঙ্গে লাগিয়া যাইতেছে, বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিতেছে, দেখিয়া কবি ভাবাবেশে বর্ণনা করিতেছেন—

> ও লুকি করতহি দেহা। অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥
> ঐছে ফেরি রস না পাওব আর। ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥

ইহার অর্থ এই—ঐ (উহা, ঐ বস্ত্র) দেহ লুক্কায়িত করিতেছে। আর্দ্র হওয়াতে বসন কামিনীর অঙ্গে লাগিয়া যাইতেছে, সুতরাং কবির দৃষ্টিতে উহা কামিনীর শরীরে নিজ শরীর লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। বস্ত্র ভাবিতেছে—"এখনি আমাকে ছাড়িবে, স্নেহ ত্যাগ করিবে, (তাহা হইলে) এরূপ রস

(রাধার অঙ্গস্পর্শসুখ) আর পাইব না। ইহার জন্য (ইথে লাগি) কাঁদিয়া জলধারা মোচন করিতেছে।"

এমন চমৎকার কবিত্ব একটী 'তু' এবং "ও" সংক্রান্ত গোলোযোগে মাটি হইয়া গেল! সারদা ও অক্ষয় বাবু 'ও নুকি' না পড়িয়া "তুণকি" পড়িয়াছেন! দীনবন্ধুর ঘটিরাম বলিয়াছিল, বেটারা "মু" লেখে 'ঘ' এর মত।

"তুণকি করইতে চাহে কে দেহা," এই পাঠ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"দেহ কে নীল বর্ণ করিতে চাহে?"—তুণকি তুঁতের বর্ণ, নীল।" বিস্ময়ের আরও একটু কারণ আছে। ইঁহাদিগের পুস্তকে পাঠান্তর সন্নিবেশের বাড়াবাড়ি থাকিলেও, এটীর অন্যরূপ পাঠ যে কুত্রাপি প্রচলিত আছে, তাহার ইঙ্গিত মাত্রও প্রকাশিত নাই। অথচ তাঁহারা উক্ত পাঠ ও আপনাদিগের কৃত অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা অবলীলাক্রমে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন!

এত বড় বড় পণ্ডিত! ইঁহারা কি 'লুকি' 'নুকি' প্রভৃতি শব্দ শ্রবণও করেন নাই? যে মৈথিলীর 'ম' জানে, সেও বলিবে, নুকি—লুক্কায়িত। নুকৈলাহ, নুকৌলহি, নুকাএল, নুকাওল, নুকা, নুকাব, প্রভৃতি রূপ এখনও মৈথিলীতে প্রায়ই দেখা যায়। অক্ষয় বাবু কবিকঙ্কণের চণ্ডী ছাপিয়াছেন। তিনি কি কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীতে 'লুকী' শব্দের প্রয়োগ দেখেন নাই?

সারীর পাখার আড়ে শুক হইল লুকী। পক্ষীর চরিত্র দেখে রাজা হইল সুখী॥

ইঁহাদিগের বিদ্যা দেখিয়া একটী প্রাচীন গল্প মনে পড়িল। একটা গণ্ডমূর্খ চণ্ডী পড়িতেছিল। সে 'ণ্ড' অক্ষরটী পড়িতে না পারিয়া স্থির করিল উহা (৩) তিন। কাজেই চণ্ডমুণ্ড বধ স্থলে 'চতিন মুতিন বধঃ' পাঠ করিয়াও গর্ব্বিত হইয়াছিল। 'ও নুকি' স্থলে 'তুণকি' দেখিয়াও আমাদিগের সেই গল্পটী মনে পড়িল। আমাদিগের দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা 'তুণকি' অর্থে 'তুঁতের বর্ণ, নীল' আর কখনও শুনিয়াছেন কি? ঐ শব্দে কোন্ ভাষার অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে? হায় বিদ্যাপতি, বহুকষ্টে বটতলা তোমার প্রাণ রাখিয়াছে। পণ্ডিতগণের পদতাড়নে তোমার সে যত্নরক্ষিত প্রাণটুকুও বুঝি বাহির হয়!!

(২)

মৈথিলী ভাষার লিপিপ্রণালীতে ও উচ্চারণে তালব্য, মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত সকার, হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর, উভয় জকার ও নকার প্রভৃতি সংস্কৃতানুযায়ী নহে। এমন কি একটী শব্দ দুই তিনরূপে লিখিত হয়, কোনটীকে অশুদ্ধ বলা যায় না। ইহাতে

সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকদিগের লিখিবার কথঞ্চিৎ সুবিধা হইলেও ব্যাখ্যা করিবার ও বুঝিবার বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। এই অসুবিধায় পড়িয়া আমাদিগের অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবু যেরূপ বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়।

বিদ্যাপতির একটি সুন্দর রূপক অলঙ্কারে রাধার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা আছে। পদযুগল কমল, নখরাজি চাঁদের মালা, দেহ তরুণতমাল, পীতধড়া বিদ্যুল্লতা, প্রভৃতি ক্রমে নায়িকা নায়কের চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতেছেন। ইহার মধ্যে আছে—

বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ। তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোর। তাপর সাপিনী বেঢ়ল মোর॥

ইহার অর্থ এই—বিমল বিম্বফল যুগলের বিকাশ হইয়াছে, তদুপরি কীর (শুকপক্ষী) স্থির হইয়া বাস করিতেছে। তাহার উপরে চঞ্চল খঞ্জনদ্বয় বিরাজমান। তদুপরি 'সাপিনী' মস্তক বেষ্টন করিয়া আছে। এ রূপকে ওষ্ঠাধর—বিম্বফল যুগল, নাসা—শুকপক্ষী, নেত্র—খঞ্জনযুগল, চূড়া—'সাপিনী'।

এখনও পণ্ডিতদ্বয়ের বিদ্যা দেখিবেন? তাঁহারা "কীর" শব্দ "কির" পাঠ করিয়াছেন, আর কল্পনার সাহায্যে স্থির করিয়াছেন, কির কথাটা নিশ্চয়ই 'কিরণ' শব্দের অপভ্রংশ। তাই অর্থ লিখিয়াছেন "জ্যোতি"। বিদ্যাপতির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে কির শব্দের শূকর অর্থটা বোধ হয় তখন মনে পড়ে নাই। পড়িলে, ইঁহাদিগের ব্যাখ্যাগুণে, শ্রীকৃষ্ণের নাসিকা শূকরের নাকের মত হইত সন্দেহ নাই। এতো কেবল কিরণ অবধি গড়াইয়াছে!

মৈথিলীতে "হি" "হু" "হুঁ" প্রভৃতি, বাঙ্গালা "ই" "ও" প্রভৃতির ন্যায় ব্যবহৃত হয়। "সবক" মানে সকলের, "মুনিক" মানে মুনির; "সবহিক" মানে সকলরেই "মুনিহুক" মানে মুনিরও; এখন বিদ্যাপতির পদাবলী মধ্যে এক স্থানে এইরূপ আছে:—

তিতল বসন তনু লাগি। মুনিহুক মানস মনমথ জাগি॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে আর্দ্র বসন শরীরে লাগিয়া যাইতেছে, দেখিলে মুনির মনেও কামের উদ্রেক হয়। এই "মুনিহুক" শব্দজ "মুনিহক" দেখিয়া, উভয় বাবুর বিদ্যাসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে! সারদা ও অক্ষয় বাবুর সংস্করণে,

"মুনি এক-মানস মনমথ জাগি"

এই পাঠটী দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ঐ পাঠের অর্থ আরও চমৎকার হইয়াছে—"মুনিগণের একচিত্তেও মন্মথকে জাগ্রত করে।" বস্তুতঃ "মুনি এক

মানস" এরূপ পাঠ সাল ও মুদ্রাযন্ত্রের নামযুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সংস্করণে আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। আমাদিগের নিকটে যে সকল পাণ্ডুলিপি আছে এবং যে সকল পাণ্ডুলিপি আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার একখানিতেও এমন পাণ্ডুরোগাক্রান্ত লিপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সকল পণ্ডিতাভিমানী টীকাকারের বিদ্যা এইরূপ, ইহার উপর আবার কবিকে ও পদকল্পতরুকারকে তিরস্কার করা রোগটুকুও আছে! এ স্থানটা অসংলগ্ন, এখানটা সংগ্রহকারের ত্রুটি, এরূপ টীপ্পনী মধ্যে মধ্যে আছে। থাকিবারই কথা। ইঁহাদিগের ত আর বুঝিবার ত্রুটি থাকিতে পারে না।

প্রভুরা "রয়ণি" স্থলে "বয়নি" পাঠ দেখিয়া একেবারে তিলের তাল প্রমাণ টীকা করিয়া "ইহা স্পষ্টই ভুল" নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সারদা বাবু বলিয়াছেন, "রাতি পাঠ চলিতে পারে"। বটে! বস্তুতঃ রজনী অর্থে রৈনী, রৈনি, রয়ণী প্রভৃতি শব্দ এখনও প্রচলিত আছে, আর পদকল্পলতিকায় "রাতি" পাঠ রহিয়াছে। বট-তলার মুদ্রাঙ্কণে একটা বিন্দু ভুলের জন্য এত লাফালাফি কেন?

ঐ কবিতায় বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন,—

সব যোনি পালটি ভুললি! আওএ মানবী ভানত লোলি।

ইহার অর্থ এই—সুন্দরী ফিরিয়া সকল জীবকে ভুলাইয়াছে। লক্ষ্মীদেবী যেন মানবীবেশে আসিতেছেন।

মানবীভানত—মানবীর ভাণ করিয়া; রূপ ধরিয়া। লোলি—লোলা, লক্ষ্মী।

এই কবিতাটি শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা প্রকাশক। প্রথমে রাধা আসিতে পারিবেন না ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া নানা প্রকার বিঘ্ন কল্পনা করিতেছিলেন, পরে রাধাকে আসিতে দেখিয়া অমঙ্গলের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিলেন,—যেন লক্ষ্মী সকল জীবকে বিমোহিত করিয়া মানবীরূপে আবির্ভূত হইতেছেন। এখন আমাদিগের দিগ্‌গজেরা কি অর্থ করিয়াছেন শুনিবেন? শুনুন—

শ্রীকৃষ্ণ রাধার অনুপস্থিতিতেও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"লোলে (লোলি) তুমি যদি (নিরাপদে) উপস্থিত হও (আওত) তাহা হইলে আমি মনে মনে করিব (মানবি) যে সকল জীবকে (যোনি) দৃষ্টিপাত দ্বারা (পালটি) তোমার প্রভায় নত করিয়া (ভানত) ভুলাইয়াছ (ভুললি)।"

ভানত—মানে, প্রভায় নত করিয়া! মানবি—(পুরুষ কর্ত্তা হইলেও) অর্থ, মনে করিব! পাঠক এমন বিদ্যা প্রকাশ আর দেখিয়াছেন? ইঁহারাও আমাদের দেশে সুবিজ্ঞ সুপণ্ডিত ও টীকাকার! ইঁহারাই এক এক জন বঙ্গভাষার "স্তম্ভ"!

"কুয়ল কবরী বান্ধল অনুপাম।"

এইরূপে বিদ্যাপতির পদাবলী মধ্যে নানা স্থলে "ফুয়ল" শব্দ দৃষ্ট হয়। অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন "ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত"; ফুয়ল শব্দের প্রকৃত অর্থ,—আলুলায়িত, এলান, খোলা। ক্রিয়া স্থলেও "ফুগল, ফুজল, ফুয়ল", খুলিল অর্থে দৃষ্ট হয়। "ফুয়ল কবরী মোর, টুটলহার, "ফুয়ল বসন হিয়ে রহু চাপি," "ফুয়ল কবরী উড়ে লোটয়" প্রভৃতি স্থলগুলির অর্থ করিতে চেষ্টা করিলে এরূপ পুষ্পযুক্ত অর্থ করিতে হইত না। বর্ত্তমান মৈথিলীতে এখনও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। একটু কষ্ট করিয়া পড়িলে হইত।

পাঠক আরও একটু বিদ্যা প্রকাশ দেখিবেন কি? যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে রাসলীলার একটী শ্লোক পাঠ করুন—

রটতি রবাব মহতীক পিনাশ। রাধারমণ করু মুরলী বিলাস'''

ইহার তাৎপর্য্য সহজেই বুঝা যায়। রবাব, মহতীক ও পিনাশ বাজিতেছে, আর শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইতেছেন।

রবাব—বেহালার ন্যায় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। মহতীক—মহতী নামক এক প্রকার বীণা। পিনাশ—পিনাক যন্ত্র, ইহার পিনাথ, পিনাষ, পিনাস প্রভৃতি রূপভেদও দৃষ্ট হয়। তথা পদকল্পতরুতে—

"বীণ রবাব মুরজ পিনাস। বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥" জ্ঞানদাস।

ইহা ত সকলেই বুঝেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবু হয়ত "মহতী" মানে স্থির করিয়াছেন, মস্ত, বড়। আর ''কপিনাস—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ" বুঝিয়াছেন। অনেক অনেক বাদ্যযন্ত্রের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু 'কপিনাশ' ত কখন শুনি নাই! কোন্ ভাষায় এ শব্দটা আছে?

আরও একটু শুনিবেন? শুনুন—এক স্থলে,

"সারঙ্গ শবদে, মদন অতি কোপিত''

পাঠ আছে। ইহার অর্থ সারঙ্গের শব্দে কাম উদ্দীপ্ত, এখন গোল বাধিল সারঙ্গের অর্থ কি? অভিধানকারেরা যে অনেক অর্থ লিখিয়া অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবুকে মজাইয়াছে! অভিধানে সারঙ্গ অর্থে দৃষ্ট হইল—

'চাতক, হরিণ, ভৃঙ্গ, হস্তী, পক্ষিভেদ, ছত্র, রাজহংস, চিত্রমৃগ, বাদ্যভেদ, অংশুক, নানাবর্ণ, ময়ূর, কামদেব, ধনু, কেশ, স্বর্ণ, আভরণ, পদ্ম, শঙ্খ, চন্দন, কর্পূর, পুষ্প, কোকিল, মেঘ, পৃথিবী রাত্রি, দীপ্তি, সিংহ।

ইহার মধ্যে আমাদিগের মত সাধারণ বুদ্ধির লোকে ভাবে, কোকিলের কলরবে বা ভ্রমরের ঝঙ্কারে মদন উদ্দীপ্ত হয়। বাইজীর সারঙ্গ বাজিলেও

কাহারও কাহারও চিত্তবিকার হইতে পারে! কিন্তু সারদা ও অক্ষয় বাবুও যদি তাহাই ভাবিবেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগের অসাধারণত্ব কোথায়? পাঠক যদি কখনও হরিণের ডাক শুনিয়া কামোদ্রেকের কথা না ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে অক্ষয় বাবুর ব্যাখ্যা পাঠ করুন, দেখিবেন—"শারঙ্গ-শবদে" অর্থ—"হরিণের ডাক শুনিলে!" বিদ্যাপতির পিতৃপুণ্য ফলে এই যুগল-মূর্ত্তি টীকাকার 'সিংহের গর্জ্জন শুনিলে' অর্থ করেন নাই! যে দেশ কাল পড়িয়াছে এখন হয়ত সিংহের গর্জ্জনেও মদনের উদ্রেক হইতে পারে! যে দেশে এই সকল মহাপণ্ডিত শিক্ষিত সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হন, সে দেশে কিছুই অসম্ভব নহে।

ঐ কবিতাতেই আর এক স্থলে আছে—

"সে হেন নাগরী রূপে গুণে আগরি"

আমরা জানিতাম আগরি—আগর—(অগ্র শব্দজ) অগ্রগণ্য, অগ্রণী, প্রধান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অক্ষয় বাবু অর্থ করিয়াছেন "আগার"।

আমাদিগের একটী অসাধারণ ছাত্রের কথা মনে পড়িল। তিনি সকল কথারই ব্যুৎপত্তি বলিতে পারিতেন। কেবল জিজ্ঞাসার অপেক্ষা। "ঢেঁকির ব্যুৎপত্তি কি?" জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে তিনি বলিতেন, "ঢিচ ধাতু ক্বিপ করিয়া।" সূত্র জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "নিপাতনে।" আজ আমাদের সেই অসাধারণ ছাত্রের গর্ব্ব এই অসাধারণ টীকাকারেরা খর্ব্ব করিয়াছেন। ইঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে সরস্বতী, কলমের ডগায় অর্থ লাগিয়া রহিয়াছে! নহিলে অসাধারণত্ব হইবে কেন? আরও একটু দেখিবেন—

"চকিত চকোর-জোরি বিধি বান্ধল কেবল কাজর পাশ॥'

ইহার অর্থ এই—বিধাতা যেন কেবল কজ্জললেখারূপ রজ্জু দিয়া ত্রস্ত চকোরযুগলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অক্ষয় বাবু জোরি অর্থে লিখিয়াছেন বলপূর্ব্বক! জোরি, জোর, প্রভৃতি শব্দের অর্থ যে যুগল, যোড়া বা দুইটী ইহা অক্ষয় বাবুর মাথায় প্রবেশ করে নাই! অক্ষয় বাবু কি প্রমাণ দেখিতে চাহেন? পদকল্পলতিকায় "স্বয়ং দৌত্যের" প্রথম গীতে "নয়নযুগল নীল উৎপল জোর," পদকল্পতরু (বটতলার ২৭৩ পদে) "বেকত কুচজোরি" প্রভৃতি অনেক স্থলেই যুগল অর্থ দেখিতে পাইবেন। এ ত তবু একটা সম্ভব অর্থ, আগেকার গুলির মত অসম্ভব নহে, এরূপ হইলেও ত বাঁচিতাম, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যে "শ্রীহরি!" বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"ধম্মিল্ল লোল, ঝুট করি বন্ধ।" ইত্যাদি।

অক্ষয় বাবু "ধম্মিল্ল"কে পড়িয়াছেন ধামিনী! ধম্মিল্ল মানে সংযত কেশ। এ অংশের অর্থ—এলোচুলে ভাল খোঁপা বাঁধিয়া। মহাত্মারা বুঝিয়াছেন—"ধামিনী খোঁপা বাঁধিয়া···?" এখন ধামিনীটার অর্থ কি? তাহা লিখেন নাই যদি ধামিনী কথা নাই—পণ্ডিতেরা বলিবেন "তবে পুথিতে লেখা কেন?" তাঁহাদের পড়িবার গোল হইতে পারে না, যাহা পড়িবেন, যাহা বুঝিবেন, তাহাই অকাট্য! একটী গল্প মনে পড়িল। একজন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিণ্ড দিতেছেন। পুরোহিত বলিলেন পিণ্ডের উপর মূত্রত্যাগ কর। যজমান বলিল,—সে কি ঠাকুর, পিতৃপিণ্ডে ও কার্য্য করি কিরূপে? পুরোহিত বলিলেন—বেটা আমাদের চৌদ্দপুরুষের শাস্ত্র, শাস্ত্রে রহিয়াছে মূত্রং দদ্যাৎ, তুই দিবি না?" বলা বাহুল্য মূত্র নহে, সূত্র দেওয়াই শাস্ত্রের বিধান। আমাদিগের পণ্ডিতদিগের পুথিতেও সেইরূপ "ধামিনী" আছে, তোমরা "ধম্মিল্ল" বলিলে কি হইবে?

যদি বিদ্যাপতির পদাবলী চতুর্দ্দিকে গীত না হইত, যদি নানা স্থানে শ্রীগীত-চিন্তামণি, শ্রীগীতকল্পতরু, শ্রীপদকল্পতরু প্রভৃতির প্রাচীন পাণ্ডুলিপি না থাকিত, যদি চির বিনিন্দিত বটতলার ছাপাখানাগুলা উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদিগের পণ্ডিতেরা বিদ্যাপতির দফা এত দিনে রফা করিয়া ফেলিতেন। বৃদ্ধ মৈথিল কবি অনেক সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার অসীমসহিষ্ণুতা, তাই তিনি প্রভু-দিগের এত অত্যাচারে, এত বাক্য যন্ত্রণাতেও কাব্যজগতে অবস্থান করিতেছেন, অন্য কেহ হইলে এক কোপেই নিহত হইত—এ নিতান্ত বিদ্যাপতি, তাই সারদার কোপে পড়িয়া সরকারি ঘা খাইয়া এখনও জীবিত আছেন।

(৩)

বিদ্যাপতি বধ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্ব্বে যে কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই বোধ হয় পাঠক সারদা বাবুর ও অক্ষয় বাবুর বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। ইহাতেও যদি কেহ পর্য্যাপ্ত বোধ না করেন, যদি কাহারও আরও কিঞ্চিৎ দেখিতে শুনিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে আর একটু পড়িতে বলি।

বিদ্যাপতি একস্থলে লিখিয়াছেন—

"কনক মুকুর শশী কমল জিনিয়া মুখ, জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশনমুকুতা, জিনি কুন্দ করগবীজ, জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুখ-চন্দ্র, পদ্ম ও কনকমুকুর অপেক্ষাও সুন্দর; অধর বিম্ব ও প্রবাল অপেক্ষা মনোহর; দশন মুক্তাবলী কুন্দ ও দাড়িম্বের দানা অপেক্ষাও লাবণ্য বিশিষ্ট; আর কণ্ঠ আকারে কম্বুকেও জয় করিয়াছে। করগ—করক দাড়িম্ব।

ইহাত গেল সরল অর্থ। কিন্তু সাজাইয়া, কমা দিয়া, ত বটতলার পুস্তক ছাপা হয় নাই, অধিকন্তু লেখা পুথিতেও এতদ্রূপ লিপিপ্রণালী! পদ সাজান নাই। কাজেই অক্ষয় বাবু শেষ চরণদ্বয় এইরূপে সাজাইয়াছেন—

"দশন মুকুতা জিনি কুন্দ, করগবীজ জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে।"

পাঠক এই সাজান দেখিয়াই বা কিরূপ অর্থের কল্পনা করিতে পারেন? অন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, সুযোগ্য টীকাকারেরা বুঝিবার পথ প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের কৃত ব্যাখ্যায় উভয় বাবুরই অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ বলিলে লোকে তাদৃশ শোভাযুক্ত মুখের চিন্তা করে, কেহই তদ্বৎ গোলাকার বদনমণ্ডলের কল্পনা করে না। বাঁশীর মত নাক বলিলে লোকে তদ্বৎ সরল ও সুন্দর নাসিকা ভাবে কেহই অন্য প্রকার, অর্থাৎ সানাইয়ের মত ডগাকাটা ও দেড়হাত লম্বা, নাক মনে করে না; কম্বুর সহিত কণ্ঠের তুলনাতেও লোকের মনে তদ্রূপ ত্রিরেখা বিশিষ্ট কণ্ঠের ধারণা জন্মে, ফুলা গলার কথা কেহ ভাবে না। পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে মুখের তুলনা হয় বলিয়া কেহ সেইরূপ গোলাকার থালা বা চক্রের সহিত মুখের উপমা দেয় না। শঙ্খের সহিত গলার তুলনা হয় বলিয়া, কি কমণ্ডলু বা হুঁকার খোলের সহিত গলার উপমা দিতে হইবে? কোষকারেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন "কম্বুগ্রীবা ত্রিরেখা সা," হুঁকার খোলে বা কমণ্ডলুতে ত্রিরেখা কোথায়? সহজ বুদ্ধিতে ত দাড়িম্বের বীজকে করগবীজ বলা হইয়াছে বুঝিলাম, তবে গলার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ তাহা বোধ করি আপনারা বুঝিতেছেন না!

অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন—ইহা "করঙ্গ-বীজ" শব্দজাত ও ইহার অর্থ নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু। "করক" বলিয়া যে একটী শব্দ আছে, তাহা অক্ষয় বাবুর স্মরণ নাই। বিশেষতঃ সংস্কৃতে "করঙ্গ" বলিয়া কোন শব্দই নাই। সুতরাং করঙ্ক শব্দের অপভ্রংশে জাত "করঙ্গ" শব্দের আবার অপভ্রংশ করিয়া লইয়াছেন। "করক" শব্দটা মনে পড়িলে অক্ষয় বাবুর আর একটী উপকার হইত; তাহা হইলে তিনি এ স্থানে 'নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু'—অর্থ পরিত্যাগ করিতেন। উহার দাড়িম্ব অর্থ পাইলে দশনের সহিত কবি যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেন, পর-চরণস্থ কণ্ঠ লইয়া তাঁহাকে এত টানাটানি করিতে হইত না। রাধিকার গলগণ্ড হইয়াছিল ভাবিয়াই বোধ হয় অক্ষয় বাবু কণ্ঠের সহিত হুঁকার খোলের ও কমণ্ডলুর তুলনা অনুভব করিয়াছেন। বস্তুতঃ মুদ্রিত

করা দূরের কথা—এরূপ অর্থ মনুষ্যে কল্পনাতেও আনিতে পারে—আগে শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতায় "করগবীজ" শব্দ অনেকবারই প্রযুক্ত হইয়াছে, আর প্রতিস্থলেই উহা দন্তের সহিত উপমিত। প্রমাণ চাই ? বটতলার পদকল্পতরুতেই দেখুন—

"কুন্দ করগবীজ, নিন্দি সুশোভিত অতিশয় দন্ত সুছন্দ।"—১৯৬৬।

"কুন্দ করগবীজ, জিনি দ্বিজলাবণি"—১৯৬৯

এইরূপ আরও কত শত কবিতায় (দাড়িম্ববীজ) করকবীজের সহিত দন্তের তুলনা করা হইয়াছে। এখানে হুঁকার খোলের মত দাঁতগুলি ভাবিলেই যথেষ্ট হয়! অক্ষয় বাবুর বোধসৌকর্য্যার্থে বলা উচিত আমাদিগের উদ্ধৃত শেষ উদাহরণে "দ্বিজ" শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ" বা "পক্ষী" নহে—"দ্বিজ" অর্থে দন্ত।

এই কবিতাতেই আরও একটু পরে আছে—

বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরি, কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।

অর্থাৎ কবি স্তনের সহিত বেল, তাল, স্বর্ণঘট, গিরি, কটোরা বা বাটী এইগুলির তুলনা করিয়াছেন। অক্ষয় বাবু, একে সাজাইতে গোল করিয়াছেন, তাহাতে আবার কটরি শব্দের পরিবর্ত্তে "কটক" পাঠ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, কাজেই কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিয়াছে। তিনি অর্থ ঠিক করিতে না পারিয়া স্বয়ং পাঠের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কটরি শব্দটীকে "কটক" করিয়া লইয়া তাহার অর্থ "শিখর" লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাতে তিনি আরও ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহার কৃত "গিরি-কটক"—অর্থে গিরিশেখর বা পর্ব্বতের চূড়া কোন ক্রমেই হইতে পারে না। বড় জোর গিরিনিতম্ব বা পর্ব্বতের মধ্যদেশ হয়। প্রভুরা কটক শব্দের চূড়া অর্থ কোন্ অভিধানে বা কোন্ শিষ্ট প্রয়োগে দেখিয়াছেন, বলিবেন কি ?

আরও একটু বিদ্যা দেখিবেন ? এক স্থানে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"সখি কহবি মুরারি। সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান। করয়ে পিশুন বচন অবধান॥"

রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সখী পাঠাইয়া বলিতেছেন—সখি তুমি মুরারিকে বুঝাইয়া বলিও সুপুরুষ (প্রণয়িনীর) দোষ বিচার করিয়া তবে তাহাকে পরিত্যাগ করে। আর যে নায়ক মতিমান বা মনস্বী, তিনি নিষ্ঠুর বাক্যে বা দুর্জ্জনের বাক্যেও মনোনিবেশ করেন, অপ্রিয় কথাও স্থিরভাবে শুনেন।

এইতো গেল সহজ অর্থ। কিন্তু অক্ষয় বাবু পিশুন অর্থে কাক ভিন্ন আর কিছু হয়, তাহা ভাবিবেন কেমন করিয়া ? কাজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন।"

একে "কাকের" তাহার উপর আবার "কথাতেই !" পাঠক "ই"র জোর-টাও দেখিবেন ! কাকে কথা কয়, এ কথা লঘুপতনকের আমল হইতে বালকেরা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু "মতিমান্" হইতে গেলে যে "তাহাতেই মনঃসংযোগ করিতে হয়" এ কথা সারদা ও অক্ষয় বাবু শুনাইলেন। আর এমন কথাটা দুতী গিয়া কৃষ্ণকে না জানাইলেই বা চলিবে কেন ?

আরও একটু শুনিতে চাহেন ? বিদ্যাপতি এক স্থলে সম্ভোগরস বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল। কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—সেই ভয়ে কেশ ও বসন অন্যদিকে গেল, অর্থাৎ কেশ ও বসনের বিন্যাস নষ্ট হইল, খোঁপা এলাইয়া গেল, কাপড় খুলিয়া গেল। আর কপালে কাজল ও মুখে সিন্দুর লাগিল। কিন্তু এরূপ অর্থে অক্ষয়বাবুর মন উঠিবে কেন ? তিনি "চীর" স্থলে "চির" পড়িয়া অর্থ লিখিয়াছেন—

"সেই ভয়ে চিকুর (বিদ্যুৎ) চির (দীর্ঘকালের জন্য) অন্যত্র গমন করিল।"

পুরুষ দেখিলে বা পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করিলে বিদ্যুৎ চিরদিনের জন্য অন্যত্র যায়, এ ভাবুকত্বে ভাবও যেমন বুদ্ধিও তেমনি প্রকাশ পাইয়াছে। এমন না হইলে পাণ্ডিত্য দেখান যাইবে কিসে ? আর একটী কবিতায় বিদ্যাপতি "খসল কুচচীর" লিখিয়াছেন। অক্ষয় বাবুরা ভাগ্যে তাহার অর্থ লেখেন নাই। লিখিলেই হয়ত বলিয়া বসিতেন যে "স্তন চিরদিনের জন্য খসিয়া পড়িল !"

বিদ্যাপতির এক স্থলে আছে—

"হাম অবলা দুখ সহনে না যায়। বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায় ॥"

ইহার অর্থ—আমি অবলা আর দুঃখ সহিতে পারি না। একে বিরহ নিদারুণ, তাহাতে দ্বিতীয় বা দোসর মদন সহায় হইয়াছে।

পাঠক বিবেচনা করিতেছেন ইহাতে আর গোল হইবে কি ? কিন্তু অক্ষয় বাবু শেষ চরণটা এইরূপ পড়িয়াছেন—

"বিরহ দারুণ হজে মদন সহায়।"

পাঠক "হজে"টা যদি না বুঝিয়া থাকেন, প্রভুদিগের টীকা দেখুন—

"হজ—পঙ্ক ও গঁজা।" "হজ—পঙ্ক ও গাঁজ।"

সারদা ও অক্ষয় বাবুর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে টীকার এই পাঠ দেখিলাম। বলি গঁজাই হউক, বা গাঁজই হউক, ইহা যে নিরাকার গাঁজা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না ! "দু" লেখাটা যে "হ"য়ের মত ! অক্ষয় বাবু "হজে" পড়িয়াছেন বিচিত্র কি ? আর যাহা পড়িবেন, তাহারই একটা অর্থ যদি না করিতে পারেন, তবে

আর অসাধারণত্ব কি? এ যে "মার্কণ্ডের ডবাচ" "হৃষিকুবাচ" প্রভৃতিরও উপরে উঠিয়াছে। যদি হজেই পড়িলেন, তবে সখীসম্বোধন বোধে, হঞ্জে পদের অপভ্রংশ বলিলেও কতকটা মান থাকিত! আর এক স্থলে বসন্ত বর্ণনে দৃষ্ট হইবে—

"শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল॥"

ইহার অর্থ শীত ঋতুর সমস্তই নির্ম্মূল করিল। অক্ষয় বাবু সবহু অর্থ লিখিয়াছেন "সম্পূর্ণরূপে!" আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর একবার "হু" "হুঁ" "হি" প্রভৃতির প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছি সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শিশিরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিবার পূর্ব্বে স্পষ্ট "শিশির ঋতু" কথা আছে। আর জানা উচিত ছিল, বসন্তে শিশির নির্ম্মূল হয় না। বেশ শিশির পড়ে। আর এক স্থলে আছে—

"কান্ত পাহুন, কামদারুণ"—ইত্যাদি।

অর্থ—কান্ত পাষাণ (অর্থাৎ নিষ্ঠুর) কাম নিদারুণ। অক্ষয় বাবু পাহুন অর্থে লিখিয়াছেন প্রবাসী! প্রবাসী অর্থ হইলে কবিতার ভাব ভালই হয়, কিন্তু প্রবাসী অর্থটা কোথায় পাইলেন, একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি? অমর কোষের প্রচার আছে, অক্ষয়-কোষের কি প্রচার হইবে না? মিথিলায় যে এখনও পাহন শব্দের পাষাণ অর্থে ব্যবহার আছে, তাহা প্রভুরা জানেন কি? ষ স্থানে খ ও খ স্থানে ঘ হওয়া ভাষা বিজ্ঞানের অনুমোদিত। বোধ হয় এ কথার জন্য সূত্র তুলিতে হইবে না।

পাঠক কখন "অনুপাম" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছেন? সম্ভবতঃ কবিতায় "অনুপম" বা "অতুল" অর্থে ঐ কথার ব্যবহার অনেক দেখিয়া থাকিবেন। সামান্য বুদ্ধিতে ঐ কথার আর টীকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অসাধারণত্ব দেখাইতে হইলে উহার ত অসাধারণ অর্থ করা চাই। তাই অক্ষয় বাবু অর্থ করিয়াছেন অনুপাম, মানে—"অনুপান।" ঔষধের ব্যবস্থাটাও সঙ্গে সঙ্গে করিলে হইত! কৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে অতুল বৈদগ্ধী-কলা প্রকাশ করিতেছেন, ইহার মধ্যে ঔষধই বা কোন্‌টুকু, আর অনুপানই বা কোনটুকু, তাহা অক্ষয়-বুদ্ধি না হইলে বোঝা ভার।

"ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কলা অনুপাম।"

তথা রামরাসায়ণে "জ্যেষ্ঠপুত্র মেঘনাদ বলে অনুপাম। ইন্দ্রকে করিয়া জয় ইন্দ্রজিৎ নাম।" প্রভৃতি অংশ পাঠ করিয়া এ সরকারি টীকা যাহার মনে না পড়ে, তাহার জীবনই বৃথা! ইনি অগ্রেই অনুপানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা অন্তিমে চতুর্ম্মুখের ব্যবস্থা করিতেছি। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

সখি হে মন্দ প্রেম পরিনামা। বরকে জীবন কয়ল পরাধীন নাহি উপকার এক ঠামা॥

ইহার তাৎপর্য্য—সখি! প্রেমের পরিণাম মন্দ। লম্পটে জীবন পরাধীন করিয়াছে, একটুও উপকার নাই।

অক্ষয় বাবু 'বর' মানে যে কামুক হয় তাহা মনে রাখিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাহার উপর আবার "কন্" বা "ক" প্রত্যয়! কাজেই ঐ শব্দটার পরিবর্ত্তন করিয়া "বল্‌কে" করিয়া লইয়াছেন, আর লিখিয়াছেন "বল্‌কে—হিন্দী অব্যয়।" এই অব্যয়ের উপর কি আর বাক্যব্যয় করা উচিত?

(৪)

এইবারে এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। অক্ষয় বাবুর সংগৃহীত বিদ্যাপতির পরিবর্দ্ধিত শেষ সংস্করণের আয়তন মোটে ৪০ পাতা বা ৮১ পৃষ্ঠা! ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই টীকা নাই! যে যে স্থানে টীকা আছে, তাহার মধ্য হইতেই এতগুলি বড় বড় ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন কোথায়, "নিন্দ" শব্দের পরিবর্ত্তনে "আনন্দ" শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন, কোথায় "গজহুঁ" স্থলে "গজবর" লিখিয়াছেন কোথায় "আগোরল" বদলাইয়া "উঘারল" করিয়াছেন, অথবা কোথায়—"উপ-চার" মানে চিকিৎসা না বুঝিয়া অঙ্গ বুঝিয়াছেন, কোথায় সরল অর্থ ছাড়িয়া—

"বিরহ ভুজঙ্গ প্রাণবায়ু ভক্ষণে উদ্যত হইলে তালাকে (তাহাকে?) আশা-বায়ু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে" (???)

প্রভৃতি সরল অর্থের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া পাঠকের সময় ও ধৈর্য্য নষ্ট করিতে আর ইচ্ছা করি না। মৈথিলী ভাষায় যাঁহার এরূপ অধিকার, তিনিও যখন বিদ্যাপতির টীকা করেন তখন, বিড়ম্বনার আর বাকি কি? অক্ষয় বাবু শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, এখনও মনে মনে আপনাকে অদ্বিতীয় মৈথিলী-ভাষাভিজ্ঞ ও পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহা না হইলে, সুপ্রসিদ্ধ অমিয় নিমাই-চরিতের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া, এরূপ 'কাব্য' করিবেন কেন? পাঠক মতটা শুনিবেন? বিদ্যাপতির ভাষায়, সরকারি বিদ্যা এইরূপ উছলিয়া উঠিয়াছে:—

"নব-জলধর, শ্যামসুন্দর, গগণে উদয় ভেল। জলদে জড়িত, থীর তড়িত, নয়ন ভরিয়া গেল॥
মেঘঝলকে, চপলা চমকে, অমিয় বরখে তায়। সেই অমিয়ে, সিনান করিয়ে, পরাণ জুড়ায়ে যায়॥"

পড়িয়া কি কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে না—"in mercy, spare," এ যাত্রা রক্ষা কর? পাঠক! এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি বিদ্যাপতি জীবিত আছেন?

অক্ষয় বাবু সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ, তিনিই যখন বিদ্যাপতির এই অবস্থা করিয়াছেন, তখন অন্যের কথায় আর কাজ কি? বিদ্যাপতির এখন মৃত্যু সন্নিকট—

"অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা।"

দারুণ বিষাদভরে, পবিত্র "লোচন লোরে," তাঁহার—"তীতল কলেবর।" যে কবি, বিধাতার নিকট সহস্র ইতর দুঃখ প্রার্থনা করিয়াও অরসিকের কাছে রসের নিবেদনরূপ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভের কামনা করিয়াছিলেন, তিনি বিদ্যাপতির এই দশা দেখিলে, নিশ্চয়ই বলিতেন—মৈথিল কবি——

"অব জীউ করব সমাধা।"

এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

বিদ্যাপতির হৃদয়ে অক্ষয় টীকার বাণ বিঁধিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তিমন্দির সংস্কার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদির প্রবল প্রকোপে ভগ্নপ্রায়। কবি নিতান্তই মুমূর্ষু। এখন তাঁহাকে বাঁচাইবার উপায় কি? বিদ্যাপতি-বধ সম্পন্ন হইয়াছে—এখন কি আর পুনর্জ্জীবনের আশা নাই? যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবির জীবনরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যখন জীবন নাশ করিলেন, তখন আর অন্যে কি করিবে?

এখন একমাত্র ভগবতী সরস্বতীই ভরসা। তিনি যদি একবার কৃতী পুত্রের অমরত্ব-সংরক্ষণে মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে আর উপায়ান্তর নাই। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, বধকার্য্য ত শেষ হইয়াছে, এক্ষণে একবার মৃত সঞ্জীবনে মনঃসংযোগ করুন। তাঁহার বরে মৃত বিদ্যাপতি প্রাণ পাইবে। অমরের কীর্ত্তি এত সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। যখন এই সকল টীকাকার ও সংস্কারকের নাম—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম" উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরিস্থ জলকণার মত, মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখনও বাগ্‌দেবীর বরে আবার এই অমর মৈথিল কবির কীর্ত্তি "পাষাণে জনুরেহা" প্রস্তরে খোদিত অক্ষরের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিবে, উপরের দাগ নয় যে মুছিয়া যাইবে। দেবীর বরে কবি প্রাণ পাইলে এই সকল টীকা ও পাঠ-বিকৃতিরূপ অস্ত্র-চিহ্ন কতক্ষণ থাকিবে?

কবিকে বধ করিতে হইলে যে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, বঙ্গের বিদ্বৎকুল-তিলকেরা তদ্বিষয়ে ত্রুটি করেন নাই। তবে, বিদ্যাপতির আসন এত উচ্চ যে, ইঁহাদিগের ব্রহ্মাস্ত্রেও তাহা বিদীর্ণ হইল না। বিদ্যাপতির মূর্চ্ছা হইলেও মৃত্যু ঘটিল না। অক্ষয় সন্ধানও ব্যর্থ হইল। বটতলার যত্নে ও বৈষ্ণব ভক্তদিগের অনুরাগে বিদ্যাপতির পদাবলী এখনও সজীব রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই গুপ্তরত্নের উদ্ধার হয়।

বিদ্যাপতি

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

(১)

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী ॥ ৪।

১। গজহু গামিনী—গজগামিনী। হুঁ, হু, হি প্রভৃতির প্রয়োগ সম্বন্ধে উপক্রমণিকায় মৈথিল ভাষার নিয়মাদি দ্রষ্টব্য। কোন কোন টীকাকারের ধৃত কিংবা কৃত পাঠ—"গজবর-গামিনী"। কোন পাণ্ডুলিপিতেই এরূপ পাঠ নাই। গেলি—গেল। উর্দ্দু ভাষাদির রীতিক্রমে মৈথিলী ভাষায় ক্রিয়ার লিঙ্গ আছে; অর্থাৎ কর্ত্তা পুংলিঙ্গ হইলে ক্রিয়াও পুংলিঙ্গ হয়, ইত্যাদি। মৈথিল ব্যাকরণানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে ও পুংলিঙ্গে অনেক স্থলেই ক্রিয়া এক প্রকার; তবে দুই এক স্থলে ক্রিয়ার রূপে লিঙ্গবিশেষক সামান্য বিকার হইয়া থাকে। যথা পুং—ভেল, স্ত্রীং—ভেলি, (হইল); পুং—চলল, স্ত্রীং—চললি, (চলিল) ইত্যাদি।

২। বিহসি—হাসিয়া। পালটি—পাল্‌টে, ফিরিয়া। নেহারি—দেখিয়া।

৩। ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক। কুসুম-সায়ক—মদন।

৪। কুহকী—মোহকর। স্মিথকোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণে ৩--৪ পঙ্‌ক্তির অর্থ এইরূপ লিখিত আছে:—"এই নারীশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজালের (ইন্দ্রজাল বিষয়ে) কুসুম সায়ক কুহকী স্বরূপ হয়"। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আর একজন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সুন্দরী মায়াবিদ্যা ব্যবসায়ী কামদেবের মত কুহকী হইলেন।" আমাদিগের বিবেচনায় ইহার অর্থ এই—সুন্দরী ঐন্দ্রজালিক মদনের পক্ষেও কুহকিনী হইলেন—অর্থাৎ যে কামদেবের মায়াতে বিশ্ব মোহিত হয়, সুন্দরী তাহারও পক্ষে মোহকরী হইলেন।

জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পাকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ ॥ ৮ ।
*উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।

আমাদিগের কোন আত্মীয় বলেন—"যাহারা যাদু-তামাসা দেখাইয়া বেড়ায়, তাহাদিগের সঙ্গে একটী করিয়া স্ত্রীলোক থাকে। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোককে কুহকী বলে। মদন যাদুকর, সুন্দরী যেন তাহার সহকারিণী 'কুহকী' হইলেন।"

৫। জোরি—জুড়িয়া, একত্র করিয়া। মোরি—মুড়িয়া। মোরি—শব্দের অর্থ "মুড়ি"—অর্থাৎ মুখ বা মস্তক করিলেই ভাল হয়। বর্ত্তমান কালের মৈথিলী ভাষাতেও মুরি শব্দ মস্তক ও মুখ এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। মৌলী শব্দজ মৌড়ী শব্দও প্রচলিত আছে। তাহার সহিত মোরি শব্দের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তাহা হইলে উহার অর্থ কিরীট বা খোঁপা। বেঢ়ল—বেড়িল।

৬। ততহি—অনন্তর, তাহাতে। এই দুই অর্থই হয়। বয়ান—মুখ। সুছন্দ—পাণিনির মতে ছন্দ ধাতু দীপ্তি অর্থবোধক। ধাতুকোষে—"ছদি, সন্দীপনে, ছদি ইতি রামঃ ছন্দইত্যপরে।" সুতরাং সুছন্দ শব্দের অর্থ অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট, প্রভান্বিত, মনোহর কান্তিযুক্ত।

৫—৬। (কামিনী) করদ্বয় সম্মিলিত করিয়া (প্রথমে) মস্তক বা কবরী, তদনন্তর কান্তিযুক্ত বদন মণ্ডল বেষ্টন করিল। [দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিবার সময় অনেক রমণী অঙ্গুলি সম্মিলিত করিয়া করযুগে মস্তক বেষ্টন করে।] অথবা—কামিনী করদ্বয় সম্মিলিত করিয়া বদন মণ্ডল বেষ্টন করিল, তাহাতে মুখ আরও মনোহর হইল।

৮। যৈছে—যৈসে (য্যায়সে)—যেরূপ, যেমন, যেন। চন্দ—চাঁদ।

৭—৮। যেন কামদেব চম্পকদামে শরচ্চন্দ্রের পূজা করিলেন। এই রূপকে অঙ্গুলি—চম্পকদাম, ও বয়ান—শারদ চন্দ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

৯। উরহি—উরসি, বক্ষঃস্থলে। ঝাঁপই—ঝাঁপিয়া, টানিয়া দিয়া, আবৃত করিয়া। ১০। হেরু—দেখে; এখানে—দেখা যায়।

পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু ॥ ১২।
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।

১১। জনু—যেন। এখানে কোন কোন টীকাকার ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন—হেরু জনু প্রভৃতি স্থলে লালিত্যের অনুরোধে উকারযোগ করা হইয়াছে। লালিত্যের অনুরোধে নহে, ভাষার রীতি অনুসারেই এরূপ হইয়াছে।

১২। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত। কয়ল—করল, করিল।

৯—১২। (তাহাতে) বক্ষঃস্থলের অঞ্চলাচ্ছাদন চঞ্চল হওয়ায় স্তনের অর্দ্ধভাগ মাত্র দেখা গেল। বোধ হইল, যেন শরৎকালের মেঘ পবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া (সুতরাং অস্পষ্টভাবে) সুমেরু পর্ব্বত প্রকাশ করিয়াছে; গীতচিন্তামণির পাঠে ইহার পরবর্ত্তী ছত্রগুলি নাই। "পরাভবে" স্থলে "পরভাবে" হইলে পাঠ ভাল হইত, অর্থ—প্রভাবে। কিন্তু এরূপ পাঠ পাইলাম না।

১৪। টুটব——টুটিবে, ভাঙ্গিবে। ওর—সীমা। কোন টীকাকার "বিরহ কওর" পাঠ ধরিয়া "কওর" শব্দের অর্থ "কঠোর" লিখিয়াছেন। এবং স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ মানসে তাহার পরেই "প্রাকৃত প্রকাশ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় সূত্র।" লিখিয়া অনভিজ্ঞ লোকের ভ্রমোৎপত্তি করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত প্রকাশের উক্ত সূত্রানুসারে ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য ও ব এই নয়টী বর্ণেরি লোপ হয়। উহা ঠ লোপ হইবার সূত্র নহে। আর ঐ পরিচ্ছেদেরই ২৪ সূত্রানুসারে "কঠোর" শব্দ প্রাকৃতে "কঢোর" হয়, "কওর" হয় না। শেষ পরিচ্ছেদগুলিতেও "কওর" হইবার সূত্র নাই। মহারাষ্ট্রী, মাগধী, পৈশাচী, ও শৌরসেনী ভাষায় "কওর" হয় না বলিয়া যে কঠোর শব্দের অপভ্রংশে কোন ক্রমেই "কওর" শব্দের উৎপত্তি হয় না, একথা বলিতেছি না। শব্দের অপভ্রংশ হইলেই যে উহাতে প্রাকৃত প্রকাশের সূত্রানুযায়ী বিকার ঘটিতে হইবে, এমন কোন রাজশাসন প্রচলিত নাই। প্রাকৃত প্রকাশে চারি প্রকার প্রাকৃতের নিয়মাদি উল্লিখিত আছে, অন্য কোন প্রাকৃতের উল্লেখ নাই। তদ্ভিন্ন, প্রাকৃত ভাষার নিয়ম মৈথিলী ভাষায় অধিকাংশ স্থলেই খাটে না।

চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর ॥ ১৬।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয় ॥ ২০।

তবে "কওর" শব্দের কঠোর অর্থ মিথিলায় প্রচলিত নাই এবং অন্য কোথাও উহার প্রয়োগ দেখি নাই। সুতরাং "বিরহক ওর"—এইরূপ পাঠ ধরিয়া, বিরহের সীমা ভাঙ্গিবে—এইরূপ অর্থই করিতে হইল।

১৫। যাবক—অলক্তক, আল্‌তা। পাবক—অগ্নি। সুন্দরীর চরণলিপ্ত অলক্তক চিহ্ন, হৃদয়স্থ বহ্নির ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে।

১৮। থির—স্থির। হোয়ের পরিবর্ত্তে "তোয়" পাঠও দেখা যায়। এরূপ পাঠ অসংলগ্ন।

'যুবতি' এই শব্দটী দূতী বা সখী সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

২০। মোয়—আমাকে। বিদ্যাপতি এখানে নায়কের সহিত অভিন্নভাবে সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, "আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না," ও তাহার হেতু স্বরূপ পুনরায় মিলন সম্ভাবনার অভাব আশঙ্কা করিয়া, আশঙ্কার কারণ হেতুগর্ভ নারী-বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন—"রমণী গুণবতী, কিন্তু আমি নির্গুণ; কি প্রকারে তাহার মিলনের আশা করিব?" এরূপ অর্থ না করিলে—"ভণয়ে বিদ্যাপতি" এই পদটি সর্ব্বশেষে আনিয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ উহা যেস্থলে আছে, সেস্থলে না থাকিয়া একেবারে শেষ চরণের পরে আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যথা—"হে যুবতি শ্রবণ কর—চিত্ত স্থির হয় না। সে রমণী অশেষ গুণবতী, আমি কি আর তাহাকে পাইব? বিদ্যাপতি এই ভণিতেছে।" ইহাকে আলঙ্কারিকেরা গর্ভিতপদ-দুরন্বয় দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(২)

অপরূপ পেখলু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা ॥ ৩ ।
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ ॥ ৭ ।

১। পেখলু—দেখিলাম; পেখলুঁ, পেখনু প্রভৃতি রূপভেদও দৃষ্ট হয়।

২। উয়ল—উদিত হইল।

৩। হরিণী-হীন—মৃগচিহ্ন বিহীন; মৃগচিহ্নই চন্দ্রের কলঙ্ক; সুতরাং কলঙ্ক-বিহীন। হিমধামা, হিমধাম—চন্দ্র।

২—৩। কনকলতা অবলম্বনে নিষ্কলঙ্ক শশী উদিত হইল। এখানে দেহের সহিত কনকলতার ও মুখের সহিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৪। দউ—(সংস্কৃত দ্বৌ হইতে) দুই।

৫। ভাঙ—ভাব অর্থাৎ অনুরাগ। বিভঙ্গি—ভঙ্গি, তরঙ্গ। ভাঙ—শব্দের অর্থ ভ্রূও হইতে পারে; বৈষ্ণব পদাবলীতে ভ্রূ অর্থে "ভাঙ" কথার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। "ভ্রূ" অর্থ ধরিলে বিভঙ্গির "তরঙ্গ" অর্থ হইবে না।

৬। চকিত—চমকিত, ভীত, চঞ্চল। জোর—যোড়া, দুইটী; জোর শব্দের অনেক স্থানেই এই অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। উদাহরণস্থলে, পদকল্পলতিকার "স্বয়ং দৌত্যের" প্রথম গীতে—"নয়নযুগল নীল উৎপল জোর," পদকল্পতরুর ২৭৩ সংখ্যক গীতে "বেকত কুচ জোরি," প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অক্ষয় বাবুর নিজের সংগ্রহেও "কুচ জোরা" আছে। তথাপি তিনি অর্থ করিয়াছেন, "বলপূর্ব্বক!" ৭। কাজর—কাজল। পাশ—রজ্জু।

৪—৭। ভ্রূ ভঙ্গির বিলাসস্থল স্বরূপ (অথবা অনুরাগ তরঙ্গের লীলাস্থল সদৃশ, কিংবা ভাবভঙ্গির বিলাসক্ষেত্রের তুল্য,) কমল-নয়নযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমোতি-হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী ধারা ॥ ১১ ।

রহিয়াছে। (দেখিলে বোধ হয়) বিধাতা চকিত, (ভীত, অতএব পলায়নোদ্যত বা চঞ্চল) চকোরদ্বয়কে কেবল কজ্জল-লেখা রূপ পাশ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

অক্ষয় বাবুর ধৃত পাঠ "ভাঙবি ভঙ্গিবিলাস"। তিনি লিখিয়াছেন:—"ভাঙবি—প্রকাশ করিতেছে। ভাঙ শব্দ ভাব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ভাঙবি শব্দের এই বিকার পশ্চাৎ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে।" "ভাঙবের" বিকারে "ভাঙবি" দৃষ্ট হইতে পারে; কারণ, ঐ বিকার লিঙ্গজনিত (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।) কিন্তু ভাব শব্দ হইতে একেবারে "ভাঙবি' শব্দ কোন প্রকারে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। তবে ভণ ধাতু হইতে "ভাণব" "ভাণবি" হয়, ও তাহা হইতে "ভাঙব" "ভাঙবি" কথা জন্মিয়া থাকিতে পারে। এরূপ ধরিয়া লইলে "ভাঙবি" অর্থে প্রকাশ করিবে বা প্রকাশ করিব বুঝাইবে। "করিতেছে"—এই বর্ত্তমান বাচক অর্থ কোন ক্রমেই হয় না। করিবে বা করিব ভবিষ্যদ্বাচক। তদ্ভিন্ন কষ্টকল্পনায় উহার অর্থ "টুটবি" বা "ভাঙ্গিবে" করিলেও করা যায়। কিন্তু তাহা এস্থলে কোন ক্রমেই খাটে না। যাহা হউক যদি ভাষা-বিজ্ঞানের কোন নিয়মানুসারে "ভাঙবি"—এই কথাটীর অর্থ "প্রকাশ করিতেছে" প্রতিপন্ন করিতে পারা যাইত—তাহা হইলে পাঠান্তরানুযায়ী অর্থ এইরূপ হইত—অঞ্জনে রঞ্জিত পদ্মনেত্রযুগল ভঙ্গি-বিলাস প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে "ভাঙবির" ঐরূপ অর্থ কিছুতেই সঙ্গত বোধ করিতে পারিলাম না।

৮। গুরুয়া—গুরু, ভারি।

৯। গীম—গ্রীবা। গজমোতি—গজমুক্তা।

১০। কম্বু—শঙ্খ। কনয়া—কনক, সুবর্ণ। ১১। ঢারত—ঢালিতেছে। গলদেশে বিলম্বিত গজমুক্তার হার, গিরিবর তুল্য গুরুভার পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে; (দেখিলে বোধ হয় যেন) কামদেব শঙ্খপূর্ণ করিয়া সুবর্ণময় শিবের উপর গঙ্গা-জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। এই রূপকে—কম্বু কণ্ঠ, শম্ভু পয়োধর ও গজমোতিহার সুরধুনীধারা বলিয়া উপমিত হইয়াছে।

প্রয়সি প্রয়াগে জাগ-শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুলনায়ক,
গোপীজন-অনুরাগী ॥ ১৫ ।

১২। পয়সি—জলে। এখানে জলসমীপে, অর্থাৎ নদীতীরে। জাগ—যাগ, যজ্ঞ। জাগই—এখানে জাগরণ করিয়া নহে; জাগাইয়া, উদ্বোধিত করিয়া। ক্রিয়াটী এইস্থলে ণিজন্তার্থবোধক। ণিচ্ করিলে মৈথিল ব্যাকরণানুসারে 'জগাই' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মৈথিল ক্রিয়াদিতে অনেক স্থল স্বার্থে ণিচ্ যুক্ত হয় ও অনেক স্থলে ণিজন্তার্থক হইয়াও ণিচ্ বিযুক্ত থাকে। "যুগশত যাপই"—এরূপ পাঠও দেখা যায়। ইহার অর্থ—শত যুগ যাপন করিয়া।

১৩। বহু-ভাগী—সৌভাগ্যশালী; যাহার বহু ভাগ্য। সংস্কৃত ভাগ শব্দের অর্থ ভাগ্য। হিন্দীতেও ভাগ্য অর্থে ভাগ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

(যে) অতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ, সে প্রয়াগতীর্থে নদীতীরে শত যজ্ঞের উদ্বোধন করিয়া (এরূপ রমণীরত্ন) লাভ করে। অথবা—যদি কেহ প্রয়াগজলে শত যজ্ঞ করিয়াও এরূপ রমণীরত্ন লাভে সমর্থ হয়, সে পরম ভাগ্যবান্। রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—"পরত্রাপি প্রয়াগজলেস্থিতস্য কৃতশতক্রতোরপি কদাচিৎ বহু ভাগ্যলভ্যাভবেৎ।" গীতচিন্তামণির ২৬ক্ষণদা ৩ শ্লোকের পাঠ স্বতন্ত্র। তন্মধ্যে—

প্রথম বয়স ধনি মুনি মনোমোহিনী
গজবর জিনি গতি মন্দা।
সিন্দুর তিলকভানু তড়িত লতা জনু
উয়ল পুনমিক চন্দা।

এই কয়েকটী চরণ নূতন।

শেখর কৃত টীকায় এই গীতের শেষ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা গেল:—

"অথ অপরূপ পেখলু রামেত্যাদিনা দর্শনোল্লাসং কথয়তি। পূর্ব্বজন্মনি প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমক্ষেত্রে কৃতশতযজ্ঞেন মহাভাগেন লভ্যা সা সুন্দরী নতু অন্যৈরিতি সাক্ষেপং নায়কেনোক্তম্ ॥"

(৩)

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে ॥ ৪ ।
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি ॥ ৭ ।
কুচভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥ ১১ ।

গীতচিন্তামণি তৃতীয় ক্ষণদা ৮ সংখ্যক শ্লোকে এই গীতটীর একটী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাহাতে চামরীর পরিবর্ত্তে শিখী প্রভৃতি যে সামান্য শব্দগত প্রভেদ আছে, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

১। চামরী—ঘোটক বিশেষ। এখানে বোধ হয় চমরী নামক গাভী বিশেষ। ইহার পুচ্ছে চামর হয়।

৫। কাহে—কেন। মোহে—মোরে, আমাকে। যাসি—যাও।

৬। তুয়া—তোমার। ৭। তুহু—তুমি। কাহে—(এখানে) কাহাকে; "কেন" ও হইতে পারে। ডরাসি—ভয় করিতেছ।

৮। রহু—থাকে। ৯। পরবেশে—প্রবেশ করে। হুতাশে—অগ্নিতে। ৮—১১। কুচভয়ে পদ্মকলি জলমধ্যে মুদ্রিত রহিল, ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করিল, দাড়িম্ব ও শ্রীফল গগনে বাস করিল ও শম্ভু গরল গ্রাস করিলেন।

কোন কোন সংস্করণে এই কয়েকটী পঙ্‌ক্তির অর্থ স্থলে এই লিখিত হইয়াছে—"হতাশ্বাস হইয়া ঘট জলে প্রবেশ করে।" ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ও কষ্টকল্পিত অর্থ। ভবিষ্যতে হয় ত অন্য কোন টীকাকার এইরূপ অর্থ করিবেন:—

ভুজভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু,
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদনপরতাপে॥ ১৫।

---

(৪)

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা॥ ৩।
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।

"ঘট শক্রুর কাপড়ের ভিতর হা হুতাশ করিতে থাকে। পর অর্থে শক্রু, বেশ অর্থে কাপড়, আর হুতাশে (ক্রিয়া) অর্থে হা হুতাশ করিতে থাকে।" অর্থ করিলেই হইল !!! বস্তুতঃ এরূপ কষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। ঘটের ন্যায় কুম্ভকারের পদতলে দলিত হইয়া ও অগ্নি প্রবেশের কষ্ট সহ্য করিয়াও কালিদাস তদ্বৎ রমণীজনের অঙ্গস্পর্শসুখ লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং ঘটের অগ্নি প্রবেশের কথায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

১২—১৫। তোমার ভুজ ভয়ে মৃণাল ও সুবর্ণ (অথবা, সোনার মৃণাল) মৃত্তিকা মধ্যে থাকে, ও কিসলয় কম্পিত হয়। অতএব জগতে তোমার কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই—আমার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ কর—ইহা বলাই অভিপ্রেত।

১৪। ঐছন—ঐরূপ। ১৫। কহব—বলিবে। পরতাপে—প্রতাপে।

১। কো—কে, কোন্। বিহি—বিধি।

২। অপরূপ রূপ—আশ্চর্য্য রূপবতী, পরমা সুন্দরী। মনোভব-মঙ্গল—কামদেবের শুভদায়ক।

১—৩। অপূর্ব্ব রূপ সম্পন্ন, কামদেবের শুভদায়ক ত্রিভুবন বিজয়ী মালার সদৃশ, সুধামুখী বালাকে কোন্ বিধাতা গড়িয়াছে?

৪। অরু—অরুণ, রক্তাভ। ৫। ভেলা—ভেল, হইল।

কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী-
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা ॥ ৭।
নাভি বিবর সঞে লোম-লতাবলি
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা—খগপতি- চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা ॥ ১১।
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে ॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস কূপ যো জানে।

৭। শ্রী—শোভা, শ্রীযুত শোভান্বিত ৬—৭। যেন কনক কমলের মধ্যস্থলে কালভুজঙ্গীর শোভাযুক্ত খঞ্জন খেলা করিতেছে। অথবা কাল ভুজঙ্গী শোভাযুক্ত খঞ্জনের সহিত খেলিতেছে। এস্থলে মুখ—কনক কমল, নেত্র খঞ্জন ও অঞ্জনলেখা কালভুজঙ্গীর শোভার সহিত উপমিত।

৮। সঞে—হইতে। সে, স্তে প্রভৃতি অন্যান্য রূপভেদ ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য।

৯। নিশ্বাস-পিয়াসা—নিশ্বাস বায়ুর জন্য প্রয়াস-বিশিষ্টা।

১০। ভরম—ভ্রম। ১১। সান্ধি—গহ্বর (সন্ধি শব্দজ)

৮—১১। লোমলতাবলীরূপ ভুজঙ্গী, নিশ্বাসরূপ বায়ুর জন্য প্রয়াস-বিশিষ্টা হইয়া নাভিরূপ বিবর হইতে বহির্গত হইয়াছিল কিন্তু নাসিকাকে খগপতির চঞ্চু বলিয়া ভ্রম হওয়ায় তজ্জনিত ভয়ে কুচগিরিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী গহ্বরে বাস করিতে লাগিল, (নাসিকা অবধি অগ্রসর হইতে পারিল না।) ভুজঙ্গেরা পবনাশী, সুতরাং লোমরূপ সর্প কবির দৃষ্টিতে নিশ্বাসরূপ পবনের প্রয়াসী হইয়াছে।

১৫। সোঁপল—সঁপিল, সমর্পণ করিল। নয়ান—নয়ন।

১২—১৫। পঞ্চবাণ মদন তিন বাণে তিন ভুবন জয় করিয়াছেন, আর দুইটী বাণ অবশিষ্ট ছিল। বিধাতা বড়ই কঠিন হৃদয়, সেই বাণ দুইটী তোমার নেত্রে সমর্পণ করিয়াছেন।

১৭। কূপ—কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে "কোপ" পাঠ পাওয়া গেল।

রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে ॥ ১২ ।

(৫)

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দ্বয়নয়না ॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর ॥ ৪ ।
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব ॥ ৮ ।
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম তরঙ্গ ॥

১। কিয়ে—কি, কেন, কেমন। দিঠি—দৃষ্টিতে। ২। নিমিখ—নিমিষ দ্বয়নয়না—নয়নদ্বয়। ১—২। শশিবদনা কেন আমার নয়নপথে পড়িল ? (তাহার) লোচন যুগল নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল, অর্থাৎ তাহার নেত্রদ্বয় যখন নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল, অধিকক্ষণ চাহিল না তখন সে কেন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল ? কিয়ে শব্দের অর্থভেদে বিস্ময়াত্মক বা প্রশ্নসূচক ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করা যায়।

৩। বঙ্ক বিলোকন—বাঁকা দৃষ্টি। থোর—অল্প, ক্ষণস্থায়ী। দারুণ—তীব্র।

৩—৪। তাহার ক্ষণস্থায়ী, তীব্র ও কুটিল দৃষ্টি আমার কি কাল হইয়া উপস্থিত হইল! (উপজল—উপজিল)। ৬। মনোভব—মদন।

৭। ঐছে—ঐরূপ। শুনইতে—শুনিতে। রাব—রব, কথা।

৮। জাব—যাব, যায়। আমি চলিতে চাহি কিন্তু চরণ চলে না।

৯। তেজই—ত্যাগ করে। "আশা-পাশ"—(পার্শ্ব শব্দজ পাশ অর্থে সামীপ্য ; অথবা পাশ—রজ্জু। অঙ্গ আশার সামীপ্য পরিত্যাগ করে না ; বা আশা-বন্ধন অঙ্গ ত্যাগ করে না। "আশোআশ" পাঠে—আশ্বাস।

(৬)

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার ॥ ৪ ।
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল ॥ ৭ ।
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।

২। সাঙর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ। (সামর, সাঙিল প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটী তালব্য শকারাদিও দেখিতে পাওয়া যায়।)

৩—৪। যেন রবি অন্ধকার (আন্ধিয়ার) পশ্চাতে করিয়া শশীর সঙ্গে উদিত হইল। অন্ধকার কেশজালের সহিত, শশী বদনের সহিত ও রবি সিন্দুর বিন্দুর সহিত উপমিত হইয়াছে।

৫। চন্দিম—দীপ্ত্যর্থবোধক চন্দধাতু হইতে চন্দিম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দীপ্তি, কান্তি। চদি হ্লাদনে দীপ্তৌচ।

৬। কত না—কতই। না শব্দের এইরূপ প্রয়োগ অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। "কত না—হিন্দী—কেতনা"—অক্ষয় বাবু।

৭। তোহে—তোমাকে; বহি, বো—(উচ্চারণ :উয়ো)—উহা। বিহি—বিধি, বিধাতা।

৬—৭। বিধাতা কত যত্নে, তোমাকে কত আশ্চর্য্য রূপ (উহা, ঐ কান্তি) প্রদান করিয়াছেন।

৮। উরজ-অঙ্কুর—কুচকলি। চীর—বস্ত্র। ঝাঁপায়সি—আবৃত করিতেছ।

৯। অল্প অল্প দেখা যায়। দরশায়—অর্থে দেখায়; এখানে দেখা যায়। ২ পৃষ্ঠায় "আধ পয়োধর হেরু"—এই চরণে এবংবিধ প্রয়োগ লক্ষিত হইয়াছে। তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

কতনা যতনে কতনা গোপসি
হিমে গিরি না লুকায় ॥ ১১।
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায় ॥ ১৫।
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ ॥ ১৯।

১০—১১। কত যত্নে কতই গোপন করিতেছ, কিন্তু পর্ব্বত তুষারাবৃত্ত হইলেও লুক্কায়িত থাকে না।

১২। নেহারনি—দৃষ্টি। ১৪। "ঠেলল" এটী গীতচিন্তামণির ধৃত পাঠ। "পেলিত" "পেলিল" বা "পেমিল" পাঠও দেখা যায়। কেহ কেহ "হেলিত" পাঠ করিয়া লইয়াছেন।

চঞ্চললোচনে বঙ্কিমদৃষ্টি, তাহাতে অঞ্জন লেখা, যেন পবন সঞ্চালিত ইন্দীবর ভ্রমরভরে উলটিয়া বা হেলিয়া পড়িতেছে। রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—"জনু ইন্দীবর পবনে পেলিত ইত্যাদিনা বিধাত্রা দত্তাদ্ভুত * সৌষ্ঠবং সূচিতং।

১৬। ভণিতা স্থলে—কখন কখন বক্তার সম্বোধিত বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কবি দুই একটী কথা বলিয়া লয়েন। দৃষ্টান্ত স্থলে এই কবিতা ও ১ পৃষ্ঠায় "গেলি কামিনী" প্রভৃতি কবিতার ভণিতা দ্রষ্টব্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বক্তাকেই সম্বোধন করা হয়। গীতচিন্তামণিতে এ ভণিতা নাই।

১৮। এই গীত, পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ গীত ও বিদ্যাপতির অন্যান্য গীতে যে শিবসিংহ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের কথা উপক্রমণিকায় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

---

* বিধাত্রা দত্তাদ্ভুত সৌষ্ঠবং—না—বিধাত্রা দত্তমদ্ভুত সৌষ্ঠবং ?

(৭)

যব গোধূলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি ॥ ৪।
ধনি অলপ বয়সী বালা,
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা ॥ ৮।
গোরি কলেবর নূনা,
জনু আঁচরে উজোর সোণা।

১। বেলি—বেলা (পুনরুক্তি)। ভেলি—হইল (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

৩। বিজুরি রেহা—বিদ্যুৎ রেখা। ৪। দ্বন্দ্ব—(১) যুগ্ম, (২) কলহ। পসারিয়া—(প্রসর শব্দজ) উৎপন্ন করিয়া, বিস্তার করিয়া।

দ্বন্দ্ব পসারিয়া—দ্বন্দ্ব প্রসর করিয়া—(১) যুগ্ম সঙ্ঘটন করিয়া, (২) কলহ বিস্তার করিয়া।

৩—৪। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে:—

(ক) নবজলধর ও বিজলী লেখার মিলন সম্পন্ন করিয়া গেল। এ রূপকে—গোধূলি সময়ের অন্ধকার—নবজলধর, ও রমণীর গতি—বিদ্যুল্লেখা ধরিতে হইবে।

(খ) নবজলধর সম্ভূত যে বিদ্যুৎ (রেখা) তাহার সহিত কলহ বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ সেই বিদ্যুল্লেখা অধিক রূপবতী কি রমণী অধিক রূপবতী—এই বিবাদের সূত্রপাত বা বিস্তার করিয়া গেল।

৫। অলপ—অল্প। ৬। পুহপ—পুষ্প। গীতচিন্তামণিতে "পহুপ" ও কোন কোন পুস্তকে "কুহক" "পঁহুক" প্রভৃতি পাঠ দৃষ্ট হয়। পহুপ শব্দ পুষ্পার্থক, কিন্তু পঁহুক শব্দে "প্রভুর" বুঝায়।

৯। গোরি—গৌরবর্ণ, সুন্দর, অথবা সুন্দরী। নূনা—ন্যূন, খর্ব্ব, অথবা কৃশ।

১০। যেন অঞ্চলাবৃত উজ্জ্বল স্বর্ণ। উজোর—উজ্জ্বল; অর্থাৎ অঞ্চলের

কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন কোণা ॥ ১২ ।
ঈষৎ হাসনি সনে,
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥ ১৬ ।

মধ্য দিয়া তন্মধ্যস্থ উজ্জ্বল সুবর্ণের যেরূপ আভা লক্ষিত হয় বস্ত্রের মধ্য দিয়া যুবতীর রূপ প্রভাও তদ্রূপ প্রকাশ পাইতেছে।

১১। খিনি—ক্ষীণ। মাঝারি—মধ্যদেশ, কটী, কোমর।

১২। একটী অর্থ—নয়ন প্রান্ত নড়িতেছে। "কোণা"—কোণ বা প্রান্ত। দুলহ—দুলই—দুলিতেছে। "কোণ" শব্দ বঙ্কিম দৃষ্টিনির্দ্দেশক ও "দুলহ" শব্দ চাঞ্চল্য নির্দ্দেশক হওয়াতে লোচন সম্বন্ধে উভয় শব্দেরই বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। অপর অর্থ—দুলহ—দুর্লভ; লোচন-কোণা—কটাক্ষ।

১৪। মুঝে—হিন্দি—আমাকে।

১৫। পঞ্চগৌড়েশ্বর চিরজীবী থাকুন (রহু)—এই আশীর্ব্বাদ শিবসিংহের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চগৌড়—(১) সারস্বত প্রদেশ, (২) কান্যকুব্জ, (৩) গৌড়, (৪) মিথিলা, (৫) উৎকল—বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বস্থ এই পঞ্চ প্রদেশ পঞ্চ গৌড় বলিয়া খ্যাত। রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগরী মিথিলা ও বঙ্গ—গৌড়-দেশের পূর্ব্বতন এই পঞ্চ বিভাগকেও পঞ্চগৌড় বলা যায়।

শিবসিংহ যে এই পঞ্চ গৌড় জয় করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে পঞ্চ বিভাগের রাজগণ মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া (অথবা পালিত কবি ও বন্দিগণের রীতিক্রমে ইঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন আবশ্যক বোধে) বিদ্যাপতি ইঁহাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়া থাকিবেন। উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

এই গীতের প্রথমে যে "বেলি" কথা আছে, পুনরুক্তি পরিহারার্থে আমার কোন বন্ধু কম্পনার্থক বেল ধাতু বা চালনার্থক বেল্ল ধাতু হইলে উহার অর্থ— "যাইতেছিল বা শেষ হইতেছিল" করিতে চাহেন। কিন্তু ঐরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইল না।

24365
16 AUG 1968
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY. RAJA RAMMOHANPUR.

(৮)

নন্নুঞা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূণিম শশী ॥
অপরূপ-রূপ রমণী মণি
যাইতে পেখনু গজরাজগমনী ধনী ॥ ৪।
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
  তনু অতি কোমলিনী।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি ॥ ৭।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর ॥ ৯।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর ॥

১। নন্নুঞা-বদনী—ননী-মুখী। নন্নুঞা এই শব্দের নন্নুয়া, নন্নুআ প্রভৃতি বিবিধ আকার দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ নবনীত বা ননী। হসি—হাসি, হাসিয়া। কহসি—কহিতেছ, এখানে কহিতেছে।

২। বরিখে—বরিষে, বর্ষণ করে। পূণিম—পূর্ণিমার।

১—২। নবনীত-বদনা সুন্দরী হাসিয়া কথা কহিতেছে, যেন শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্র সুধা বর্ষণ করিতেছে।

৫। খিনি—ক্ষীণ। মাঝারি—মধ্যদেশ।

৭। ছিরিফল—শ্রীফল। জনি, জনু—যেন, পাছে।

৫—৭। কটিদেশ সিংহের মধ্যভাগ অপেক্ষাও ক্ষীণ, তনুও অতিশয় কোমল। (ভয় হয়) পাছে কুচরূপ শ্রীফলের ভরে (ঐ কোমল তনু) ভাঙ্গিয়া পড়ে।

৮—৯। সুন্দর ধবল নয়ন কাজলে রঞ্জিত বলিয়া, বোধ হইল যেন বিমল কমলের উপরে ভ্রমর ভুলিয়া রহিয়াছে। পাঠান্তর্গত 'বলি' শব্দ শেষে সন্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়।

১১। গর গর অন্তর—ব্যাকুল।

(৭)

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।

মেঘ মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥ ৩।
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥ ৭।
একে তনু গোরা। কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হার হরি লব মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম ॥ ১১।

১। পেখন—দেখা। ২। সঞে—হইতে।

১—৭। সখি ভাল করিয়া দেখা হইল না, মেঘমালা হইতে বিদ্যুল্লতা (ক্ষণমাত্র দেখা দিয়া) যেন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া গেল। মুখে ঈষৎ (আধ) হাসি, ও নয়নে অস্পষ্ট (আধ) কটাক্ষ (নয়ানতরঙ্গ)। স্তনের অর্দ্ধভাগ অর্দ্ধ-অঞ্চল (ভরি) পূর্ণ করিয়াছে দেখিতে পাইলাম। সেই অবধি (তবধরি) অনঙ্গ আমাকে (দগধে) দগ্ধ করিতেছে।

৮। গোরা—গৌরবর্ণ। কটোরা—বাটী।

৯। কাঁচলা-উপাম—কঞ্চুকোপম, কাঁচুলির মত। কনক-কটোরা—কুচদ্বয় (রূপক)।

৮—৯। তনু একে গৌরবর্ণ, তাহাতে কনকময় কটোরার উপরে অতনু (মদন) কাঁচুলি-সদৃশ হইয়া আছে।

১০—১১। হার মন হরি লব, কাম বুঝি ঐছন ফাঁস (পাঠান্তর—পাশ) পসারল। হার যেন মন হরিয়া লয়—(এই উদ্দেশ্যে) মদন যেন ঐরূপ ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। পসারল—বিস্তৃত করিল। (প্রসর শব্দজ)।

দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥ ১৫।

---

(১০)

যাইতে পেখলু নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি ॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা ॥ ৪।

"হারে হরল মন" পাঠে অর্থ,—হারে মন হরণ করিল, বোধ হয় কাম যেন ঐরূপ ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীরামপুরের পুঁথিতে :—"হরি হরি লব মন" পাঠ আছে। উহার অর্থ "যেন হরির মন হরণ করিয়া লয়।"

বটতলার ছাপায় "হরি হরি বল মন" দেখিলাম। হস্তলিখিত কয়েকখানি পুস্তকে—"হারে হরল মন," পাঠ আছে। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট "হার হরি লব" আছে দেখা গেল।

১২। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। অধরু—অধরে। মিলায়ত—মিলাইয়া।

১৩। কহতহি—কহিতেছি।

১৪। অতয়ে—আঁতে, অন্তরে, হৃদয়ে। কেহ কেহ 'অতয়ে' শব্দের "অতএব" অর্থ করিয়াছেন। "অধিকন্তু বা আরও" অর্থও অনেক স্থলে খাটে।

১। নাহলি—স্নান করিল। গোরী—সুন্দরী।

২। কতিসঞে—কত হইতে, অর্থাৎ কত স্থান বা কত দ্রব্য হইতে। অথবা—কোথা হইতে। আনলি—আনিল। চোরি, চোরই—চুরি করিয়া।

৪। গলয়ে—ঝরিতেছে। মোতিম—মুক্তা।

অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥ ৮।
সজল চীর পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
ও নুকি করতহি দেহা।

৫—৬। অলকাবলী জলসিক্ত হওয়াতে অত্যন্ত শোভা হইল। (যেন) মধুলোলুপ অলিকুল পদ্ম বেষ্টন করিল। অর্থাৎ অলকদাম জলসিক্ত হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়াতে বোধ হইল যেন কমল ভ্রমরনিকরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। তিতল, তীতল—ভিজা।

৭। নিরঞ্জন—কজ্জলশূন্য। রাতা—রক্তবর্ণ, লোহিত।

৯—১০। আর্দ্র বস্ত্র পয়োধর আচ্ছন্ন করিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন সুবর্ণ শ্রীফলে তুষার পাত হইয়াছে।

১১। নুকি—লুক্কায়িত। নুকৈলাহ, নুকৌলহি, নুকাএল নুকাওল, নুকা, নুকাব, প্রভৃতি শব্দ এখনও মৈথিলীতে প্রায়ই দেখা যায়। এই স্থানে কোন মহোদয় যে পাঠের সংগ্রহ করিয়াছেন তদ্দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়।

"তূণকি করইতে চাহে কে দেহা," এই পাঠ ধরিয়া তিনি তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন:—দেহ কে নীল বর্ণ করিতে চাহে?"—"তূণকি—তুঁতের বর্ণ, নীল।" বিস্ময়ের আরও একটু কারণ আছে। উক্ত মহাত্মার সংস্করণে পাঠান্তর সন্নিবেশের বাড়াবাড়ি থাকিলেও এটীর অনুরূপ পাঠ যে কুত্রাপি প্রচলিত আছে তাহার ইঙ্গিত মাত্রও প্রকাশিত নাই। অথচ তিনি উক্ত পাঠ ও স্বকৃত অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা অবলীলাক্রমে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন!

ও (উহা, ঐ সজল চীর বা বস্ত্র) দেহ লুক্কায়িত করিতেছে। আর্দ্র হওয়াতে বসন কামিনীর অঙ্গে লাগিয়া যাইতেছে, সুতরাং কবির দৃষ্টিতে উহা কামিনীর শরীরে নিজ শরীর লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীতে "লুকী" শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে:—

"সারীর পাখার আড়ে শুক হইল লুকী।
পক্ষীর চরিত্র দেখি রাজা হইল সুখী॥"

অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥ ১২।
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারি॥ ১৬।

---

(১১)

কামিনা করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ।
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥ ৪।

১২। অবহি—এখনই। ছোড়বি—ছাড়িবে। লেহা—স্নেহ। ণেহ, নেহ লেহ প্রভৃতিও এই অর্থ-সূচক। প্রাকৃত প্রকাশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৬৪ তম সূত্র ও দশম পরিচ্ছেদে ৭ম সূত্র দেখিলে সনেহ, সণেহ, ণেহ প্রভৃতির উৎপত্তি বোধগম্য হইবে। ১৩। ফেরি—ফের, পুনর্ব্বার। ১৪। রোই—কাঁদিয়া।

১২—১৪। বস্ত্র ভাবিতেছে:—"এখনি আমাকে ছাড়িবে, স্নেহ ত্যাগ করিবে, (তাহা হইলে) এরূপ রস (রাধার অঙ্গস্পর্শসুখ) আর পাইব না ইহার জন্য (ইথে লাগি) কাঁদিয়া জলধারা মোচন করিতেছে। গলয়ে—(এখানে ণিজন্তার্থক) মোচন করিতেছে। ণিজন্তার্থক না ধরিলে দুইটী স্বতন্ত্র ক্রিয়া বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, যথা:—রোই কাঁদিতেছে; গলয়ে—ঝরিতেছে।

এই কবিতাটীর মিথিলায় প্রচলিত দুইটী পাঠ কবির জীবনচরিতাদি বিষয়ক প্রস্তাবে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটী আমাদিগের দেশে প্রচলিত পাঠ, পদকল্পতরু হইতে অবিকল গৃহীত হইল।

১। সিনান—স্নান। (প্রাকৃত প্রকাশ ১০। ৭ তুলনা কর।)

২। হেরইতে—দেখিতে।

৩—৪। কেশ-পাশ হইতে জলধারা ঝরিতেছে; মুখ-চন্দ্রের ভয়ে অন্ধকার কেমন (বা কি) রোদন করিতেছে।

তিতিল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকূল আনি মিলায়ল দেবা॥ ৮।
তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে। ৮০ ৮/২৭
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥ ১২॥

৫। তিতিল, তিতল—আর্দ্র, ভিজা। লাগি—লাগে—লাগিয়া থাকে।

৬। মুনিহক—(আধুনিক-মৈথিলী মুনিহুঁক শব্দের অপভ্রংশ)—মুনিরও। কোন কোন সংস্করণে এই পাঠটী বড়ই বিকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সকল পুস্তকে "মুনি এক-মানস মনমথ জাগি" দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। ঐ পাঠের অর্থ আরও চমৎকার হইয়াছেঃ—"মুনিগণের একচিত্তেও মন্মথকে জাগ্রত করে।" বস্তুতঃ "মুনি এক-মানস" এরূপ পাঠ মুদ্রাযন্ত্রের নাম ও সাল যুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সংস্করণে আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। অশুদ্ধ পাণ্ডু-লিপিতে থাকিলেও তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া কঠিন হইত না। মনমথ—মন্মথ, কাম। জাগি—জাগই—জাগে। চকেবা—চক্রবাক।

৭—৮। নিশা-সমাগমে চক্রবাকমিথুন একত্র থাকিতে পায় না—নদীর ভিন্ন ভিন্ন কূলে চরে, এরূপ কবি প্রসিদ্ধি আছে। দেবতারা যেন চক্রবাকযুগলকে তাহাদিগের নিজের কূলে আনিয়া মিলাইয়াছেন। অর্থাৎ দুইটী একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

৯। জনু তরাসে উড়ব—তেঞি শঙ্কা (সে) ভুজপাশে বান্ধি ধয়ল। তরাসে—ত্রাসে। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "তেঞি" শব্দের পরিবর্ত্তে "ইথে" শব্দ দৃষ্ট হয়।

৯—১০। তাহারা পাছে ভয় পাইয়া উড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভুজপাশে বাঁধিয়া ধরিয়াছে। (স্নান করিয়া যাইবার সময় স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ একটী হাত বুকের উপর রাখিয়া চলে)।

(১২)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জল ধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥ ৪।
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥
তেঞি উদাসল কুচজোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥ ৮।
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ।

:—২। আজি আমার শুভদিন—স্নানের সময় কামিনীকে দেখিলাম।

৩। গলয়ে—পূর্ব্বোক্ত গীতের টীকায় দ্রষ্টব্য। (২০ পৃষ্ঠা)।

৪। মেহ—মেঘ। বরিখে—বর্ষে। মোতিম-হারা—মুক্তার হার।

৩—৪। চিকুর জলধারা মোচন করিল (দেখিয়া বোধ হইল)—মেঘ যেন মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে।

৫। পরচুর—প্রচুর, পর্য্যাপ্তরূপে, ভাল করিয়া।

৫—৬। ভাল করিয়া মুখ মুছিল; যেন সুবর্ণ-দর্পণ মাজিয়া রাখিল। ধয়ল, ধরল—ধরিল, রাখিল।

৭। তেঞি, (এখানে) তেঁহ, সে। উদাসল—খুলিল, অনাবৃত করিল। সে কুচ যুগল অনাবৃত করিল। বটতলার পুস্তকে দরশল পাঠ দেখা গেল; উহার অর্থ—দেখাইল। তেঞি—"তাহাতে" হইতেও পারে। মুখ মুছিতে হস্ত উত্তোলন করায় স্তনের কাপড় সরিয়া গেল।

৮। যেন সোনার বাটী উল্‌টাইয়া বা উপুড় করিয়া বসাইয়াছে।

৯। নীবিবন্ধ—কটিবন্ধ। করল উদেস—উদাস করিল, অনাবৃত করিল। কোমরের কসি খুলিল।

১০। মনোরথ শেষ—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

(১৩)

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান ॥ ৪।
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥ ৭।
তঁহি পুন মোতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল ॥ ১১।
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।

২। সমুখে—সম্মুখে। বর—সুন্দর। কান—কানাই।

৪। কৈছনে—কিরূপে। কেমন করিয়া মুখ দেখিবে?

৫—৭। সখি! সুন্দরী অদ্ভুত চাতুরী সম্পন্না। সকলকে ছাড়িয়া, অগ্রসর হইয়া আড় বদনে ফিরিয়া ডাকিতে লাগিল। অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া ডাকিল এবং সেই সুযোগে দেখিয়া লইল।

৮। তঁহি—সে, তথায়। মোতি-হার—মুক্তার হার। টুটি—ছিঁড়িয়া।

১০। (ক) চুনি—রক্তবর্ণ রত্ন বিশেষ। সঞ্চরু—সঞ্চয় করিতে লাগিল —কুড়াইতে লাগিল। (খ) চুনি—চুনই—সংগ্রহ করিয়া; সঞ্চরু সঞ্চরণ করিতে লাগিল। প্রত্যেকে এক একটী সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

১১। (এই অবসরে) ধনী শ্যাম দরশন করিল।

১২। (রাধার) নয়ন চকোর কানুর মুখ সুধাকর (হইতে) অমৃত রস পান করিল।

দুহু দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥ ১২।

(১৪)

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি ॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল ॥ ৪।
কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥ ৮।

১৪। রসহুঁ পসারল—রসবিস্তার করিল। হুঁ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

১। অলক্ষিতে বা অলক্ষিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। বিহসলি, বিহসল—হাসিয়া। ইকার লিঙ্গসূচক, পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

২। চান্দ-উজোরি—চন্দ্র-সমুজ্জ্বল, চন্দ্রে বা চন্দ্রের শোভায় উজ্জ্বল। কবির তুলনায় কামিনী যামিনীর সদৃশ, হাস্য কৌমুদীতুল্য।

৩—৪। কুটিল কটাক্ষের ছটা পড়িয়া গেল বা শোভা প্রকাশ পাইল, (তাহাতে) অম্বর (যেন) মধুকর-ডম্বর হইল। অর্থাৎ আকাশ যেন ভ্রমর-পুঞ্জে শোভিত হইল। মধুকর বা ভ্রমরের ডম্বর বা সমূহ আছে যাহাতে সে মধুকর-ডম্বর। সুতরাং মধুকর-ডম্বর—ভ্রমর পুঞ্জ বিশিষ্ট। ভ্রমরের সহিত কটাক্ষ উপমিত। এ অর্থ কষ্টসাধ্য। অম্বর নেল পাঠ ধরিলেই সঙ্গত হয়। তাহা হইলে অর্থ এই হইবে—কটাক্ষের ছটা দেখিয়া ভ্রমরনিকর আকাশে আশ্রয় লইল বা উড়িয়া গেল।

৫—৬। কে জানে ও কাহার রমণী, আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল।

৭। বারি—বারই, নিবারণ করে বা করিয়া। ৭—৮। কেমন লীলাকমলে ভ্রমর নিবারণ করিতে করিতে ধনী চকিতের ন্যায় চাহিয়া চলিয়া গেল! অথবা

তৈ ভেল বেকত পয়োধরশোভা। ৬/৭ ১।৬।৭,
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ কুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন শর কাহে না লাগ ॥

(১৫)

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস ॥

বারি, বন্দী, কয়েদী। ভ্রমর কেমন লীলা কমলে বন্দী হইয়াছে, চকিতের ন্যায় দেখিয়া ধনী শিহরিয়া চলিয়া গেল। কমল ও ভ্রমরের মিলন দর্শনে নবোঢ়া বা অকৃতপুরুষসঙ্গ রমণীর সঙ্কোচ জন্মে ইহা কবি-প্রসিদ্ধি।

৯। তৈ—তাহাতে, তাই। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।

১০। কনক কমলে কার মন না মোহিত হয়? অধিকাংশ পুঁথিতে "নাহির" পরিবর্ত্তে 'হেরি' পাঠ দৃষ্ট হইল। উহার অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে—কেন আর 'মনোলোভা' কনক কমল দেখিব? এ সকল পাঠ অপেক্ষা "কনয়া কমল কলি জনু মনোলোভা।"—পাঠটী সুন্দর ও সহজ, কিন্তু যতগুলি প্রাচীন-গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে একখানিতেও উক্ত পাঠ প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং উহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐ পাঠ মহাজনপদাবলী নামক স্মিথ কোম্পানির সংস্করণের সম্পাদকের স্বকপোল কল্পিত বলিয়াই বোধ হইল।

১১। অর্দ্ধভাগ আবরণ করা, অপরার্দ্ধ অনাবৃত।

১২। কুচকুম্ভ আপনার আশা বা অভিপ্রায় বলিয়া বা প্রকাশ করিয়া গেল। কামিনী "পয়োধর শোভা" "ব্যক্ত" করণরূপ সঙ্কেত করায় (নায়কের দৃষ্টিতে বোধ হইল যেন) স্তন আপনার মনোগত "আশ" বা অভিলাষ প্রকাশ করিয়া গেল। ১৪। গোপত—গুপ্ত। মদনের গুপ্ত শর কাহাকে না লাগে?

১। কণ্টক মাহ—কণ্টকমধ্যে, কাঁটায়। গীতচিন্তামণির চতুর্ব্বিংশ ক্ষণদায় পাঠ "কণ্টক মাঝে"। পরকাশ—প্রকাশ। ২। বিকল—বিহ্বল, উন্মত্ত। বাস—

রসবতী মালতী পুনঃ পুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি ।। ৪ ।
উহ মধু-জীব তুহু মধু-রাশে।
সঞ্চিত ধর মধু অবহু লজ্জাসে ।।
ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম।
তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম ।। ৮ ।
আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে।
ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে ।।
ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।
অধর সুধারস যদি বোহ পীবে ।। ১২ ।

---

(১৬)

মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে।
কত না যতনে বিধি আনি মিলায়ল
দেখলু নয়ান স্বরূপে ।। ৩ ।

আশ্রয়; এখানে কোন ক্রমেই গন্ধ অর্থ হইতে পারে না। কণ্টকের জন্য গন্ধ না পাওয়া যাইবে কেন?

৩। পিবইতে—পান করিতে। জীউ উপেখি—জীবনে উপেক্ষা করিয়া।

৫। ও ভ্রমর তুমি মধু-রাশি। ৬। সঞ্চি—সঞ্চই, সঞ্চয় করিয়া। অবহু—এখনও। লজ্জাসে—লজ্জায়। ৭। কতিহু—কোথাও। ঠাম—ঠাঁই, স্থান।

৮। বিসরাম—বিশ্রাম। ৯। বুঝ অবগাহে—স্থির করিয়া বুঝ।

১২। ভ্রমরের বধ-জনিত পাপ কাহার হইবে? ১১-১২। বোহ—উয়ো, ঐ। ও, (ঐ ভ্রমর) যদি অধর সুধারস পান করে তাহা হইলে জীবন পাইবে।

১। মাধব সুন্দরীর রূপ বিষয়ে আর কি লিখিব?

২। কত না—কতই। (১২ পৃষ্ঠা দেখ)। মিলায়ল—মিলাইল।

৩। দেখলু—দেখিলাম। নয়ান স্বরূপে—প্রত্যক্ষ।

পল্লবরাজ-চরণযুগ শোভিত
গতি গজ রাজক ভানে।
কনক কদলীপর সিংহ সমাহল
তা পর মেরু সমানে ॥ ৭।
মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল
নাল বিনা রুচি পায়।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঞি নাহি কমল শুকায় ॥ ১১।
অধর বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবিশশী উভয় পাশ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস ॥ ১৫।

৫। ভানে—সমান বা সদৃশ হয়। 'অনুকরণ করে'ও হইতে পারে।

৬। সমাহল—সমাহিত বা স্থাপিত করিল।

৭। তা পর—তদুপরি। সমানে—সমানয়ন করিয়াছে; আনিয়া রাখিয়াছে। "সিংহস—সিংহস্‌স সিংহের। মাহল—মধ্যস্থল"।—এরূপ অর্থ হইতে পারে না। কারণ মৈথিলীতে "সিংহের" বুঝাইতে হইলে "সিংহক" হয়। প্রাকৃতের ন্যায় "স" দিয়া ষষ্ঠির প্রয়োগ মৈথিলী ভাষায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

৮। ফুলাএল—ফুটাইয়াছে। ৯। কমল দুইটী, নালবিশিষ্ট না হইয়াও, শোভান্বিত রহিয়াছে। ১০। বহু—বহে। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা।

১১। তেঞি, তৈঁ, তেঁই—তাই, সেই জন্য। বীজু—বীজ। ১৪। দূরে রহু—দূরে অবস্থান করে। ১৫। গরাস—গ্রাস। করয়ে—(সং—করোতি) করে।

এখানে, চরণ পল্লবের সহিত, গতি গজেন্দ্রগমনের সহিত, উরু সুবর্ণ-কদলীর সহিত, মধ্যদেশ সিংহের সহিত, বক্ষঃস্থল মেরুর সহিত—স্তনযুগল পদ্মের সহিত (অথবা কুচযুগ মেরুর সহিত, চুচুক কমলের সহিত) মণি-হার গঙ্গার সহিত, অধর বিম্বের সহিত, দশন দাড়িম্ববীজের সহিত, রবি শশী কপোলদ্বয়ের সহিত, ও রাহু কেশজালের সহিত উপমিত হইয়াছে।

সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন।
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপরে জনু দউ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে ॥ ১৯ ।
ভণতি বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি?
এহন জগৎ নহি আনে।

১৬। সারঙ্গ—এই শব্দ নানা অর্থ সূচক; বিশ্ব, মেদিনী, শব্দরত্নাবলী, অনেকার্থকোষ ও অমরকোষানুযায়ী অর্থগুলি নিম্নে প্রকটিত হইল:—

চাতক, হরিণ, ভৃঙ্গ, হস্তী, পক্ষিভেদ ছত্র, রাজহংস, চিত্রমৃগ, বাদ্যভেদ, অংশুক নানাবর্ণ, ময়ূর, কামদেব, ধনুঃ, কেশ, স্বর্ণ, আভরণ, পদ্ম, শঙ্খ, চন্দন, কর্পূর, পুষ্প, কোকিল, মেঘ, পৃথিবী, রাত্রি, দীপ্তি, সিংহ।

১৭। তসু (তস্য) তাহার। সমধানে—সন্ধানে, শরযোজনে।

১৮। দউ (দ্বৌ) দুই।

১৬—১৯। সুন্দরীর কোকিলের (সারঙ্গ) ন্যায় বচন ও হরিণের (সারঙ্গ) ন্যায় লোচন। তাহার সন্ধানে (নয়নের সন্ধানে অর্থাৎ কটাক্ষে) মদন (সারঙ্গ) বিরাজিত; পদ্মের (সারঙ্গ) উপরে দুটী ভ্রমর (সারঙ্গ) উঠিয়া মধুপানে কেলি করিতেছে। অর্থাৎ পদ্মরূপ বদনমণ্ডলে ভৃঙ্গরূপ নেত্রদ্বয় বিরাজমান। কিম্বা পদ্মনেত্রে ভৃঙ্গরূপ তারা দুইটী বিহার করিতেছে।

এই গানের দুইটী পাঠান্তর দেখিলাম, উভয়ত্রই দুএকটী কথার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তন্মধ্যে গ্রিয়ার্সন ধৃত মৈথিল পাঠে অন্য কোন স্থলে ভাবের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেবল ১৮ পঙ্‌ক্তিতে দউ শব্দের স্থলে "দস" শব্দ থাকায় অর্থ ভাল বুঝিতে পারা গেল না। "কেলি করথি মধুপানে" এই পদটী থাকায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সারঙ্গ শব্দের অর্থ যে ভৃঙ্গ ইহাতে কোন সংশয় নাই। সুতরাং দশটী ভৃঙ্গ কিসের সহিত উপমিত বুঝা গেল না।

২০। যুবতি—এই শব্দদ্বারা বর্ণনকারিণী কামিনীকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

২১। এহন—এমন, এহেন, এরূপ। আনে—অন্য, অপর। জগতে এরূপ আর নাই। অথবা যদি ২০পঙ্‌ক্তির যুবতি শব্দ সম্বোধন সূচক না হয়,

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে ॥ ২৩ ।

---

(১৭)

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই ।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ ॥ ৪ ।
কি হেরিলোঁ অপরুব গোরি ।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি ॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ ।
তাঁহি কমল পরকাশ ॥ ৮

তাহা হইলে ২০—২১ পঙ্‌ক্তির অর্থ এইরূপও করা যাইতে পারে "বিদ্যাপতি বলিতেছে শ্রবণ কর, এরূপ সুন্দরী যুবতী জগতে আর নাই"। ইহা প্রশস্ত নহে।

পরমাণে—প্রমাণে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষে বা সম্মুখে। সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক প্রত্যক্ষাদি ন্যায়ানুসারী প্রমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ অর্থে প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। "ত্বরা করি যাহ বীর রাম সন্নিধান। এই কথা কহ গিয়া তাঁহার প্রমাণ ॥"—ইত্যাদি স্থল ইহার দৃষ্টান্ত।

পরমাণে, প্রমাণে, বিরমাণে প্রভৃতি অনেক শব্দ বিদ্যাপতির ভণিতায় এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১। যাঁহা—যেখানে, যেদিকে। ২। তাঁহি, তাঁহা—সেখানে।

৩—৪। যেখানে যেখানে অঙ্গ ঝলকে সেই সেই স্থলে বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়।

৫। হেরিলোঁ—হেরিলাম। অপরুব—অপরূপ, অপূর্ব্ব। গোরি—সুন্দরী।

৬। আমার হৃদয় মাঝে প্রবিষ্ট হইল। ৭—৮। যে যে দিকে সুন্দরী

যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥ ১২।
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কিএ দরশন পাব।
অব মোহে ইহ দুঃখ যাব॥ ১৬।
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়াগুণে দেয়ব আনি॥

দৃষ্টিপাত করেন সেই, সেই স্থলে যেন পদ্ম ফুটিয়া থাকে। নয়ন-বিকাশ—নেত্রের প্রকাশ বা দৃষ্টিপাত।

৯—১০। যে দিকে (চাহিয়া) মৃদুহাস্যের সঞ্চার হয়, সেই দিকে অমৃতে বিকৃতি জন্মে, অর্থাৎ লোকে হাস্যরূপ অমৃতসিন্ধু দেখিয়া সুধায় বীতস্পৃহ হয়, অথবা, বিকার—বিকীরণ, বিস্তার।

১১—১২। যে যে দিকে কুটিল কটাক্ষ-পাত হয়, সেই সেই স্থানেই লক্ষ লক্ষ মদন-শর নিক্ষিপ্ত হয়।

১৪। আগোর—আগলান। (৩২ পৃষ্ঠা দেখ)। সে ধনীকে অল্পমাত্র দেখিয়া এখন তিন ভুবন আগলান বা সমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে অর্থাৎ চারিদিকে সেই রূপই দেখিতেছি। রাধামোহন ঠাকুর এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সর্ব্বত্রৈব তদ্রূপং পশ্যামীত্যর্থঃ"। ১৫। কিএ—কি।

১৮। তোমার গুণে বশ করিয়া আনিয়া দিব। "তদ্গুণেনৈব তামানীয় মেলয়ামীতি" ॥—প, স, ব্যাখ্যা।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি।

(১)

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল ॥ ২।
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ ॥ ৪।
মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।

১। দুহু—দুই। ২। শ্রবণক—কর্ণের; নেল—লইল, অবলম্বন করিল। ইহার দুইটী অর্থ হইতে পারে:—(ক) লোচন কর্ণের পথ অবলম্বন করিল, কর্ণের দিক দিয়া দেখা আরব্ধ হইল, অর্থাৎ আড়চোখে দেখার সূত্রপাত হইল, দৃষ্টির কুটিলতা জন্মিল; অথবা (খ) যৌবনসুলভ লজ্জার উদ্রেক হওয়াতে লোচনের কার্য শ্রবণ পথে হইতে লাগিল; অর্থাৎ চারিদিকে চাহিতে লজ্জা হওয়ায় দৃষ্টির কার্য্য শ্রুতি দ্বারা সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল। যাহা দেখিতে লজ্জা করে, শুনিয়াই তদ্বিষয়ক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল।

পদকল্পতরু ১০৫ সংখ্যক পদে "আনত হেরি ততহি দেই কাণে" (অর্থাৎ অন্য দিকে চাহিয়া সেই দিকে কাণ দেয়)। প্রভৃতি অংশ পাঠে লোচনের কার্য্য শ্রবণ পথে কিরূপে নির্ব্বাহ হয় বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। চাতুরি—চতুরতা। লহু—লঘু, মৃদু। ৪। ধরণীয়ে—পৃথিবীতে। ধরণীতে চাঁদ প্রকাশ করিল: অর্থাৎ বালা শোভার আধার হওয়াতে তৎকর্তৃক ধরণীতলে চন্দ্রের শোভা অনুকৃত হইল।

৫। লেই—লইয়া। সিঙ্গার, শিঙ্গার—শৃঙ্গার—বেশবিন্যাস। অঙ্গশুচি, মজ্জন (স্নান বা গাত্র প্রক্ষালন,) রম্য বস্ত্র, কেশসজ্জা, সিঁথায় সিন্দূর, কপালে তিলক, চিবুকে মৃগমদবিন্দু (তিল,) করে লীলাকমল, ভূষণ, কুসুমদাম, অধরে তাম্বুলরাগ, নাসাগ্রে মণি, অঙ্গে চন্দন, লোচনে অঞ্জন, চরণে অলক্তক ও কুচোপরে কুঙ্কুম—শিঙ্গারের এই ষোলটী অঙ্গ নানা স্থলে বর্ণিত আছে। বৈষ্ণব গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

(৬) সখিরে পুছই কৈছে সুরত বিহার ॥

(৭) নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।

চণ্ডীদাস ৩৭. হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥ ৮ ।

পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ ;

দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ ॥

মাধব পেখনু অপরূপ বালা।

শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা ॥১২ ॥

৬। সখীকে জিজ্ঞাসা করে রতি-ক্রীড়া কিরূপ ?

৭। নির্জ্জনে কতবার কুচযুগল দর্শন করে। বেরি—বার।

৯। পহিল—প্রথমে। বদরী—কুল। পুন—পরে। নবরঙ্গ—নারঙ্গ, লেবু বিশেষ। নগরাঙ্গ পাঠ শ্রীরামপুরের পুস্তকে দৃষ্ট হইল, উহা সম্ভবতঃ ভুল। নাগরঙ্গ হইলেও হইতে পারে। নাগরঙ্গও একপ্রকার নারঙ্গ লেবু। "নবরঙ্গ" শব্দও নারঙ্গ-শব্দজ।

১২। আগোরল—প্রকাশ করিল। এই কথার গূর, গৃ ও গ্লৃ ধাতু মূলক এবং অর্গল শব্দজ নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। যথা—বধ করে; গমন করে; সেচন করে; ভক্ষণ করে, শব্দ করে; প্রকাশ করে; আটকায়; আগলায়; অধিকার করে; আচ্ছন্ন করে; ইত্যাদি। এখানে অনেকগুলি খাটে।

৯—১২। (ঐ পয়োধর) প্রথমে কুলের মত, পরে নারঙ্গলেবুর সমান ;—মদন দিন দিন অঙ্গের প্রকাশ করিতে লাগিল বা অঙ্গ অধিকার করিতে লাগিল। পেখনু—দেখিলাম।

কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন :—প্রথম বর্ষার মত নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী)—বর্ষা"। এরূপ অর্থ আদৌ হইতে পারে না। হিন্দী "বদরি" শব্দের বর্ষা অর্থ প্রশস্ত নহে। বারিখ—বর্ষা। কোন কোন অঞ্চলে বাদলা দিনকে 'বদ্‌লি' বা 'বদরি' বলিয়া থাকে। বদরী অর্থে বর্ষা হইলেই কি হইবে? "পুনঃ" শব্দের একেবারে লোপ না করিলে "বর্ষা" লইয়া কোন অর্থই করা যায় না। আর প্রথম বর্ষার ভাবভঙ্গীতে যে কি কবিত্ব, তাহা উক্ত মহাত্মারাই বলিতে পারেন। পরবর্ত্তী কবিতাটিতেও ঐ

বিদ্যাপতি কহ তুহু আগেয়ানি।
তুহু একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী।

(২) (19)

(6) দিনে দিনে পয়োধর ভৈগেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥ ০/০25
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥ ৪।
পহিল (৫) বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ। (৬)
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥

দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেখানে যে কি অর্থ, তাঁহারা বোধ হয় তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই।

১৩। আগেয়ানি—অজ্ঞানী, অজ্ঞান।

১৪। সেয়ানী—সেয়ানা বা চতুর; যুবতী। চতুরলোকে ইহাকে দুইএর একত্র যোগ কহে অর্থাৎ শৈশব যৌবনের সম্মিলন বলে। "কো কহে সেয়ানী" এইরূপ পাঠ ধরিলে—কে ইহাকে যুবতী বলে, ইহাতে শৈশব ও যৌবনের সম্মিলন ঘটিয়াছে—এইরূপ অর্থ হইবে।

পদকল্পলতিকায় ঠাকুরাণীর রূপ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় গীত ইহারই পাঠান্তর।

১। ভৈগেল—হইয়া গেল। পীন—স্থূল।

২। মাঝ—কোমর।

৩। দীঠ—দৃষ্টি, বুদ্ধি। অবহি—এখন।

৪। দিল পীঠ—আসন দিল। অন্তকে আসন দিল অর্থাৎ পলাইল। সম্ভবতঃ এইরূপ প্রয়োগ হইতেই "পিট্টান" কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

৫—৮। স্তন প্রথমে কুল (বদরী) পরে নারঙ্গলেবুর (নবরঙ্গ) সদৃশ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইল, অনঙ্গও পীড়ন করিতে লাগিল। আবার পরে উহা টাবা লেবুর মত হইল, (বীজক পোর—বীজপূর—টাবালেবু,)। এক্ষণে কুচ বাড়িয়া শ্রীফলযুগলবৎ হইয়াছে।

সে পুন ভৈগেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখনু রমণী সন্ধান।
ঝাটহি ভেটনু করত সিনান॥
তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥

৯। পেখনু—দেখিলাম। ১০। ঝাটহি—ঝাটে, কান্তারে, নিকুঞ্জে। অধিকরণে বা সপ্তমীতে হি। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তিতে "উরহি" শব্দেও এইরূপ হইয়াছে। কান্তারে দেখিলাম রমণী স্নান করিতেছে। এখানে ঝাট শব্দের ঝটিতি শব্দজ শীঘ্র অর্থ প্রশস্ত নহে। ঝাটসে—পাঠে অর্থ—নিকুঞ্জ হইতে দেখিলাম রমণী স্নান করিতেছে।

১১। তনু—সূক্ষ্ম। শুক—বস্ত্রাঞ্চল, আঁচল।

১১—১২। সূক্ষ্ম অঞ্চল ও বসন শরীর ও হৃদয়ে লাগিয়া গিয়াছে; অথবা, কৃশ অঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে; যে পুরুষ দেখে বা দেখিতে পায় তাহার ভাগ্য।

১৩। উরহি—উরঃস্থলে, বুকে।

১৪। যেন সুবর্ণনির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি চামরে আবৃত হইল।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠ এইরূপ :—

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন। বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবকে মদন বাঢ়াওল দীঠ। শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥
শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ। খত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহ। ফ্র॥
এবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ। উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ॥
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ। দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ॥
তাকর আগে তুয়া পর সঙ্গ। বুঝি করব যৈছে নহ কাজ ভঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুনঃ তোয়। রাধারতন যৈছে তুয়া হোয়॥

(৩)

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥ ৪।
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥ ৮।

১। নয়ন ক্ষণে ক্ষণে কোণ অনুসরণ করে অর্থাৎ দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে বক্র হয়।

৩। দশন ছটাছট—দশন ছটার (সমূহের) ছটা (দীপ্তি) আছে যাহাতে।

৪। "আচা করু বাস" "আগে গহু বাস" এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে গহু—গেল; আচা, 'আচ্ছাদন; বাস, বস্ত্র।

৩—৪। কখনও দন্তরাজির শোভা প্রকাশ করিয়া হাস্য করিয়া থাকে, কখনও বা হাস্য অধর প্রান্তে বাস করে। অথবা কখনও বা মুখে কাপড় দেয়। অর্থাৎ নায়িকা কখনও বালিকার ন্যায় উচ্চ হাস্য করে কখনও বা যুবতীর ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

গৌরাঙ্গ-ভক্ত মহাজন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র এই অংশের ব্যাখ্যা স্থলে লিখিয়াছেন :—

"দ্বিতীয় শ্লোকস্য প্রথমত অট্টহাসাদিনা বাল্যস্য প্রাবল্যং
পরার্দ্ধে বস্ত্রেণ মুখাবরণেন কৈশোরস্য প্রাবল্যং সূচিতম্"।

৫। চৌঙকি—চমকি, শিহরিয়া অর্থাৎ চকিত হইয়া, দ্রুতগমনে প্রয়াস পায়।

৬। মন্মথ-পাঠের প্রথম উপক্রম।

৭। 'হেরি হেরি থোর'।—পাঠও দৃষ্ট হয়।

৭—৮। হৃদয়জ—স্তন। কুচকলির দিকে অল্প অল্প দৃষ্টিপাত করিয়া কখনও উহা অঞ্চলাবৃত করে, কখনও বা বিহ্বল হইয়া থাকে, অর্থাৎ খুলিয়াই রাখে আবৃত করে না।

বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥ ১২।

---

(৪) (21)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥

৯—১০। ভেট—সাক্ষাৎ। জ্যেঠ কনেঠ—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। লখই—দেখিতে এখানে স্থির করিতে। বালিকার শৈশব ও যৌবনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। বড় ছোট স্থির করিতে পারি না। গীতচিন্তামণির পাঠে ও ভণিতায় অনেক বৈলক্ষণ্য। উহাতে বিদ্যাবল্লভের ভণিতা আছে। ১২। তরুণিম—যৌবন।

এই কবিতাটীর নানা পাঠ প্রচলিত। গীত চিন্তামণিতে শেষ কয়েকটী পঙ্‌ক্তি এইরূপ আছে :—

"শশিমুখি ছোড়ল শৈশব দেহে।
ক্ষতদেহ তেজল ত্রিবলী তিন রেহে ॥
অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ ॥
* * * * * * * *
বিদ্যাপতি কহে করু অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ ॥

পদকল্পলতিকার পাঠ অবিকল পদকল্পতরুর পাঠের ন্যায়, কেবল ভণিতাটি গীতচিন্তামণির ন্যায়। উহাতে "বালিকা অঙ্গে লাগিল পাঁচবাণ," বলিয়া গীতটী শেষ করা হইয়াছে।

২। শ্রীকৃষ্ণ সখীর নিকটে রাধার যৌবন প্রাপ্তি বর্ণনা করিতেছেন। ধনি !—এই শব্দে উক্ত সখীকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি ॥ ৪ ।
থির নয়ান অথির কছু তেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল ॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল তাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥ ৮ ।
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥

---

(৫)

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥

৩। কবহু—কখন। কচ—কেশজাল। বিথারি বিথারই,—বিস্তারিত করে।

৪। ঝাঁপয়ে—আবৃত করে। উঘারি, উঘারই—খুলিয়া রাখে।

৫। স্থির নয়ন কিছু অস্থির হইল। পদকল্পতরুতে "কছুর" পরিবর্ত্তে "নাহি" দৃষ্ট হইল; পদকল্পলতিকায় "কভু" আছে। পদামৃতসমুদ্রেও "নাহি" দেখা গেল। এই পাঠে অর্থ—স্থির নয়ন, অস্থির হইল না।

৬। উরজ-উদয় থল—উরোজ বা স্তনের উদ্গমস্থল। নালিম-দেল—রক্তাভ হইল। হয়ত "নীলিম দেল," পাঠ ছিল। "নালিম" শব্দের প্রয়োগ নাই।

৭—৮। চঞ্চল চরণ চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করিল; মদন এ পর্য্যন্ত নিদ্রিত (মুদিত নয়ান) ছিল, এইবারে জাগিল। ১০। আন—এখানে অন্য নহে, আনিয়া। পদামৃতসমুদ্রের পাঠ—"ধৈরজ ধর পিছে মিলায়ব আন"।

গীত চিন্তামণিতে এই কবিতাটি দুই স্থানে (দুইবার) আছে। কোন স্থলেই প্রথমের দুই পঙ্‌ক্তি নাই।

১—২। লোক দেখিলে লজ্জিত হয়, খেলিয়াও খেলে না। সহচরীদিগের মধ্য হইতে দেখিয়াও দেখে না।

শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥ ৪।
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥ ৮।
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে॥ ১২।

৫। সুরঙ্গ—হিঙ্গুল। উত্তম বর্ণবিশিষ্টও হইতে পারে।

৬। বান্ধুলি—বন্ধুক পুষ্প, রক্তবর্ণ পুষ্প বিশেষ।

৫—৬। মুখকান্তি মনোহর, অধর হিঙ্গুলের ন্যায়, দেখিলে বোধ হয় যেন পদ্মের সঙ্গে বন্ধুকপুষ্প ফুটিয়াছে।

৭। "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার", পদকল্পতরুতে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। জনু—যেন; থির—স্থির। আমরা এস্থলে গীত চিন্তামণির পাঠ ধরিয়াছি।

৮। মধুপানে মত্ত হইয়া কি উড়িতে পারিতেছে না; অথবা, মধু কেমন মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, উড়িতে পারিতেছে না।

৯—১০। ভাঙক—ভ্রূর। ভ্রূর অল্প ভঙ্গিমা আছে। যেন মদনের ধনু কাজলে সাজিয়াছে।

১১। দোতিক—দূতীর।

"পীন পয়োধর দুবরি গাতা।
সুমেরু উপরে জনু কনক লতা"।

গীত চিন্তামণিতে এই দুই ছত্র অতিরিক্ত আছে। দুবরিগাতা—দুর্বল গাত্র।

(৬)

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাপয়ে লাজে॥
বালাজন সঞে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই॥ ৪।
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥
কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥ ৮।
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥ ১২।

২। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত, অনাবৃত। ঝাঁপয়ে—আবরণ করে।

৩। সঞে—এখানে সেঁ বা হইতে নহে। সনে, সঙ্গে।

৪। তহি—সেইজন্য (মৈথিলী) ; যখন বালকদিগের সঙ্গে থাকে, (তাহারা তাহাকে) তরুণী পায়, বয়ঃপ্রাপ্ত দেখে, সেইজন্য পরিহাস করে।

৫। ভেটনু—দেখিলাম। ৭। রভস—রহস্য, আনন্দ, বিলাস, বিবরণ।

৮। আনত—অন্যত্র। ততহি—তাহাতে।

৭—১০। কেলি-রহস্যের কথা শুনিতে পাইলে, অন্য দিকে চাহিয়া সেই দিকে কাণ দেয়। যদি কেহ ইহা প্রচার করে (পরচারি) ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্যের সহিত তাহাকে গালি (গারি) দেয়।

গীত চিন্তামণিতে ৩-৪ পঙ্‌ক্তি এইরূপ আছে :—

"বালাজন সঞে বাসে। তরুণী পাই তাহি পরিহাসে"॥

পদামৃত সমুদ্রে

"বালিকা সঙ্গে যব রহ। তরুণি পাই পরিহাস তঁহি করহ"॥

(৭)

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥ ৪।
কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥ ৮।
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥ ১২

১। কিছু কিছু অঙ্কুরের উৎপত্তি বা উদ্গম হইল। এখানে অঙ্কুর অর্থে "উরজ-অঙ্কুর" নির্দ্দেশ করাই বোধ হয় কবির অভিপ্রেত। উরোজ বা স্তনের অল্প অল্প উদ্গম হইল। ২। শৈশবে চরণে চঞ্চলতা ছিল, এক্ষণে যৌবন সঞ্চারে লোচনে চপলতা জন্মিল। ৩—৪। এখন সর্ব্বদা অঞ্চলে হাত থাকে। লজ্জায় সখীগণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

৬। দেখিলে মদনেরও মন বাঁধা থাকে। ৭। তইও—তথাপি। পাঠান্তর "তায়ব কাম হৃদয়ে অনুমান"। ৮। রোয়ল,—রোপণ করিল; স্থাপন করিল। ঠাম—গঠন। স্থানও হয়।

৭—৮। গঠন উন্নত করিয়া ঘট স্থাপন করিয়াছে।

৯—১০। হরিণী যেরূপ (নিবিষ্ট চিত্তে) সঙ্গীত শ্রবণ করে, রমণীও সেই রূপ রসের কথা শুনিবার জন্য মন নিবিষ্ট করে। থাপয়ে, স্থাপয়ে; চিত, চিত্ত; চিত্ত স্থাপন করে অর্থাৎ মনোনিবেশ করে।

১২। কেহই বিজয় বা পরাভব স্বীকার করে না। অবসাদ—অবসন্নতা, ক্লান্তি; এখানে পরাজয়।

বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি॥

---

(৮)

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
করু তুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥ ৪।
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥ ৮।
হাম অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ১২।

১৪। তছু, তস্থ (তস্তপদজাত) তাহার। সে তাহার শৈশব বা শিশু-ভাব ছাড়িতে পারে না। পাঠান্তরে ততু দৃষ্ট হইল।

৩। নেত্রদ্বয় দূতের কার্য্য করিতে লাগিল।

৪। গোপত—গুপ্ত। হাস্তরসের সঙ্কোচ ও লজ্জার উদ্রেক হইল।

৬। সগর—সকল। মস্তক অবনত করিয়া সকল কথা বলে।

৭। কটিক গৌরব—কটিদেশের গুরুত্ব বা স্থূলত্ব।

৮। চলিবার সময়ে সহচরীর কর অবলম্বন করে বা হাত ধরে।

৯। অবধারলু—অবধারণ বা নির্ণয় করিলাম।

১০। শুনিয়া এখন তুমি বিধান কর। যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় কর।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

(২৬)

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ ॥ ৪।
ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সন্বেশ ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভাণ্ডার ॥

২। কো পতিয়ায়ব—কে প্রত্যয় করিবে ? ৩—৪। সুন্দর দেহ অভিনব জলধর সদৃশ। পরিধেয় পীত বস্ত্রও সৌদামিনী সদৃশ। সেহ—তাহাও, উহাও।

৫। ঝামর—কৃষ্ণবর্ণ (প্রথম মিলনের ষষ্ঠ কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য)। কুটিল—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান।

৬। কিয়ে (হিন্দী কেয়া) কি, কেন, কেমন। কেমন চন্দ্রমণ্ডল ও ময়ূর-পুচ্ছের সন্নিবেশ। ৭। জাতকী—জাতী বা মালতী পুষ্প।

৭—৮। জাতী ও কেতকী কুসুমের সুগন্ধে মন্মথ ভয়ে ফুলশর ত্যাগ করিয়াছে। এই পাঠ হইতে ইহা অপেক্ষা কোন সহজ অর্থ করিতে পারিলাম না। পদকল্পলতিকায় এই কয়েক পঙ্‌ক্তি এইরূপ আছে।—

শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সন্দেশ ॥
জাতকী কেতকী কুসুম নিবাস।
তা দেখি মনমথ উপজল হাস ॥
—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, ত্রয়োদশগীত, প,ক,ল।

১০। বিধাতা মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন।

(২)

কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তবধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় ন পারি॥ ৪।
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥ ৮।
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

৩। তবধরি—সেই অবধি। মুগধ—মুগ্ধ।

৫। সাঙন—শ্রাবণ। শ্রাবণ মাসের মেঘের ন্যায় দুই চক্ষুতে জল ঝরিতেছে। শাঙন, শাওন প্রভৃতি এই শব্দের রূপভেদও শ্রাবণ অর্থ বোধক।

৮। রভসে—ঔৎসুক্যে, ঔৎসুক্যবশতঃ। অন্যান্য অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জীউ—জীবন। গীতচিন্তামণির ধৃত পাঠ "পরকি আপন জীউ পরহাতে দেলা"।

৯। সুন্দর চোর কি করে জানি না দেখিবামাত্রই আমার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

১১। আদর—অনুরাগ-চিহ্ন; গেও দরশাই—দেখাইয়া গিয়াছে।

১২। বিছরিয়ে—বিস্মৃত হই। এখানে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করি। যত ভুলিতে চাহি ততই ভুলিতে পারি না।

(৩) 24

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল-যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী বেড়ল মোড়॥

২। শুনিলে স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিবে (মানবি)।

৩—৫। কমলযুগলের উপর চাঁদের মালা, তদুপরি তরুণ তমাল উ[illegible] হইয়াছে—বিদ্যুল্লতা তাহার উপরে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

এ রূপকে পদযুগল কমল, নখরাজি চাঁদের মালা, শ্রীকৃষ্ণের দেহ তরুণ তমাল ও পীতধড়া বিদ্যুল্লতা বলিয়া উপমিত হইয়াছে।

৬। (সে) কালিন্দীর তীরে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

৭। শিখর—অগ্রভাগ। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী।

৭—৮। শাখার অগ্রভাগে সুধাকরশ্রেণী বিরাজিত, তাহাতে অরুণের আভাবিশিষ্ট নব পল্লব রহিয়াছে। এখানে শাখা হস্ত, শাখাগ্র হাতের নখ, নব-পল্লব—অঙ্গুলি।

৯—১২। বিমল বিম্বফল যুগলের বিকাশ হইয়াছে, তদুপরি কীর (শুকপক্ষী) স্থির হইয়া বাস করিতেছে। তাহার উপরিভাগে চঞ্চল খঞ্জনদ্বয় বিরাজমা

এ সখি রঙ্গিণী কহত নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভাল জান॥ ১৬।

---

(৪)

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥ ৪।
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥

তদুপরি 'সাপিনী' মস্তক আবৃত করিয়া আছে। বেড়ল—বেষ্টন করিল। গীত-চিন্তামণিতে "ঝাঁপল" আছে। মোড়,—মোর, মস্তক।

এ রূপকে ওষ্ঠাধর—যুগল বিম্বফল; নাসা—শুকপক্ষী; নেত্রদ্বয়—খঞ্জনযুগ্ম; চূড়া—'সাপিনী'।

১৩। নিদান—কারণ। পাঠান্তরে "কহল নিশান"; নিশান—সঙ্কেত।

১৩—১৪। হে রঙ্গিণী সখি কারণ বল; পুনর্ব্বার দেখিতে কেন জ্ঞান লোপ পাইল?

১৪। গীতচিন্তামণিতে "কাহে" স্থলে "হাম" পাঠ আছে।

১। ওর—সীমা, শেষ, অবধি। ২। নিশাস—নিশ্বাস, বংশী-ধ্বনি।

৩। হঠসঞে—হঠাৎ; বলপূর্ব্বক। পৈঠয়ে—প্রবেশ করে।

৪। তখনি শরীর ও মনু লজ্জায় গলিয়া যায়। অথবা, শরীর ও মন লাগিয়া যায়, লজ্জা লোপ পায়। অনেক পুঁথিতে একার দৃষ্ট হয়, পাঠ—"মাঝে" ও "লাজে"।

৬। পাছে কেহ দেখিতে পায় (সেই ভয়ে কোনও দিকে) চাহিয়া দেখি না। জনি—পাছে। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
যতনহিঁ বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥ ৮।
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥ ১২।

---

(৫)

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আরদিন নাম ধরি মুরলী বাজায় ॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস ॥ ৪।
শুন সজনি ও নাগর শ্যাম রাজ।
মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ ॥ ৮।

৭—৮। গুরুজনের সম্মুখেই ভাবের তরঙ্গ (উঠে, সুতরাং) যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করি। ৯। লহু লহু চরণে—লঘু লঘু, মৃদু মৃদু গতিতে। চলিয়ে—চলি। ১০। দৈবযোগে বিধাতা আজি লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন।

১১। নীবিবন্ধ—কোমরের কসি, বা কটি-বন্ধ।

৩। নিয়ড়ে—নিয়রে, নিকটে।

৬। মূল—মূল্য, মূলধন। বিনু—বিনা। বেয়াজ—ব্যাজ, কুসীদ, সুদ। বটতলার অনেক সংস্করণেই "লাগয়ে" আছে, মাগয়ে নাই। মাগয়ে—চাহে।

৭। বিশেষ আলাপ নাই, অন্য কাজ দেখি অর্থাৎ এক কাজ করি না; সে এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে লিপ্ত থাকি।

আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর ॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস রোল ॥

পূর্ব্বরাগ, সখ্যুক্তি ও সখীশিক্ষাবচনাদি।

(১)

ধনি ধনি রমণি, জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর ॥ ৩।

৯—১০। আমার অঙ্গ দেখিয়া ও নিজের দিকে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া আলিঙ্গন করে। ১১। বৈদগধি-কলা—বৈদগ্ধ কলা, রসিকতাসূচক হাবভাবাদি। অনুপাম—অনুপম, অতুল।

১২। পরিণাম যে বড়ই উৎকৃষ্ট দেখিতেছি।

১৩। আরতি ওর—(১) নিবৃত্তির শেষ সীমা ; (২) অনুরক্তি বা অনুরাগের এক শেষ।

১৪। এই রসের ধ্বনি বুঝিয়াও বুঝিতেছে না।

। ধনি—ধন্য।

২। ঝুরয়ে—অশ্রু মোচন করে। গীতচিন্তামণিতে "ভাবই" পাঠ আছে।

১—২। সকলে (যে) "কানু কানু" করিয়া অশ্রু মোচন করে সে (কানু) তোমার প্রেমে বিহ্বল।

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥ ৭ ।
কেশ পসারি যব তুহুঁ আছলি,
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥ ১১।
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি,
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর ॥ ১৫ ।

৪—৭। চাতককে দেখিয়া মেঘ তৃষ্ণান্বিত হইল (তিয়াসল); চাঁদ চকোরের দিকে চাহিয়া রহিল, তরু লতিকাকে অবলম্বন করিল। আমার মনে ধাঁদা লাগিয়াছে, অর্থাৎ অতীব বিস্ময়জনিত সন্দেহ জন্মিয়াছে। কৃষ্ণের জন্য তোমার কাতর হওয়াই সম্ভব, কিন্তু তোমার জন্য কৃষ্ণের উদ্বিগ্ন হওয়া আমার বিবেচনায় নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়।

৮—১১। তুমি যখন কেশ আলুলায়িত করিয়াছিলে, বক্ষের উপরে আধ-ভাবে বস্ত্র ছিল, (অর্থাৎ বক্ষের অর্দ্ধভাগ অনাবৃত ছিল,) সেই সমস্ত দেখিয়া কানু আকুল হইল; হে ধনি! ইহার কি নিষ্পত্তি করিবে বল?

১৩। জোরহি—জোরই, যুক্ত করিয়া। মোর—(ক) আমার; (খ) মস্তক; এখানে মস্তকে। (১) আমার হাতে হাত দিয়া। (২) মাথায় হাতের উপর হাত রাখিয়া।

১৪। 'কব' স্থলে 'কর' পাঠও দৃষ্ট হয়।

১২—১৭। মাথায় উভয় হস্ত রাখিয়া তুমি কখন হাসিতে হাসিতে দশন দেখাইলে, কখন অলক্ষিত ভাবে হৃদয়ে দৃষ্টি বিস্তার করিলে, আবার দেখিয়া

এতহুঁ নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরি,
জানি তুহু করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহু সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১৯।

---

(২) (32)

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তবে যৌবন যব্‌ সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দকলা সম বাড়ি॥ ৪।
তুহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥

সখীকে কোলে করিলে। সুন্দরি! এ সমস্ত উক্তি তোমাকে বলিলাম—বুঝিয়া বিধান কর। "কহলু" স্থলে "কহল" পাঠও দেখা যায়।

১৮। তুমি হৃদয়-পুত্তলী সে শূন্য কলেবর।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র; ভণিতা স্থলেও গোবিন্দদাস এবং বিদ্যাপতি উভয়েরই নাম আছে।

পদকল্পতরুতে এই পাঠটী দুই স্থলে দুইবার আছে। উভয়ত্র পাঠ প্রায় একই। বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য নাই।

৩—৪। সুপুরুষের প্রেম কখনও ভাঙ্গে না, বরং চন্দ্রকলার সমান দিন দিন বাড়িতে থাকে। বাড়ি, বাঢ়ই—বাড়ে।

৫। নাগরী—সুরসিকা।

তুহু যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ ॥ ৮।
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপগুণবতিকা ইহ বড় কাজ ॥ ১২।

---

(৩)

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে ॥
চান্দ দিনহি দীনহীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা ॥ ৪।
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি ॥

৭। অনুষঙ্গ—অনুকম্পা; তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া বল বা অনুমতি কর।

৮। চৌরি—লুকান, চোরাই। গুপ্ত প্রণয়ে লক্ষগুণ রঙ্গ হয়।

৯—১০। জগতের মধ্যে (জগমাঝ) ঐরূপ সুপুরুষ নাই। আর ব্রজ-সমাজ তাহাতে অনুরক্ত।

২। মাধবকে বধ করিয়া কি সাধ সাধিবে, কি অভিলাষ পূর্ণ করিবে।

৩। দিনহি—দিবসে, একদিনে।

৩—৪। চন্দ্র (এক এক) দিনে দীন হীন হয়, সে আবার (পুন) তদ্বিপরীতে (পালটি) ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। অর্থাৎ প্রতি দিবসে চন্দ্রকলার হ্রাস হয়, কিন্তু মাধব প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষীণ হইতেছে। পুনঃ—আবার; পালটি—ফিরিয়া। এই দুইটী শব্দ পার্থক্যের সূচনা করিতেছে। ৫। বলয়া—বলয়, কঙ্কণ। ফেরি—ফেরই, ঘুরিয়া বেড়ায়; ঢল্‌ক হয়। ৬। বোধ করি কতবার ভাঙ্গিয়া

তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি ॥ ৮।

---

(৪)

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ ॥ ৪।
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল ॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ ॥ ৮
বিদ্যাপতি কহে ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী ॥

গড়াইতে হইবে। "কুসুম বলিয়া পুন ফেরি। ভাঙ্গি বনাওব কত শত বেরি"। এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

৮। হানি—হানই, হানে।

২। তোমা বিহনে কানাই (কান) উন্মত্ত।

৩—৬। কখনও অকারণে হাস্য করে, অস্ফুট বচনে কি বলিতে থাকে, আকুল হইয়া অতিশয় উচ্চশব্দ করিয়া (উতরোল) "হাধিক, হাধিক" বলিতে থাকে।

৮। কেহ ধরিতে পারে না, বা ধরিয়া রাখিতে পারে না।

৯। ভাখী—ভাষা, বাণী।

১০। সাখী—সাক্ষী।

(৫

শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম ॥ ৪।
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী ॥
যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজ পাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ ॥ ৮।
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ ॥

এইটী গীতচিন্তামণির পাঠ, পদকল্পতরুর পাঠ স্বতন্ত্র। পদকল্পলতিকাতেও আর একরূপ পাঠ আছে, তাহার ভণিতা "কবিশেখরের" নামান্বিত।

৩। পহিলহি—প্রথমে। শয়নক সীম—শয্যার প্রান্তে।

৪। গ্রীবা (গীম) বক্র করিয়া আড়চোখে চাহিবি।

৫। পিয়ে, পিয়—প্রিয়। ঠেলবি পাণি—হাত ঠেলিবি, সরাইয়া দিবি।

৯। পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন। মোড়বি—ফিরাইবি।

১০। রভস সময়ে—বিহার কালে।

পদকল্পতরুতে এইরূপ আছে :—

শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ। আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম। হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম ॥
পরশিতে দুহু করে ঠেলবি পাণি। মৌন ধরবি পহু পুছইতে বাণী ॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি। সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাপি ॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট। কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ ॥

এতন্মধ্যে অষ্টম ছত্রে সাধসে শব্দ ভিন্ন প্রায় সকল শব্দই আমাদিগের অবলম্বিত পাঠানুগামী। সাধসে—সাধ্বসে, শঙ্কায়, ভয়ে। গীতচিন্তামণির অন্য এক স্থলে প্রথম কয়েক ছত্র মাত্র দৃষ্ট হইল।

ভনহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥ ১২।

---

(৬)

এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥ ৪।
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥৮।
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী॥
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥১২।

৪।—মূল—মূল্য। সোণা পোড়াইেল দর দ্বিগুণ হয়।

৫—৬। মৃণাল তন্তু অর্থাৎ পদ্মাদির নালে সূত্র (সূত) যেরূপ (টানিলে) বাড়িতে থাকে (সুজনের) প্রেমও সেইরূপ অদ্ভুত—ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। (টুটইতে নাহি টুটে)।

৭। মতঙ্গজ—হস্তী। মোতি—মুক্তা। সকল হস্তীতে গজমুক্তা হয় না। মানি—মানই—মানে অর্থাৎ ধারণ করে। (ধৃত্যর্থক অদন্তচুরাদি মন ধাতু হইতে; ধৃতৌ···ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ)।

১২। প্রেম করি অব বুঝহ বিচারি।—পাঠান্তর। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে সামান্যই প্রভেদ দৃষ্ট হইল।

(৩৭)

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি ॥
কানুহেন ধন, পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি ? ॥ ৪।
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে ॥
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখির গলে ॥ ৮।
দেখায়্যা বদন চান্দে।
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে ॥
তুহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে ॥ ১২।
তাহে হৃদয় দরশি থোরি।
মন করিলি চোরি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি
কানু জিয়াবে কি করি ? ১৬।

৩। "বধিলি" স্থানে "বান্ধিলা" পাঠও দৃষ্ট হইল।

৬। তুমি কবে গিয়াছিলা জলে।—পাঠান্তর।

১১। লখিতে—অবলোকন করিতে। তুই শীঘ্র আসিলি লক্ষ্য করিতে পারিল না। পাঠান্তরে—"তেঁহ ত্বরিতে আওল"। অর্থাৎ সে তাড়াতাড়ি আসিল, (তথাপি) দেখিতে পাইল না, ইত্যাদি।

১৩। হৃদয়—এখানে স্তন। দরশি থোরি—অল্প অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে দেখাইয়া। ১৪। চতুর্দ্দশ ছত্রে "মন করিলি চোর" ও ষোড়শ ছত্রে "কানু জিয়য়বি মোর" পাঠও দৃষ্ট হয়।

(৫৮)

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥ ৪।
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জগাবি॥ ৮।
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥ ১২।

১। মুগধিনি—মুগ্ধে, সুন্দরি। মঝু—আমার।

৩—৪। প্রথমে কেশ বেশাদির বিন্যাস করিয়া বাঁকা নয়ন কাজলে রঞ্জিত করিবে।

৬। বাতাহতবৎ দূরে অবস্থান করিও। অথবা বোবার মত।

গীতচিন্তামণির পাঠ অপেক্ষাকৃত সরল। "যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই। দূরে রহবি জনু বাত না হোই।" গোই—গোপন করিয়া। বাত না হোই—কথা না হয়।

৭। নিয়ড়ে—নিকটে।

৮। জগাবি—জাগাইও, উদ্দীপ্ত করিও।

৯। স্তন আবৃত করিবে কিন্তু স্কন্ধ (কন্দ) (?) প্রদর্শন করিবে।

১০। নীবিহক—নীবিক, নীবির। বন্ধ—বাঁধন। কটীবন্ধ।

১১। কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করিও সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনুরাগও দেখাইও।

১২। আব—আবে, আওয়ে আসে; আগমন করে।

ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথম ভাব।
যে গুণবন্ত সোই ফল পাব।

---

(৩৯)

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ।
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীত॥
সখি হে হাম অব কি বলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব্ রাখব কোই?
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥

৬। রভস—হর্ষ। তাহার সহিত কখন আনন্দ হয় না; রভস শব্দের আরও কয়েকটী অর্থ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী এখানে বেশ খাটে, পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

৯—১০। দরশন মাত্র সে আলিঙ্গন দিবে; যখন জীবন (জীউ) বাহির হইবে (নিকসব) তখন কে রক্ষা করিবে? (রাখব)।

পদামৃত সমুদ্রে "নিকসব" স্থলে "নিকলে" আছে।

১২। তাহার বিলাস ঐরূপ নহে।

(৫০)

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরি মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥

১। সখি তোমায় প্রণাম করি আমায় ছাড়িয়া দাও।

২। ঠাম—ঠাঁই; স্থানে। পিয়া—প্রিয়। কানুক ঠাম—পাঠান্তর।

৩—৪। বুঝিয়ে—বুঝি; জানিয়ে—জানি।

৫। বনায়ত—বানায়, বিন্যাস করে। ১০। গেয়ান—জ্ঞান।

১২। অবকে—এখন, অধুনা। গীতচিন্তামণিতে "আজুক" পাঠ আছে। অর্থ আজকে, অদ্য।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠও এইরূপ, কিন্তু গীতচিন্তামণির পাঠে দুই একস্থলে সামান্য মাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। "হোয়"—এর পরিবর্ত্তে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তোয় পাঠ দৃষ্ট হয়।

(৫১) সখীর উক্তি।

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান॥
নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ॥ ৪।
অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার॥
বিদগধ সেহ তোঁহে তসু তুল।
এক নলে গাঁথা জনু দুই ফুল॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহারে।
এক শরে মনমথ দুই জীব মারে॥

১। আন—অন্য।

২। তুয়া গুণে—তোমার গুণে। লুবুধল—বিমোহিত হইল, সঞ্জাতলোভ হইল। কান—কানাই।

৩। নিয়র—নিকট। আও, আবে—আসে।

৪। বেকতয়—ব্যক্ত করে। লুকাওয়ে—গোপন করে।

৫। অনতহি—অন্যত্র। এতহি—এখানে, এদিকে। নিহার—দেখে।

৬। নয়নের লোভ হইলে কে ফিরাইতে পারে?

৭। বিদগধ—বিদগ্ধ, রসিক। সেহ—সে, কানাই। তোঁহে তসু তুল—তুমি তাহার সমান।

প্রথম মিলন। কৃষ্ণ মিশ্র

(৪) ৪২

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপনু ধনি রাই॥
কমলিনী—কোমল কলেবর।
তুঁহু সে ভোখিল মধুকর॥ ৪।
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর জনু সরোরুহ॥ ৮।
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥ ১২।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু॥

৪। ভোখিল—(ভুখা) ক্ষুধার্ত্ত।

৬। পাঁচবাণ—মদন। পঞ্চবাণ যেন ভুলিও। অর্থাৎ মদনের উত্তেজনা ভুলিয়া ধীরভাবে রসালাপ করিও। ইহা অপেক্ষা সহজ অর্থ করিতে পারিলাম না।

৭। পরবোধি—প্রবোধিয়া। পরশিহ—স্পর্শ করিও।

৯। মোতিম—মুক্তা।

৯—১০। মুক্তাহার গণিবার ছলে কুচভার স্পর্শ করিবে।

১৪। অল্পে অল্পে মদন সহাইও।

বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে ॥ ১৬।

---

(২) 43

একে ধনি পদুমিনী সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করু না কোটী ॥

১৬। দোতিক—দূতীর।

দূতী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রাধিকাকে সমর্পণ করিবার সময় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটী বলিতেছেন। পাঠান্তরে ইকার ওকারাদি ভিন্ন কোন প্রভেদই দৃষ্ট হইল না।

১৫—১৬। তোমার পদে দূতীর মিনতি বিদ্যাপতি কবি গায়িতেছেন।

১। পদুমিনী—পদ্মিনী। সহজহি—সহজে, স্বভাবতঃ। ছোটি—ছোট।

২। অনেকে "করে ধরইতে করে করুণা কোটী"—পাঠ ধরিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারা কোটী অর্থে কোটী প্রকারে বা অশেষ প্রকারে ও করুণা অর্থে কাতরতা প্রকাশ বুঝিয়াছেন; ফলতঃ অনেক স্থলেই "করে ধরইতে কত করু না কোটী" এবং কোথাও কোথাও "না করু কোটী" পাঠ দৃষ্ট হইল। "না" শব্দের এইরূপ প্রয়োগ অপ্রচলিত নহে। কোটী, কোটি—কোটি, (কুট—ঞ, কুটিলতা)। হাত ধরিতে কতই না কুটিলতা করে। গীত চিন্তামণির পাঠ "করে কর হৈতে কত বঞ্চনা কোটি"। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা এই রূপ—"প্রথমতঃ পদ্মিনী তত্রাপি তন্বঙ্গী অতএব করস্পর্শে শোকস্থায়ি ভাবক করুণরসাবির্ভাব কোটয়ঃ কতিপয়া ভবন্তি"।

পরবর্ত্তী অনেক পদেই করুণা অর্থে কোথাও দীনা, শোকার্ত্তা; কোথাও বা কাতরতা, দীনতা বা শোকার্ত্তিতা দৃষ্ট হইবে। উভয় অর্থই সঙ্গত। হাত ধরিতে কতই কাতরতা প্রকাশ করে।

হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল ॥ ৪।
বালি—বিলাসিনী, আকুল— কান ॥
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান ॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ ॥

৩। হঠ—বলপ্রকাশ। পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন। বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে গেলে "না, না" বলে।

৪। হরি ডরে সিংহের ভয়ে, (পক্ষে কৃষ্ণের ভয়ে) ; হরিণী—মৃগী, (পক্ষে তরুণী, রাধা)। কোন টীকাকার হরিণী অর্থে হরিপ্রিয়া লিখিয়াছেন ! ! ! হরি-হরিণী, রঘু-রঘুণী প্রভৃতির প্রচলন হইলে কোন কোন পণ্ডিতের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু এখনও অতটা হয় নাই, সে শুভদিন আসে নাই।

ডোল— ডোলই, দোলই, দোলে, কম্পিত হয়।

সিংহ ভয়ে মৃগীর ন্যায় হরিভয়ে তরুণী হরির হৃদয়েই কাঁপিয়া উঠিলেন।

৫। বালি বা বালী—বালা, বালিকা। বিলাসিনী বালিকা ; কানাই আকুল (অধীর বা অস্থির)।

৬। মদন কৌতুকী কিয়ে—মদন কেমন কৌতুকী ! (১) বলপ্রকাশ মানে না, অথবা (২) পশ্চাৎপদ হইতে চাহে না।

৭। অঞ্চল—প্রান্ত। অঞ্জন পাঠও দৃষ্ট হইল। নয়ন প্রান্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল।

৮। নিদ্রিত (মুদিত-নয়ান) মদন জাগরিত হইল।

পদামৃত সমুদ্রে প্রথমেই মধ্যের দুই ছত্র এই রূপ আছে—"বালি বিলাসিনি আকুল কান। মদন কৌতুকি কিএ নাহি মান"।।

(৩)

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মূরতি জনি নাচল পিছারে॥৪।
কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত॥

১। পহিল—প্রথমে; পিয়াক—প্রিয়তমের।

২। লজ্জা ও ভয়ে হৃদয় আকুল হইল।

৩। ঠাঢ়ি—স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া। আগুসারে অগ্রসর হয়।

৩—৪। রাই স্থবর্ণময়ী মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, অগ্রসর হইল না, পশ্চাদ্দিকেও চলিল না।

৫—৬। প্রভু দুটী হাত ধরিয়া নিকটে বসাইল, ধনী ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ লুকাইল।

৭। খোলি—খুলি, খুলিয়া।

৮। সরমহি—সরমে, লজ্জায় সপ্তমী স্থানে হি, (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

১০। হরখিত—হরষিত, আনন্দিত।

(৪)

সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পাণি ॥
ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনা মলিন ভেলি ॥৪।
"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর ॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি খোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি ॥ ৮।
আঁচল লেই বদন পর ঝাপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার ॥ ১২।

১। পরবোধিয়ে,—প্রবোধিয়া, প্রবোধ দিয়া বা বুঝাইয়া।
"পরবোধি সযতনে"—পাঠান্তর। গীতচিন্তামণির পাঠ—"পরবোধি সে যতনে"। আনি—আনই, আনে।

২। পিয়া—প্রিয়। হিয়—হিয়ায়, হৃদয়ে। হরখি—আনন্দিত হইয়া।

৪। বিধুর কোলেও কুমুদিনী মলিন হইল!

৫—৬। "না না" বলিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া জলধারা ঝরিতে লাগিল, রাই শয্যার এক প্রান্তে শয়ন করিয়া রহিল।

৭। বিনি খোরি—না খুলিয়া। বিনা খোরি—পাঠেও ঐ অর্থ। তবে—নীবিবন্ধবি না খোরি—এইরূপ পড়িলে আরও ভাল হয়। বি=ও।

৮। সেহ ভেল থোরি—তাহাও অল্প হইল।

৯। আঁচল লইয়া মুখ আবৃত করে। "পর" স্থলে "উর" পাঠও দেখা যায়। তাহা হইলে মুখ ও বুক ঢাকে।

১২। মদনের অধিকার দিনে দিনে হয়; একেবারে হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়।

(৫)

বালা রমণী—রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ ৪।
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি এক কর ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥ ৮।
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহে মুরারি।
তুহু রস সাগর, মুগধিনী নারী॥ ১২।

৩। শুতায়ল—শোয়াইল, শয়ন করাইল। মেলি মিলিয়া।

৫। মোড়ই—মোড়ে—আবৃত করে। কোরে—কোলে।

৬। নিধুবাবুর গানে—"ভুজঙ্গ-শিশু যেমন মন্ত্রৌষধি মানে না"। কাল ভুজঙ্গ পাঠও দৃষ্ট হয়, উহা প্রশস্ত নহে।

৭। বেরি এক—একবার। ধনী একবার চক্ষু বুজিয়া থাকে।

৮। যথা ভারত চন্দ্রে—"রোগী যেন নিমখায় মুদিয়া নয়ন"।

১২। মুগধিনী—মুগ্ধা, অজ্ঞান। তুমি রসের সাগর, রমণী অজ্ঞান। পদকল্পলতিকায়—দ্বিতীয় পঙক্তির পরে ও তৃতীয়ের পূর্ব্বে এই দুইটী পঙক্তি অধিক আছে:—

"সুখ নাহি পায়ল বেদন সার। গুরুয়া ভোখে জনু থোর আহার॥" পদকল্পলতিকার ভণিতার পরে—"শুন বরকান, বালা রমণী উহ, তুহু রসিক সুজান॥"—আছে।

(৬)

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥ ৪॥

১। সাঙরি—সোঙরি, স্মরণ করিয়া। ঝামরি—(এখানে ভক্ষণার্থক ঝাম ধাতু হইতে) উপভুক্ত সুতরাং নিষ্পেষিত বা বিমর্দ্দিত; ঝামরি-দেহা—নিষ্পেষিত হইয়াছে দেহ যার। ঝামর বা ঝামরি শব্দের অর্থ—দলিত, মর্দ্দিত, শুষ্ক, মলিন, ঝামার ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ। সাঙরি অর্থে শ্যামলও হয়।

২। নয়লি—নওল—নূতন। ৩। সুরঙ্গ—হিঙ্গুল; সুন্দর।

৩। পঙার—প্রণালী। এই শব্দের অর্থ 'প্রবাল'ও হয়। বস্তুতঃ 'শ্রাবণ' শব্দের অপভ্রংশে যেরূপ 'সাঙন' শব্দ হইয়াছে, প্রবালের অপভ্রংশে সেইরূপ 'পঙার' হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "প্রণাল" শব্দ হইতেও "পঙার" হইয়াছে, তাহার অর্থ পয়ঃপ্রণালী। অদ্যাপি মৈথিলীতে 'পণার' ও বাঙ্গালায় "পগার" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

"রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার"—২৬৬
"নয়ন লোরে বহল পঙার"
"বসন লুটা এল সুরঙ্গ পঙারে''—বিদ্যাপতি।

—58 P. part II. Journal, A. S. B. Ex. No. 1882, প্রভৃতি স্থলে প্রবাল অর্থ কোন ক্রমেই খাটে না। আবার পদকল্পতরুতে—

"দুধক পরশে, পঙার ধবল ভেল"—২৫৭।
"নাসা তিলফুল, অধর পঙারকুল''—১০৬০।
"পঙারক মাঝে গাঁথল গজমোতি"—২৮৫৫॥

প্রভৃতি অংশে পঙার অর্থে প্রবাল ভিন্ন অন্য কিছু খাটে না। এখানে "প্রবাল" অর্থই প্রশস্ত। "পাঙার"—পাঠ পাইলে পাংশুবর্ণ, অর্থ করা যাইত, কিন্তু সেরূপ পাঠ পাইলাম না।

৩—৪। সুন্দর অধর যেন রসশূন্য প্রণালের মত দেখাইতেছে। অর্থাৎ যে অধর সর্ব্বদাই রসসিক্ত থাকিত এখন তাহা জলশূন্য প্রণাল-বৎ রসহীন ব

রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি তুহু পূরবক পুণে॥৮।
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

---

(৭)

কি কহব রে সখি রজনী কি বাত।
বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে বদন দিয়া বধয়ে পরাণ॥ ৪।

শুষ্ক হইয়াছে। অথবা—হিঙ্গুলের ন্যায় সুলোহিত অধর, যেন নীরস প্রবালের ন্যায় দেখাইতেছে।—এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

৫। রঙ্গ—রমণীয়। গোর—গৌর, লোহিত।

৬। ধরল—রাখিল, "রাখা" অর্থে "ধরা" এখনও অনেক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অদ্যাপি "কোথায় রাখিব?" না বলিয়া অনেক স্থানে লোকে "কোথা ধরিব?" বলে। ধৃ-ধাতুর স্থিতি অর্থ সংস্কৃতে প্রশস্ত।

৬। যেন সোনার কটোরা (বাটী) মাজিয়া রাখিয়াছে।

৭—৮। এক মাত্র গুণের নিমিত্ত তুমি প্রিয়তমের নিকটে গমন করিও না। অথবা—গুণে—ত্যাগে। একবার ছাড়া পাইয়াছ বলিয়া সে প্রিয়ের নিকটে আর যাইও না। তুমি পূর্ব্বের পুণ্যফলে ফিরিয়া আসিয়াছ। পুণে—পুণ্যে। এই কবিতায় "সুরঙ্গ" অর্থে "রঙ্গ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। গোঙায়নু—যাপন করিলাম।

নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার ॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান ॥৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুহু মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি ॥

---

(৮) (৪৭)

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর রাজ ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥৪।
হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি ॥৮।

৫। পরচার—প্রচার।
৮। তবু নাহি মান—তবু শুনে না।
৯। মুগধিনী—অজ্ঞান। লুবধ—লুব্ধ, লোভী।

১—২। সখি কি বলিব, সে নাগররাজ যাহা করিল, বলিতে লজ্জা করে।
৩। মঝু—আমার। পহিল—প্রথম, নূতন।
৪। দোতি—দুতী।
৬। সেই লুব্ধমতি তাহার উপর আক্রমণ করে।
৭। বেলি—বেলায়, সময়ে।

হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহঁ সঙ্গিনী সমাজ॥
জানসি তব্ কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি॥১২।
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥

---

(৯)

পুছমো এ সখী পুছমো তোয়।
কেলিকলা রস কহবি মোয়॥
কেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলকা মিটি গেলহি দূর॥৪।

৯। নাহ—নাথ, পতি। হঠ করি—জোর করিয়া।

১০। এই সঙ্গিনীগণের নিকটে সে কথা আর কি বলিব? "সখিনী" পাঠও অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হইল।

১১। জান, তবে কেন জিজ্ঞাসা কর? পুছারি—(প্রচ্ছ ধাতুজ)—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।

১২। ধনি—ধন্য। যে তাহাকে দেখিয়া স্থির থাকে সেই ধন্য।

১৪। প্রথম বিলাস ঐরূপই হইয়া থাকে।

১। পুছমো—(প্রচ্ছধাতু লট্ মস্, পৃচ্ছামঃ-শব্দজ) জিজ্ঞাসা করি। এখানে এক বচন, সুতরাং পৃচ্ছামি।

৪। মিটি—মিট্‌টি, মৃত্তিকা, মাটী। অথবা, মিটিয়া, মুছিয়া।

কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥ ৮।
আলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥ ১২।

---

(১০)

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ বয়স হাম কানুসেঁ তরুণা।
অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা॥৪।
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি॥

৫। পদকল্পলতিকায়—"কুন্তলকুসুম সব" পাঠ আছে।

৬। ভিন ভিন—ছিন্ন ভিন্ন। ৭। অবুঝ—নির্ব্বোধ; অবুধ পাঠও আছে।

৮। হায় হায় শম্ভু ভগ্ন হইয়া গেল।

৯। আলসহি—আলস্যে। ১০। বা—বাতাস। ১২। রসিক মুরারি সর্ব্ব রস গ্রহণ করিয়াছে। পদকল্পলতিকায় "লুটল" পাঠ আছে।

২। তাক পরবোধে—তাহার প্রবোধে, তাহার আশ্বাস বাক্যে।

৩। কানুসেঁ তরুণা—কানু অপেক্ষা বয়সে ছোট।

৪। করুণা—(করুণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে) কোমলা। অতিহু—অতিশয়।

৫। যামিনী—রজনীতে। লুপ্তসপ্তমী; পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥

দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় মঝু উঠল কাঁপি ॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই ॥

অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
তুহু সচেতনী লুবধ মুরারি ॥

৭। বল প্রকাশে রস হইল। আমার জ্ঞান হরণ করিল, বা আমি জ্ঞান হারাইলাম। হয়, হাম অর্থে আমার, না হয়, হরল—ণিজন্তার্থক—হারাইলাম।

১০। আমার হৃদয় তখন কাঁপিয়া উঠিল। মঝু—আমার। পদকল্পলতিকায় মাঝে আছে।

১১—১২। কাঁদিয়া (রোই) নয়নে বারি দেখাইলাম, তথাপি কানু নিবৃত্ত হইল না। উপশম—নিবৃত্তি।

১৩। মন্দা—দুষ্ট; কৃষ্ণের প্রতি তিরস্কারোক্তি। শঠ আমার অধর রসহীন করিয়া দিল।

১৪। রাত্রি যোগে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ছাড়িয়া দিল। রাহু গরাসে নিশিতে জনু চন্দা"—এরূপ পাঠ কোন কোন পুস্তকে পাওয়া গেল।

১৫—১৬। কুচযুগে নখ-প্রহার করিল (দিল); কেশরী যেমন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করে।

১৮। তুহু সচেতনী—তুমি সংজ্ঞা বিবর্জ্জিত হও নাই।

(১১)

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই।
সো রস সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাই হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন লতা জনু দংশল হাতী॥ ৪।
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছল কত পূরবক ভাগি।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল, পহিল সম্ভেদ॥

---

(১২)

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥

১। গোই—গোপন করিয়া, বুজাইয়া, সঙ্কুচিত করিয়া। শাতি—শাস্তি।

৪। মদন-লতা—ধুতুরাগাছ, ময়নাগাছ, কণ্টক বৃক্ষ বিশেষ। দংশল—দংশিল, ভক্ষণ করিল। হাতী বা হস্তী যেন মদন-বৃক্ষ ভক্ষণ করিল। উক্ত বৃক্ষের কণ্টকে হস্তীর ক্লেশ মাত্র সার হইল, ভোজন সুখ হইল না।

৫—৬। অনুকূল নাগর আবার কতই কাকুতি করিল, তথাপি আমার পাপ হৃদয় ভুলিল না "সদা পরাঙ্গনা-পরাঙ্মুখত্বং"—প্রভৃতি অনুকূল নায়কের লক্ষণ। অথবা কত অপ্রতিকূল বচনে কাকুতি করিলাম, তথাপি সেই পাপ হৃদয় (নায়ক) আমাকে ভুলিল না; কিম্বা, তবু সে পাপহৃদয় যে আমি, আমাকে ভুলিল না;—প্রভৃতি অর্থও হয়।

৭—৮। আমার কত পূর্ব্বের ভাগ্য ছিল, তাহারই ফলে ফিরিয়া আসিয়াছি

১০। সম্ভেদ—মিলন।

সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই ॥ ৫।
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই ॥ ৮।
কি বা সে বচন অমিয়া-মিঠ।
ভাওর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ ॥
সো ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে ॥ ১২।

(১৩)

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে ॥

৫। ছন্দ—প্রকার।
৬। রভসে—আনন্দে। অন্যান্য অর্থ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।
৭। সোই—সে।
৮। মোই—আমাতে, এখানে আমার।
৯। অমিয়া-মিঠ—অমৃতের সমান মিষ্ট।
১০। ভাওর ভঙ্গিম—ভ্রূভঙ্গী। দিঠ—দৃষ্টি।

১। জীউ—জীবন।
২। যেন নব কমলের উপর ভ্রমর বসিয়াছে। করু ঝাঁপে—আচ্ছাদন করিয়াছে, আক্রমণ করিয়াছে।

টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পণার ॥৪।
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম ॥৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ ॥

---

(১৪) (৮৩)

এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ ॥
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে ॥৪।

৩। গীমক—গ্রীবার, গলার। মোতিমহার—মুক্তাহার।

৪। কেমন সুন্দর প্রণাল রুধিরে ভরিয়াছে! প্রথম ছত্রের সহিত এই ছত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৃতীয় ছত্র স্বতন্ত্র, নতুবা রূপক স্পষ্ট হয় না। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

১০। আগুণে পুড়িলে আবার আগুণের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ দগ্ধ স্থান অগ্নির উত্তাপে ধরিলে জ্বালা কমিয়া যায়, ইহাই প্রসিদ্ধি।

১। জনি—যেন না। "জনির"—যেন, পাছে, যেন না, যদি প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ পাওয়া যায়। পাঠান্তর "লইঞা না যাহ"।

২। বালী—বালা, বালিকা, তরুণী। গীতচিন্তামণির পাঠ—"মুঞি অতি বালিক অবনত নাহ"। "অনুরত নাহ" পাঠও দৃষ্ট হয়। আরত—রতি বা আসক্তি বিশিষ্ট, অনুরক্ত। নাহ—নাথ।

৩—৪। জীউ—জীবন। কাঁচা—যাহা ফুটে নাই। ঝাঁপ—আক্রমণ

দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর ॥
মাই হে কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি ॥৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভান।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান ?

---

(১৫)

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ ॥
আজু ধনী পেখনু বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত ॥ ৪।
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখি ॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা।
মিললহু চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা ॥৮।

৫। ঝাঁপল—ঢাকিল। চীর—বস্ত্র। ৬। ডগমগ—টলটল।

৭। মাই হে—মাগো ; আক্ষেপ উক্তি। জীবের কি শাস্তি সহ্য করিতে হয়। "মো ইছে কি"—এরূপ পাঠও দেখিলাম। অর্থ—আমার ইচ্ছায় কি।

৮। পাপ রাত্রি কোন্ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছে ?

৯। ভান—ভাব। তখনক—তদানীন্তন, সেই সময়ের।

১০। প্রভাত হয় কে দেখিতে পায় না ? গীতচিন্তামণিতে ভণিতা নাই।

৬। সাখি—সাক্ষী, এখানে সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ পাইল, দেখিতে পাইল। মদন মহোদধি—কাম-কুণ্ড, কন্দর্পের সাগর।

৭। চুম্বনের সময় মুখ ফিরায়, বা বক্র করে। বঙ্কা—বক্র।

৮। চাঁদ যেন পদ্মকে অঙ্কে পাইল। পদ্ম যেমন চন্দ্র সমাগমে সঙ্কুচিত হয়, রমণীও সেইরূপ নাগর-সমাগমে সঙ্কুচিত হইল। মিললহু—মিলিল।

নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভাণ্ডারক চোরি॥
ফুয়ল বসন, হিয়া ভুজে বহু সাঠি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি॥ ১২।
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি॥

(১৬)

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিচারি।
বড় তুহু ঢীট বুঝলু বনমালি॥ ৪।

৯। গোরী, গোরি—সুন্দরী।

১০। মদন ভাণ্ডারের চুরি জানিতে পারিল। গীতচিন্তামণিতে "ঠোরি" পাঠ দৃষ্ট হইল।

১১। ফুয়ল—আলুলায়িত উন্মুক্ত। সাঠি—সাঁটিয়া, দৃঢ় করিয়া।

১১—১২। কাপড় খোলা, কিন্তু হাত দিয়া বুক খুব আঁটিয়া রহিয়াছে। রত্ন বাহিরে—কিন্তু, আঁচলে গ্রন্থি (গাঁঠ বা গেরো) দিতেছে।

১৪। তলপ—তল্প, শয্যা। তেজি—তেজই, ত্যাগ করে। নবম পংক্তির "গোরী" এই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা। পরিরম্ভণ বেরি—আলিঙ্গন সময়ে। তল্পের গৃহ এবং ভার্য্যা অর্থও খাটান যায়। গীতচিন্তামণিতে এই ভণিতা নাই।

৪। বনমালী (বনমালিন্!) বুঝিলাম তুমি বড় শঠ।

হামারি শপথ যদি হেরহু মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সহুব হি হামার পরাণ॥ ৮।
কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি খাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥১২।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥

---

(১৭)

রতি সুবিশারদ তুহু, রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান॥

৫। মুরারি যদি দেখ আমার দিব্য। ৬। আমি ধীরে ধীরে গালি পাড়িব।

৭। আনন্দে বিহার কর দেখিয়া কাজ কি? কাম—কার্য্য, কাজ।

৮। আমার প্রাণে তাহা সহিবে না। ৯—১০। এমন ব্যাপার কোথাও শুনি নাই, দীপ জ্বালিয়া লইয়া বিহার করে!

১১—১২। নিশ্বাস ফেলিলে পরিজন শুনিতে পাইবে। পরিজন সমীপে ধীরে ধীরে বিহার করিও। শুনি শুনি—আসিতেছে বা নড়িতেছে কি না শুনিয়া শুনিয়া। তেজব—ফেলিবে।

এইটী ও ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সাতটী কবিতা বিদ্যাপতির রচিত কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে এই সংগ্রহটী পাছে অসম্পূর্ণ থাকে এই ভয়ে এগুলিও সংগৃহীত হইল।

১। তুমি রতি বিষয়ে পণ্ডিত, মান রক্ষা কর।

২। বাঢ়িলে—পূরিলে, পূর্ণ হইলে। তোহে—তোমাকে।

এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস ॥ ৪।
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি ॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নখ রেহ হরি রস জানি ॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত ॥

---

(১৮) (৩৭)

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বর নারী ॥
তুঁহুত নাগর গুরু হাম অগেয়ান।
কেলি কলা সব তুহুঁ ভালে জান ॥ ৪।

৩—৪। এখন অল্পরসে আশা পূর্ণ হইবে না, অল্পজলে তোমার পিপাসা যাইবে না।

৫। নিতি—নিত্য, প্রতিদিন। প্রত্যহ যদি অল্প অল্প চাহ।

৬। প্রতিপদের চন্দ্রকলার সদৃশ রীতি, অবলম্বন কর।

৭—৮। ক্ষুদ্র পয়োধরে হাত (পাণি) পূরিবে না। রস বুঝিও, নখের রেখা দিও না। অর্থাৎ তাহাতে নখাঘাত করিয়া রস-হানি করিও না।

১। হঠ—বলপ্রকাশ। লুবধ—লুব্ধ, সঞ্জাতলোভ।

২। তোমার অনুরাগে রমণী জীবন ধারণ করিতে পারে না।

ফুয়ল কবরী মোর টুটল হার।
হাম অবুঝ নারী তুহুঁ ত গোঙার॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান॥ ৮।

---

(60) (১৯)

চানুর মরদন তুহু বনমালী।
শিরীষ কুসুম হাম কমলিনী নারী।
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।
করি করে সোঁপল মালতী মাদ॥ ৪।
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥

৫। ফুয়ল—এলাইল, খুলিয়া গেল। টুটল—ছিঁড়িয়া গেল।

৬। গোঙার—অবিবেচক, কাণ্ডজ্ঞানহীন। অবুঝ—অবোধ।

৮। রোগী যেমন ঔষধ পান করে, (তুমিও সেইরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বে বিলাস কর)।

১। চানুর-মরদন—চানুর-মর্দ্দন, চানূর বা চাণূর নামক দৈত্যকে যিনি দমন করিয়াছেন।

২। আমি পদ্মিনী রমণী শিরীষ কুসুম (সদৃশ কোমলা)

৪। মালতী মালা যেন হস্তীর শুণ্ডে সমর্পণ করিয়াছে। মাদ—মাল, মিলের অনুরোধে দ, কবি প্রয়োগ; মালা।

৫। নিরঞ্জন—অঞ্জনশূন্য, অঞ্জনত্ববিহীন।

৬। ভিগি—ভিজিয়া।

বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম ॥ ৮।
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ ॥
রসবতী নাগরী রস মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ ॥১২।

---

(২০)

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
করে ধরইতে কত করু না কোটী ॥
কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
নাহ গেহে সখি শুতায়ল বোধি ॥ ৪।

৭—৮। হে সুরসিক মাধব তোমাকে প্রণাম করিতেছি, অবলাকে বলি-দিয়া কামের পূজা করিও না ॥

১০। অন্য দিবসের জন্য জীবন রক্ষা কর।

১১। মরিযাদ—মর্য্যাদা, সীমা।

১। বোলন—(বোঢ়্ শব্দজ) বর ; নাগর। অথবা (বলবৎ শব্দ হইতে) —বলবান্। (ক) নাগর রসজ্ঞ, বিলাসিনী ছোট। কিম্বা (খ) রসিক বলবান্ বিলাসিনী নিতান্ত ক্ষুদ্র। অর্থাৎ বিলাসিনী রসনভিজ্ঞা ও শিশুভাবাপন্না, নাগর সুরসিক।

২। প্রথম মিলনের দ্বিতীয় গীতে এই ছত্র আছে। তট্টীকা দ্রষ্টব্য। পাঠা-ন্তরে "মেরুল মিলায়ে দিলহি ধন কোটি"।—দেখা গেল।

৩—৪। সখী কত প্রবোধ দিয়া (পরবোধে) অনুরোধ করিয়া আনিল নাথের গৃহে বুঝাইয়া (বোধি) শয়ন করাইয়া গেল। (শুতায়ল)।

শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই ?
আঁচরে ঝাপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই॥ ৮।
লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাচে।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে॥ ১২।
দরশন পরশন দ্বয় অনিবারে।
মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে॥
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট॥
অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ॥ .৬।

৫। ধনী অতি ক্ষীণ বা সঙ্কীর্ণ হইয়া মুখ ফিরাইয়া (বিমুখে) শয়ন করিল ;

৬। বাহুড়াব—ফিরাইবে। কোই—কে। ৭। গোই—গোপন করিয়া ; ধরু—ধরে। ৮। বাদলের বা বর্ষার ভয়ে শশী ব্যক্ত বা প্রকাশিত হইল না।

৯। লগ—(১) বাক্য ; (২) নিকটে, কাছে। বাক্য নিঃসরন হয় না, কথাও শুনে না। অথবা—কাছে সরিয়া আসে না, কথাও শুনে না।

১০। আর বার বার হাতে হাত যোড় করে।

১১। দুই হাতে চাপিয়া জীবন ধন সঞ্চিত করিয়া রাখে, অর্থাৎ লুকাইয়া রাখে অন্য কাহাকেও হাত দিতে দেয় না।

১২। কুচ-কঞ্চুলিকা বিফলে বন্ধন করে। কাঁচে—কঞ্চন করে, বাঁধে ; কন্‌চ বা কানচ্‌ ধাতু (ভ্বাদি আত্মনেপদী) অর্থে বন্ধন করা। হাতেই যখন ঢাকা রহিল তখন কাঁচুলী আঁটা বিফল বা বাড়ার ভাগ।

১৪। মুহির—কন্দর্প। অনিবার দরশন ও স্পর্শ এই দুই (কারণে বা শঙ্কায়) মদনকে যেন রত্নভাণ্ডারে লুকাইয়া রাখিল।

১৫—১৬। এতদিন সখীরা কেবল সঙ্গিনী ও সহচারিনী ছিল, এখন হইতে মদন পাঠ পড়াইবে। ঠাট—অনুচর-শ্রেণী, সৈন্যশ্রেণী।

বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি ॥

---

(২১) (62)

পরিহর, মনে কছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয় ॥৪ ॥
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ ?
তিল এক মুদি রহু দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান ॥ ৮।
চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার ॥

১৮। তরসি—বলে, বসপূর্ব্বক। অথবা, তরস্বী—বলবান, বলিষ্ঠ ঠেলি—ঠেলই, ঠেলে।

১। পরিহর—ত্যাগ কর। এই রূপ"মাপকর," "ক্ষমা দাও," "ছেড়ে দাও" প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম্য উক্তি এখনও নানাস্থানে প্রচলিত আছে। তরাস—ত্রাস।

২। সাধস—সাধ্বস, ভয়। চলু ইত্যাদি—প্রিয়তমের নিকটে চল।

৩—৪। তোমাকে বলিলাম—দুর্ম্মতি দূর কর, দুঃখ বিনা কখনও সুখ হয় না।

৭—৮। পূর্ব্বে ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৯। শিঙ্গার—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ১০। এহিসে—ইহাই।

(২২)

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয়॥
তুহুঁ রস আগর নাগর ঢীট।
হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ॥
রস পরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ॥
অসময়ে আশ না পূরই কান।
ভাল জন না করে বিরস পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।
ফলহুঁ না মিঠই হোয়ত কাঁচ॥

১—২। হে হরি, যদি বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী হত্যার পাতক হইবে।

২। তিরিবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। লাগয়ে—লাগিবে, হইবে।

৩। রস-আগর—রসে অগ্রগণ্য, অগ্রণী রসিক। ঢীট—চতুর শঠ।

৪। তীত—তিক্ত, "তেতো"। মীঠ—মিষ্ট। রস তিত কি মিঠা আমি বুঝি না।

৫। মঝু—আমার। কাঁপ—কম্পন। রসের প্রসঙ্গে আমার হৃৎকম্প হয়।

৬। যেন হরিণী বাণে, অর্থাৎ বাণবিদ্ধ হইলে, লাফাইয়া উঠে। ঝাঁপ—ঝম্প, লম্ফ। মৈথিল ক্রিয়া "ঝাঁপই" হইতে লুকান অর্থও হইতে পারে। এখানে তাহা প্রশস্ত নহে। কয়ল—করিল, এখানে কয়লহি, করই, করে।

৭। হে কানাই অসময়ে আশা পূর্ণ হয় না। কান—কানাই। কাম পাঠে অর্থ—অসময়ে কাম আশা পূর্ণ করে না।

৮। ভাল লোকে পরিণাম বিরস করে না।

৯। সাঁচ—সত্য, ঠিক। ১০। কাঁচ—কাঁচা, অপক্ক।

১০। অপক্ক ফলও মিষ্ট হয় না।

(২৩)

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ॥
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেও ত জীবন হামার॥ ৪।
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি রণ ভীর॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপধনে দারিদ তিয়াস॥ ৮।
মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অনুকূল॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম॥ ১২।
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান॥

১—২। গুরু, পাঁচ-বাণ বা মদন, তরল নয়ন শরের অস্থিরসন্ধান নূতন শিখাইয়াছে (নবীন শিখায়ল)। তরল—চঞ্চল।

৩। অগেয়ানে—অজ্ঞানে। কোন—কে।

৪। আমার জীবন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিও না।

৫। আরতি—এখানে আগ্রহ প্রকাশ। চীর বস্ত্র।

৬। রতি রণ ভীর—রতি সমর ভয়ে কাতর। ভীর,—ভীরু, ভীত।

৭। লেশ না পূরব—লেশ মাত্রও পূরিবে না। ৮। দারিদ—দরিদ্র। তিয়াস তৃষ্ণা, পিপাসা। অল্প ধনে দরিদ্রের তৃষ্ণা মিটে না।

৯। মাধবি—মাধবে, বৈশাখ মাসে বা বসন্তকালে। মুকুলিত—অর্দ্ধ মুদ্রিত ও অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত। ১০। ভোখিল—ক্ষুধিত। ১২। সংশয় ঠাম—সংশয়স্থলে। ১৪। মাতল করী—মত্ত হস্তী।

65 (২৪)

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু ব্যাধবন্ধে বিপিনসঁ্যে মৃগী
তেজই তীখনি শাস ॥ ৪।
বৈঠলি শয়ন সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ না হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশদিশ
দেলি মনমথ ফোয় ॥ ৮।

১। পরবেধি—প্রবোধিয়া, বুঝাইয়া।

২। পাশ—পার্শ্বে, নিকটে।

৩—৪। যেন বন হইতে (বিপিনসঁ্যে) সমানীত মৃগী ব্যাধ-বন্ধনে ঘন ঘন (তীখনি, তীক্ষ্ণ) নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—"যনু বান্ধি ব্যাধা বিপিনে সোমৃগী তেজই তীখনি শাস" ॥ মহাজন রাধা মোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—"যথা বিপিনে ব্যাধবদ্ধা হরিণী তীক্ষ্ণ নিশ্বাসং মুঞ্চতি"।

৬। যত্ন করিলেও সম্মুখবর্ত্তী হয় না।

৭—৮। অর্থ বড়ই অস্পষ্ট। শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—"ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মনঃ সুরততৃষ্ণাযুক্তা ভূত্বা দশদিক্ষু ভ্রমণং কৃত্বা মদনং ফুৎ-করোতি হে মদন অস্যামাবির্ভাবং কুরু যেন মৎকার্য্যসিদ্ধি র্ভবতি, বহু ফুৎকারে-ণাবির্ভাবস্তস্যা নকৃতঃ অতঃ সুতরাং কামস্য কঠিনত্বং" ॥ শ্রীকৃষ্ণের মন সুরত তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া দশদিক ভ্রমণ করিয়া মদন-ফুৎকার প্রদান করিল, অর্থাৎ এই মদন মন্ত্র পাঠ করিল—হে মদন এই নারীতে আবির্ভূত হও তাহা হইলে আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। বহু ফুৎকারেও মদনসঞ্চার হইল না বলিয়া পরবর্ত্তীচরণে "কঠিন কাম" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা মূল হইতে সহজে সিদ্ধ হয় না, সম্ভবতঃ লিপিকরের প্রমাদ বশে মূলে পাঠের বিবিধ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সহজ পাঠ প্রাপ্ত হই নাই।

কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীবি-বন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ ॥ ১২।
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহু নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ পরিহরে
পূরব কি রীতে আশ ? ১৬।
কান্ত কাতর কত হু কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায় ॥ ২০।

৯—১০। কাম কঠিন, কামিনীও কঠোর, কেহই প্রবোধ মানে না।

১২। নিরোধ—প্রতিরোধ, নিগ্রহ। কটি-বন্ধ দৃঢ়, কাঁচলী খুব আঁটা, অধর অত্যন্ত প্রতিরুদ্ধ। অর্থাৎ নীবিবন্ধ উন্মোচন, বা কঞ্চুকাপসরণ, কি অধর সুধাপান, প্রত্যেক কার্য্যেই কামিনী বাধা দেয়, সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যই কঠিন—কবি তাহাই বলিতেছেন। নিবিড়—দৃঢ়।

১৩। গাত—গাত্র; সর্ব্বাঙ্গ সুদৃঢ়রূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত।

১৪। কোথাও প্রকাশ বা ফাঁক নাই। কতিহু—কোথাও; কেন অর্থও হয়, তাহা এখানে খাটে না।

১৫—১৬। হাত ধরিতেই প্রাণত্যাগ করে, কি রীতিক্রমে বা কিরূপে আশা পূর্ণ হইবে ? পূরব—পূরিবে।

১৭—১৮। কাতর কান্ত কামিনীর চরণে কতই মিনতি করে !

১৯। রাই প্রাণ পীড়ন মনে করে।

অভিসার।

(১)

করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড, হেম মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥ ৪।
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥ ৮।
নলিনী চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি,
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি ॥ ১২।
কনক-মুকুর, শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা, জিনি কুন্দ করগবীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥ ১৬।

২। সঙ্কেতগৃহে চলিল।

৭। কোন কোন লিপিতে ভ্রমরের পরিবর্ত্তে "জিনিয়া" পাঠও দৃষ্ট হয়। ভাঙলতা—ভ্রূলতা।

১২। বিশেখি—বিশেষি (প্রকর্ষ-বাচক)। গিধিনী, গৃধিনী (গৃধ শব্দজ)।

১৫। করগবীজ—করকবীজ, দাড়িম্ব বীজ। এই স্থলে একটী কথা বলিব।

বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরি,
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা। ১৮।

কোন টীকাকার লিখিয়াছেন—ইহা "করঙ্গ-বীজ" শব্দজাত ও ইহার অর্থ নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু। করঙ্গ শব্দই কখন শুনি নাই, করঙ্ক শুনিয়াছি। করঙ্গেরই বা প্রয়োজন কি? "করক" বলিয়া যে একটী শব্দ আছে তাহা "করগ" হইয়াছে, কাক—কাগ, বক—বগ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন বালকেরাও বুঝিতে পারে। "করক' শব্দটা মনে পড়িলে উক্ত টীকাকারের আর একটী উপকার হইত; তাহা হইলে তিনি এ স্থানে "নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু"—অর্থ পরিত্যাগ করিতেন। উহার দাড়িম্ব অর্থ পাইলে, দশনের সহিত কবি যে তুলনা করিয়াছেন তাহা বুঝিতেন, পর-চরণস্থ কণ্ঠ লইয়া তাঁহাকে এত টানাটানি করিতে হইত না। রাধিকার গলগণ্ড হইয়াছিল ভাবিয়াই বোধ হয় টীকাকার মহোদয় কণ্ঠের সহিত হুঁকারখোলের ও কমণ্ডলুর তুলনা অনুভব করিয়াছেন। বস্তুতঃ মুদ্রিত করা দূরের কথা—এরূপ অর্থ মনুষ্যে কল্পনাতেও আনিতে পারে—আগে শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না।

"কুন্দ করগবীজ, নিন্দি সুশোভিত
অতিশয় দন্ত সুছন্দ" (—প-ক-ত ১৯৬৬।
"কুন্দ করগবীজ; জিনি দ্বিজলাবণি'—প-ক-ত ১৯৬০।

এইরূপ সহস্র সহস্র কবিতায় (দাড়িম্ববীজ) করকবীজের সহিত দন্তের তুলনা করা হইয়াছে। এখানে উক্ত মহাত্মার বোধ সৌকর্য্যার্থে বলা উচিত অমাদিগের উদ্ধৃত শেষ উদাহরণে "দ্বিজ" শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ" বা "পক্ষী" নহে—'দ্বিজ' অর্থে দন্ত।

১৭। কটরি, কটরা—বাটী। কোন মাহাত্মা অর্থ ঠিক করিতে না পারিয়া পাঠের ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কটরি শব্দটীকে "কটর'' করিয়া লইয়া তাহার অর্থ "শিখর" লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাতে তিনি আরও ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহার কৃত "গিরি-কটক"—অর্থে গিরিশিখর বা পর্ব্বতের চূড়া কোন ক্রমেই হয় না, গিরি-নিতম্ব বা পর্ব্বতের মধ্যদেশ হইতে পারে। সুতরাং কবির তুলনা একেবারে মাটী হয়। একটু মনোযোগ করিলেই ইহা অনায়াসে পরিলক্ষিত হইত।

বাহু মৃণাল, পাশ বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা॥ ২০।
লোমলতাবলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা॥ ২৪।
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িম বীজ, ইন্দু, রতন জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী॥ ২৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা॥ ৩২।

১৯। কোন কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে "পাশ" শব্দের পরিবর্ত্তে "ভুজ" পাঠ ছিল—ইহা রাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন, আমরা কিন্তু কোন পাঠে সেরূপ দেখিলাম না।

২২। তরঙ্গিণী-রঙ্গ—তরঙ্গিণীর রঙ্গ অর্থাৎ তটিনীর তরঙ্গলীলা।

২৫। উরুযুগ—পাঠান্তর—উরুবর;

২৭। ইন্দু ও রতন দুটীকে এক কথা করিয়া লইলেও চলে। ইন্দুরত্ন—অর্থে মুক্তা। মুক্তেন্দুরত্নমিতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

৩২। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী,—এই দশ অবতার চির প্রসিদ্ধ। রাজা শিবসিংহের গুণ-রাশি দর্শনে কবি তাঁহাকে বিষ্ণুর একাদশ অবতার বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

67 (২)

নব অনুরাগিনী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা ॥
একলি কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান ॥ ৪ ।
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥

"করিবর" প্রভৃতি গীতে সুন্দরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উৎকর্ষ বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকাটী দেখিলে কবির তুলনা হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

সুন্দরীর কি কি	কি জিনিয়াছে।	সুন্দরীর কি কি	কি জিনিয়াছে।
দেহ	তড়িত দণ্ড, ও হেম মঞ্জরী।	কুচ	বেল, তাল, হেমকলস,
কুন্তল	জলধর, তিমির, ও চামর।		গিরি ও কটরি (কটোরা)
অলকা	ভৃঙ্গ ও শৈবাল।	বাহু	মৃণাল, পাশ ও বল্লরী।
ভাঙ-লতা (ভ্রূ)	ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গী।	মধ্যদেশ (মাঝা)	ডমরু ও সিংহ।
ভাল (কপাল)	আধ বিধুবর (অর্দ্ধচন্দ্র)	লোমলতাবলী	শৈবাল ও কজ্জল।
আঁখি	নলিনী, চকোর, সফরী,	ত্রিবলী	তরঙ্গিণী রঙ্গ।
	ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জন।	নাভি	সরোবর, সরোরুহদল।
নাসা	তিলফুল ও গরুড়-চঞ্চু।	নিতম্ব	গজকুম্ভ।
শ্রবণ	গৃধিনী (গৃধ্র)	উরু	কদলী ও করিবর-কর
মুখ	কনক-মুকুর, শশী ও কমল।	পদ ও করতল	স্থলপদ্ম।
অধর	বিম্ব ও প্রবাল।	নখ	দাড়িম্ববীজ, ইন্দু ও রত্ন
দশন-মুকুতা	কুন্দ, করকবীজ।		(অথবা ইন্দুরত্ন)
কণ্ঠ	কম্বু।	বাণী	পিক।

২। কছু—কিছু। কোন বাধা মানে না।

৩—৪। একাকিনী চলিল—পথ বিপথ মানিল না।

৫—৬। মণিহার ফেলিয়া দিল, উচ্চকুচযুগল ভার মনে করিতে লাগিল।

কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি ॥ ৮।
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায় ॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার ॥ ১২।
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট ॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরি আন ॥ ১৬।

৭। মুদরি—মুদ্রাশব্দজ—অঙ্গুরীয়। যথা পদকল্পলতিকায়—

"মণিময় মুদরি মোহন মুরলী, এ'তুহু লেহু চোরাউ" ॥—রসালস ৩।

তথা—"অঙ্গুলীকো মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ" ॥—গোবিন্দ দাস।

"সিঁথী বলয় করি বাহে সাজায়নু, কুণ্ডল মুদরিকো ভাণে'—বল্লভ দাস।

সগরি—সগর, সকল। ৭—৮। কর হইতে কঙ্কণ ও অঙ্গুরীয় সকলি পথে পরিত্যাগ করিল।

ভার বোধে হার পরিত্যাগ করিয়া এবং ঝঙ্কার ভয়ে কঙ্কণ ও মঞ্জীরাদি অলঙ্কার পথে ফেলিয়া রাধা অভিসারে চলিলেন। মঞ্জীর—নূপুর।

১২। হেরি—হেরই, দেখে। উজিয়ার— উজ্জ্বল।

১০—১২। রজনী ঘোর তিমিরময়ী কিন্তু মন্মথ প্রভাবে উজ্জ্বল দেখিল। পাঠান্তরে "মনমথ হিয়ে উজিয়ার"। অর্থাৎ হৃদয়ে মদন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

বিঘিনি—বিঘ্ন। বিথারিত—বিস্তারিত। বাট, বাঠ—পথ।

১৪। প্রেমের বা প্রেমরূপ অস্ত্রে কাটিল।

১৫। বিদ্যাপতি মন জানে, বা মনের ভাব বুঝিতেছে।

১৬। ঐরূপ আর দেখা যায় না।

(৬৪) (৩) শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য।

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥ ৪।
বিহি পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার।
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥ ৮।
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই, লখই নাহি পারা।

১। রয়নি, রৈণী—রাত্রি। পদকল্পলতিকায় "রাতি" এই পাঠ দৃষ্ট হইল। কেহ কেহ এক শূন্য ভুল দেখিয়া তিলের তাল-প্রমাণ টীকা করিয়াছেন।

৩। সরণা—সরণি, পথ। পথ ভীষণ-সর্প-সঙ্কুল। অথবা, পথ সর্পের ন্যায়, সরু, দীর্ঘ, আঁকা বাঁকা ও ভয়ঙ্কর।

৫—৬। বিধাতার পদে তাহাকে ত্যাগ বা সমর্পণ করিতেছি, সুন্দরী নির্ব্বিঘ্নে অভিসার করুক। পদকল্পলতিকার পাঠ—

"এ বিহি তুয়া পায় করি পরিহার"।

"বহি পায়ে করি পরিহার" পাঠে অর্থ এইঃ—বহি, উহা, বা ঐ বিঘ্ন পায়ে বা পদদ্বারা ঠেলিয়া দিয়া—ইত্যাদি। তথা—

"ভুজগ ভরল পথ, কুলিশ শত শত কত কত বিঘিনি বিথার।
বামচরণে ঠেলি কুলবতী-গৌরব কুঞ্জে কয়লু অভিসার"॥
প, ক, ল, উৎকণ্ঠিতার ৩য় গীত।

৭। মহী—পৃথিবী। পঙ্কা—পঙ্কময়ী, পঙ্কিল।

৮। বিঘ্ন বিস্তারিত রহিয়াছে, (দেখিলে মনে) ভয় হয়।

৯—১০। দশদিক ঘোর অন্ধকার। চলিতে পদস্খলন হয় (খলই) দেখিতে (লখই) পারা যায় না।

সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবী ভানত লোলি॥ ১২।
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই॥

(৪)

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি॥

১১। পালটি—ফিরিয়া দেখিয়া চাহিয়া। সব-যোনি—এখানে সর্প পিশাচাদি সর্ব্ব প্রাণী।

১২। মানবী ভানত—মানবীর ভাণ করিয়া; রূপ ধরিয়া। লোলী—লোলা, লক্ষ্মী।

১১—১২। সুন্দরী ফিরিয়া দেখিয়া সকল জীবকে ভুলাইয়াছে। লক্ষ্মী দেবী যেন মানবীবেশে আসিতেছেন।

এই কবিতাটী শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাপ্রকাশক। প্রথমে রাধা আসিতে পারিবেন না ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া নানাপ্রকার বিঘ্ন কল্পনা করিতেছেন, পরে রাধাকে আসিতে দেখিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিলেন—যেন লক্ষ্মী সকলকে বিমোহিত করিয়া মানবীরূপে আবির্ভূত হইতেছেন।

১৪। প্রেমেই কুলবধূ পরাজয় সহ্য করে। অর্থাৎ কুলবধূ সকল প্রকার বিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল প্রেমেরই নিকটে পরাজিত হয়।

বটতলার পদকল্পতরুতে "আওত" কথার পরিবর্ত্তে আওএ" এবং কুলবধূর পরিবর্ত্তে কুলবতী পাঠ দৃষ্ট হয়॥ পদকল্পলতিকার পাঠে শেষ পঙ্‌ক্তিটি এইরূপঃ—"প্রেম লুবধ জন পরাভব সহই"।

১। আঁচরে—অঞ্চলে। ঝাঁপহ—আবৃত কর, ঢাক পাঠান্তরে ঝঁপায়হ। গোরী—সুন্দরী।

২। শুনইছে—এই স্থলে স্মিথ কোম্পানির সংস্করণ ও তদনুকরণে সারদাচরণ বাবু ও অক্ষয় বাবুর সংস্করণে "রাহু করয়ে জনু চান্দকি চোরি"। পাঠ

ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয় ॥ ৪।
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি ॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি ॥
সিন্দূর সমীপ বসায়ল মোতি ॥ ৮।
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ওযে কলঙ্কী তুহু নিষ্কলঙ্ক ॥ ১২।
রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক ॥

প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কি হস্তলিপি কি মুদ্রিত কোন প্রাচীন গ্রন্থ, সুন্দর পাঠটী কোথাও পাইলাম না বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অর্থ করিতে না পারা, বা ভ্রান্তি লঘু অপরাধ, পাঠ পরিবর্ত্তন গুরুতর অপরাধ। এক স্থলে "শুনইতে" পাঠ ও দৃষ্ট হইল।

১—৪। সুন্দরি আঁচলে মুখ ঢাক। ইহার অর্থ—মুখ চুরি করা চাঁদ, সুতরাং লুকান কর্ত্তব্য। রাজা (এই) চাঁদ চুরির কথা শুনিয়াছেন। তিনি ঘরে ঘরে যে প্রহরী রাখিয়া গিয়াছেন তাহারা এখনি তোমাকে দেখিতে পাইবে। যোয়, যো,—যে।

৫। বিজোরি—বিজলী, বিদ্যুৎ। হাসিয়া বিদ্যুচ্ছটা প্রকাশ করিও না।

৬। বাণীক ধ্বনি—কথার শব্দ। থোরি—অল্প, মৃদুভাবে।

১০। জনি—যেন না; যদি—অর্থও প্রশস্ত। পূর্ব্বে ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১১—১২। চাঁদের সঙ্গে কলঙ্ক বিষয়েই তোমার প্রভেদ আছে, ঐ চাঁদ কলঙ্কী, তুমি নিষ্কলঙ্ক।

(৫)

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে কয়লক অভিসার॥
ধম্মিল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥

২। এখনও রাজপথে পুরজন জাগিয়া আছে জগন্মণ্ডলে অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। ৩। সোয়াথ—(সোয়াস্তি—স্বস্তি)—শান্তি। লেহ —স্নেহ, প্রণয়। লেহ, নেহা প্রভৃতি নেহ ও স্নেহ শব্দজ। প্রাকৃত প্রকাশ ৩—৬৪ দ্রষ্টব্য। ৫। রমণী কতই রীতি অবলম্বন করিল।

৭। ধম্মিল্ল—খোঁপা। ধামিনী পাঠও দেখা গেল। উহা নিরর্থক।

৭—৮। খোঁপা এলাইয়া (লোল করিয়া) চূড়া (ঝুট, ঝুঁটী) বাঁধিল এবং পরিধেয় বস্ত্রের অন্য প্রকার বিন্যাস করিল।

৯—১০। কাপড়ে কুচ ঢাকা গেল না, তাই হৃদয়ে বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিল।

১২। না চিহ্নই—চিনিতে পারিল না। ১৩। ধন্দ—ধাঁধা, সন্দেহ।

বসন্ত-লীলা।

(১)

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥৪।
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥ ৮।

২। মাধবীলতার দিকে অলিকুল ধাবিত হইল। ভ্রমর মাধবীলতার পথ অনুসরণ করিল। ৩। পৌগণ্ড—পোগণ্ড, ৫ হইতে ১০ বর্ষ বয়স্ক শিশু। এখানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত। সূর্য্যের কিরণ দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ শীতে প্রথম অবস্থায় ছিল, বসন্তে বৃদ্ধির দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। গ্রীষ্মে সূর্য্য কিরণের যৌবন, ও শীতে শৈশব কল্পনা করিয়া বসন্তকালে কবি উহার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই কবিতায় বসন্তের রাজ-সম্পদ বর্ণিত হইতেছে। বসন্ত রাজা হইয়া বার দিয়া বসিলেন। অলিকুল পথে গুণগান করিতে বাহির হইল। কেশর কুসুম রাজার হেমদণ্ড, পীঠলপাত (পিটুলি-গাছের নূতন পাতা) রাজার আসন হইল। এইরূপে রাজার ছত্র, মৌলি, গায়ক, নর্ত্তক, আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ, চন্দ্রাতপ, তূণ, বাণ, সৈন্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই হঠাৎ মাঝখানে, "দিনকর কিরণ দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল,"—এরূপ কথা বলা কবির অভিপ্রেত বিবেচনা হয় না। রবীন্দ্র বাবু কথা প্রসঙ্গে এবিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; তাঁহার ন্যায় এখন আমাদিগেরও বোধ হইতেছে হয়ত "পৌগণ্ড" অর্থে রাজার বা রাজ-সভার সংক্রান্ত কিছু বুঝাইবে; কি বুঝাইবে স্থির করিতে পারিলাম না। পোগণ্ড অর্থে বিকলাঙ্গ হয়॥ তাহাই বা কিরূপে খাটে?

৪। কেশর-কুসুম—বকুলফুল; নাগকেশর ফুলকেও কেশর বলে। ধয়ল—ধরিল। ৬। কাঞ্চন-কুসুম—চম্পকপুষ্প, নাগকেশর পুষ্পও হয়।

৭। আম্রমুকুল তাহাতে কিরীট স্বরূপ হইল। ৮। সমুখহি—সম্মুখে।

শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষমন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ ১২।
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়ল নিশান।
পাটল তুণ অশোক দল বান ॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥ ১৬।
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥ ২০।
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

৯—১০। অলিকুল যন্ত্র স্বরূপ হইল, ময়ূর সকল নাচিতে লাগিল ও অন্য দ্বিজগণ (পক্ষী) আশীর্ব্বাদ মন্ত্র পড়িতে লাগিল। (দ্বিজের ব্রাহ্মণ অর্থও হয় বলিয়া আশীষ শব্দের সার্থকতা হইল)। ১৪। তুণ=তূণ। বান—বাণ।

১৩—১৪। পাটল (পারুল) তূণ হইল, অশোক দল বাণ স্বরূপ হইল, কুন্দ ও বিল্লিবৃক্ষ (বেলা বা বেলফুলের গাছ) নিশান ধরিল। বল্লী পাঠও দৃষ্ট হয়।

তথা জয়দেবে—
মদন মহীপতি কনক দণ্ড রুচি কেশর কুসুম বিকাশে।
মিলিত শিলীমুখ পাটলি পটল কৃত স্মর তূণ বিলাসে ॥

২। কিংশুক—পলাশ বৃক্ষ। ১৫—১৬। একত্র কিংশুক ও লবঙ্গলতার সন্নিবেশ দেখিয়া, শিশির ঋতু আগেই ভঙ্গ দিল, অর্থাৎ সময়ের পূর্ব্বেই পলায়ন করিল। অথবা সঙ্গ—সজ্য, দল। পলাশ বৃক্ষ ও লবঙ্গ লতার দল দেখিয়া জনাধিক্য দর্শনজনিত ভয়ে শিশির ঋতু পলায়ন করিল। অথবা পলাশ কার্ম্মুক দণ্ড এবং লবঙ্গলতা তাহার জ্যা, এই ভাবিয়া, উভয়ের একসঙ্গে অবস্থানে ছিলাযুক্ত ধনু মনে করিয়া পলাইল। শেষের এ অর্থ নিতান্ত কষ্ট কল্পিত।

১৭—১৯। মধুমক্ষিকাকুল সৈন্যরূপে সাজিয়া শীতের সমস্তই (সবহুঁ) নির্ম্মূল করিল—পদ্মের উদ্ধার-সাধন করিল; (পদ্ম) প্রাণ পাইয়া নিজ নবদলে (ঐ মধুমক্ষিকাগণকে) আসন দান করিল।

(২)

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল ।
নবীন বসন্ত নবীন ময়লানিল
মাতল নব অলিকুল ॥ ৪ ।
বিহরই নওল কিশোর ।
কালিন্দী-পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর ॥ ৭ ।
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায় ।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায় ॥ ১১ ।
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি ।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ১৫ ।

১ । পাঠান্তর—নবীনলতাগণ ।

৫ । নওল কিশোর—নবীন যুবক, নব-বালক ।

৬ । কুঞ্জবন শোভন—পাঠান্তর ।

১০ । চিত—চিত্ত । উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া ।

১৫ । মাতি—মাতই, মাতে, মত্ত হয় । অথবা ণিজন্তার্থক ; মাতায়, উন্মত্ত বা মোহিত করে ।

১৪—১৫ । নিত্য নিত্য ঐরূপ নূতন নূতন বিলাস বিদ্যাপতির চিত্ত বিমোহিত করে ; অথবা (তাহাতে) বিদ্যাপতির চিত্ত বিমোহিত হয় ।

(73) (৩)

মধুঋতু মধুকর পাঁতি ।
মধুর কুসুম মধু মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥ ৪ ।
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল ।
মধুর মধুর করতাল ॥ ৮ ।
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ ।
মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান ।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১২ ।

---

(74) (৪)

ঋতুপতি রাতি রসিক বর রাজ ।
রসময়-রাস রভস-রস মাঝ ॥

১। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী । ৬। মধুর রস—শৃঙ্গার রস ।
৭। সুমধুর স্থলে মধুর পাঠও দৃষ্ট হয় ।
৯। নটন—নৃত্য। গতি-ভঙ্গ—চলিবার ভঙ্গী। অঙ্গসঞ্চালনের ভঙ্গিমা।
১০। নটিনী—নটী। নর্ত্তক-নর্ত্তকীর রঙ্গ। পাঠান্তরে সঙ্গ।

১। রাজ—রাজই, শোভা পাইতেছে। ২। রভস রস—আনন্দরস।
১—২। বসন্ত নিশায়, রসময় রাসের আনন্দ রসমধ্যে রসিকবর শোভা পাইতেছে ।

রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাহই ॥ ৪।
রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত ॥ ৮।
রটতি রবাব মহতীক পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান ॥ ১২।

৩—৪। রসবতী রমণীগণের মধ্যে রত্ন স্বরূপ ধনী রাই, রাস-রসিক যে কৃষ্ণ তাঁহার সহিত রসে অবগাহন করিতেছেন।

৪। অবগাই—অবগাহই, অবগাহন করিতেছেন।

৫। নটই—নৃত্য করিতেছে। ৬। রটই—বাজিতেছে।

৫—৬। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিণীরা নাচিতেছে, সুতরাং কঙ্কণ ও কিঙ্কিণীর রুণু রুণু শব্দ হইতেছে।

৭—৮। থাকিয়া থাকিয়া (মধ্যে মধ্যে) শৃঙ্গার রসোদ্দীপক রাগিণীগণের পতি যে রসপূর্ণ বসন্ত রাগ—তাহারই রচনা (আলাপ) করিতেছে।

৯। রবাব—বেহালার ন্যায় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। মহতীক—মহতী নামক একপ্রকার বীণা। রটতি—বাজিতেছে। (লট্ তি)।

পিনাশ—পিনাক যন্ত্র; কোদণ্ডাকৃতি বাদ্যযন্ত্র। এই শব্দের পিনাক, পিনাখ, পিনাব, পিনাস প্রভৃতি রূপ ভেদ ও দৃষ্ট হয়। তথা, পদকল্পতরুতে—

"বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্রলেই করয়ে বিলাস" ॥ জ্ঞানদাস। ১৪৫৪।

কপিনাশ নামে কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে—ইহা কেবল আধুনিক কোন প্রভুর টীকাতেই দেখিলাম। অন্য কোথাও শুনি নাই!

(৫)

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥ ৪ ।
ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥ ৭ ।
বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল,
সা ঋি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব ॥ ১১ ।
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী মাল বিথারল মোতি।

২। নটতি—নৃত্য করিতেছে। কলাবতী—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টিবিদ্যায় বিভূষিতা রমণী।

৩। হস্তদ্বারা তালনির্দ্দেশক ধ্বনি করিতেছে। তাল দিতেছে।

৪। ডম্ফ ও মাদল—বাদ্যযন্ত্রের নাম। ৫। মঞ্জীর—নূপুর।

৬। কনক ও মণিমণ্ডিত বলয় ও কিঙ্কিণীর মৃদুধ্বনি।

৭। উতরোল—উচ্চ শব্দ। নিধুবনের রাসলীলায় (নানা প্রকার গীত-বাদ্যধ্বনির মিশ্রণে) অতিশয় উচ্চ শব্দ হইতে লাগিল।

৮। স্বরমণ্ডল—একপ্রকার তারের যন্ত্র। স্বরমণ্ডলিকা একপ্রকার বীণা।

১১। রাব—শব্দ। "একু রাব" পাঠ ও দৃষ্ট হয় তাহার অর্থ একতান সমস্বর অর্থাৎ পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ।

১২—১৩। বিলোলিত কবরীতে সংযুক্ত মুক্তা ও মালতীমালা বিস্তারিত হইল—খুলিয়া পড়িল।

সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে

বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি ॥ ১৫।

মান।

(১)

এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত।

তুয়া কুচ হেম ঘট হার ভুজঙ্গিনী

তাক উপরে ধরি হাত ॥ ৩।

তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়।

তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয় ॥

হামারি বচনে যদি নহু পরতীত।

বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥ ৭।

১৫। হোতি—হইতেছে। বিদ্যাপতির চিত্তে ক্ষোভ জন্মিতেছে। তিনি আপনাকে যথোচিত বর্ণনে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া দুঃখিত হইতেছেন।

১। সঙ্গাত—সংযত, কৃতসংযম। করহ সঙ্গাত,—(মন) সংযত কর। অর্থাৎ স্থির হও রাগ করিও না।

২—৩। তোমার কুচরূপ হেমঘটও হাররূপ ভুজঙ্গী তদুপরি কর স্থাপন করি।

৪। পরশ করি কোয়—কাহাকেও স্পর্শ করিয়া থাকি।

৫। তোমার হাররূপ সর্পে আমাকে দংশন করিবে।

৬। নহ পরতীত—প্রতীতি না হয়, প্রত্যয় না কর।

৭। শাতি—শাস্তি। যে দণ্ড উচিত হয় তাহারই বিধান কর।

ভুজপাশে বান্ধি, জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥ ১২।

---

(২)

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
জাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥ ৪।
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥ ৮।

৮। তাড়ি—তাড়না করিয়া।

১০। উর-কারাগারে—বক্ষঃস্থলরূপ কারাগৃহে। জয়দেব মধুসূধন প্রভৃতি অন্যান্য কবিগণের কবিতাতেও এই ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

১—২। (মাধব) ভূষণ ও বংশী-বাদন পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন সেই পীতবাস (কৃষ্ণ) পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।

৩। জাক, যাক—যাহার। ঝুরয়ে—অশ্রুবর্ষণ করে।

৪। এখন তাহার মুখ দেখিতেছ না।

ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি ॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত ॥

---

(৩) (Compare 8/337-39

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন
ক্ষণে নাম ধরে তোর ॥ ৪।
বামা হে তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-দুলহ লেহ ॥ ৭।
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগল
শুনই দেখই তোয়।

৯। সঙ্গাতি, সঙ্গতি—সংহতি। প্রেম সঙ্গাতি—প্রেমমিলন, প্রণয়সমাবেশ।

১১—১২। মানিনি আজ যদি কান্তকে ত্যাগ বা পরিহার কর, একান্ত কাঁদিয়া (রোই) জন্ম কাটাইতে হইবে।

১৪। তেজি—ত্যাগ করা।

১। বাউর—(বাতুল শব্দজ) পাগল। হিঃ—বাউরা।

৫। রমণি! তোমার কঠিন-হৃদয়।

৭। জগদ্দুর্লভ প্রণয়। ৯। শুতই পাঠও দৃষ্ট হইল।

না ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখই রোয় ॥ ১১ ।
কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন-পান ।
কাঠ মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৫ ।

---

(৪)

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব ।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥ ৪ ।

১০—১১। না ঘরে না বাহিরে কোথাও ধৈর্য্য ধরে না। পথ পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে।

১২। রহসি—নির্জ্জনে। নির্জ্জনে কত বুঝাই (পরবোধি) তথাপি প্রবোধ মানে না। "নিরখই সোই"—নিরখই রই" প্রভৃতি পাঠ ও দৃষ্ট হয়।

১৪। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় (ঐরূপ) আছে।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে দুই একটী বর্ণগত বিভিন্নতা মাত্র উপলক্ষিত হইল।

১—২। তিল আধ—তিলার্দ্ধ। তিলার্দ্ধ দিবস যৌবন রাখিবে—সকল দিবসই বহিয়া যাইবে। অর্থাৎ যৌবন অল্প দিনের জন্য, চিরদিন থাকিবে না; দিনের ও শেষ হইয়া যাইবে।

সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥ ৭ ।
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই।
তুহু ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই ॥ ১১।
লাখ-লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৫ ।

৫। সুন্দরি তুমি হরি বধ পাপভাগিনী হইলে।

৬। সোই—সে। আন নাহি ভাবই—অন্য কিছু ভাবে না।

৭। তোমার বিরহই কাল (হইল); বিরহ তুয়ালাগি—তোমার জন্য বিরহ অর্থাৎ তোমার বিরহ।

৮। মাহা, মহা—মাঝে, মধ্যে। ডুবইতে আছয়ে—ডুবিতেছে।

৯। লখি দেই—দেখিতে দাও। দেই—দেহি, দাও। বটতলার পুস্তকে "নখ দেই" পাঠ দৃষ্ট হইল—তাহার অর্থ—নখ দিয়া।

১০। উধার—উদ্ধার কর। তুমি ধনী অশেষ গুণ সম্পন্না, গোকুল পতিকে উদ্ধার কর।

১১। যশো লেই—যশঃ গ্রহণ কর। যশ লইয়া—অর্থও করা যায়।

১২—১৪। লক্ষ লক্ষ নাগরী যে কানুকে দেখিলে সে দিন (অর্থাৎ দর্শন দিবস) শুভ বলিয়া মনে করে, সেই (কানু) তোমার অভিমানের জন্য আকুল।

৪০

সখি হে না বোল বচন আন।

ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু

যৈছন কুটিল কান ॥ ৩।

কাঠ কঠিন কয়ল মোদক

উপরে মাখিয়া গুড়।

কনয়া কলস বিখে পুরাইয়া

উপরে দুধক পূর ॥ ৭।

কানু সে সুজন হাম দুরজন

তাহার বচনে যাই।

হৃদয় মুখেতে এক সমতুল

কোটিকে গুটিক পাই ॥ ১১।

যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি

সে ফুলে ধরসি বাণ।

১। সখি অন্যরূপ কথা বলিও না। অর্থাৎ আমি যাহা বলিতেছি তাহার আর প্রতিবাদ করিও না।

৪—৫। কঠিন কাষ্ঠের উপরে গুড় মাখিয়া মোদক বা মোয়া করিয়াছে অর্থাৎ কানুরূপ মোয়ার উপরিভাগে গুড় মাখান ভিতরে কঠিন কাষ্ঠ।

৬। বিখে—বিষে।

৬—৭। সোনার কলসী বিষে ভরিয়া উপরে দুধের পূর দিয়াছে।

৮—৯। কানুই সুজন, আমি তাহার কথায় গমন করিয়াছি বা তাহার কথা শুনিয়াছি সুতরাং আমি দুর্জ্জন বা দোষী।

১১ কোটিকে গুটিক—এক কোটীর মধ্যে একজন।

১২। যে ফুল ফেলিয়া দাও সেই ফুলেই পূজাকর, আবার সেই ফুলেরই বাণ ধারণ কর। দাও, কর প্রভৃতি এখানে, দেয়, করে অর্থে ব্যবহৃত।

কানুর বচন ঐছন চরিত

কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৫।

---

(৬)

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই ॥ ৪।

দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ ছত্রের পরিবর্ত্তে বটতলার পুস্তকাদিতে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইল :—

"দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে
সহজে চপল কান।
স্ফটিক যোগেশ্বরে যে ফুলে পূজয়ে
সে ফুলে ধরয়ে বাণ ॥ ১৫।
যাহার হৃদয় যেমন স্বরূপ
তাহা ছাপি নাহি রয়।
এসব চাতুরী বুঝিতে না পারি
কবি বিদ্যাপতি কয় ।। ১৯।"

বিস্ময়ের বিষয় এই যে হস্তলিখিত যে কএক খানি গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার এক খানিতেও এরূপ পাঠ পাই নাই।

এই কবিতাটী প্রথম মিলন ও সখীশিক্ষা অনুচ্ছেদের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেই ভাল হইত। আমরা পূর্ব্ব মহাজনগণের পদানুসরণ করিলাম।

১২। গোপীগণের মধ্যে থাকিয়া হরি বড় গরবী হইয়াছে, সুতরাং এরূপ ব্যবহার করিও যাহাতে শত্রু না হাসে।

৩। চাই—চাহই, দেখিয়া।

৪। তুয়া চতুরাই—তোমার চতুরতা।

পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম ॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি ॥ ৮।
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানয়বি মোয় ॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে জনু লাগ ॥ ১২।
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥ ১৬।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী কয়লি পয়াণি ॥

৭। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উলটাইয়া কুশল বিজ্ঞাপন করিও। পদকল্পলতিকার পাঠে "খেম" দৃষ্ট হইল। উহার অর্থও ক্ষেম, কুশল।

৮। বান্ধবি—বান্ধিবে। বচন বন্ধন করিও না—অর্থাৎ কথায় যোগ দিওনা, আলাপ বা উত্তর প্রত্যুত্তর করিওনা। সেয়ানি—চতুরা।

১২। সেসময়ে যেন হৃদয়ে লাগে এইরূপ জানাইবি।

১৩—১৪। সখীগণের গণনা করিতে, অর্থাৎ সখীদিগগের মধ্যে তুমিই বুদ্ধিমতী তেমাকে আর চতুরতা কি শিখাইব ?

১। শুনইতে—শ্রবণ করিয়া। ২। নাহ—নাথ, প্রেমিক পুরুষ। কয়লি পয়াণি—প্রয়াণ করিল, গমন করিল।

দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি ॥ ৪।
হেরইতে নাগর আওল তহি।
কি করহ এ সখি, আওল কাহি ॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সো মানিনী ঠাম ॥ ৮।
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ ॥

---

(৮) (৯২)

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহু না কহসি বাণী ॥
ঐছন লহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত ॥ ৪।

৩—৪। সখী দূর হইতে নাগরকে দেখিয়া আর এক দিকে চাহিয়া ফুল ছিঁড়িতে লাগিল।

৫—৮ দেখিয়া নাগর সেই দিকে আসিল। (জিজ্ঞাসা করিল) সখি এখানে কেন আসিয়াছ ? কি করিতেছ ? আমার কিছু কথা শুন। তুমি যদি একবার সেই মানিনীর নিকটে বল। অর্থাৎ আমার হইয়া তুমি সেই মানিনীকে বিনয় করিয়া বলিবে চল।

৯। এক খানি পুস্তকে—"শুনি চলে সোধনী নাগরী পাশ।" পাঠ আছে। ঐ পাঠটী সুন্দর হইলেও অন্য কোথাও দৃষ্ট হইল না।

২। এত বিপদেও তুমি কথা কহিতেছ না।

৩। প্রেমের রীতি এমন নয়।

৪। অবকে—এখন, এইক্ষণে।

তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহু কাসঞে সাধবি মান॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তু সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥ ৮।
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥

---

(৯)

হরি পর সঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে॥
যাকর মরমে বৈঠে বর-নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥ ৪।

৬। কাসঞে—কাহার সহিত। সাধবি—সাধিবে।

৭। তোমাকে কে কোমল হৃদয়া বলে?

৯—১০। এখন যদি মাধবের সঙ্গে না মিলিত হও তাহা হইলে বিদ্যাপতি কথা কহিবে না।

১। আমার অগ্রে বা সম্মুখে হরির প্রসঙ্গ করিও না, কথা তুলিও না।

২। আমি মাধবের জন্য নাগরী হই নাই। ভয়া—হুয়া, হইয়াছি।

৩—৪। হে বরনারি বা সুন্দরি! (সখীসম্বোধন) সে যাহার মর্ম্মে বা হৃদয়ে বাস করে অর্থাৎ যাহার মনে অনুরাগ সঞ্চার করে, তাহার সহিতই দিন দুই চারি প্রণয় করে। ঘরমে পাঠও দৃষ্ট হইল। তাহা হইলে অর্থ এইরূপ হইবে:—যাহার ঘরে সুন্দরী নারী থাকে তাহারই সহিত দিন দুই চারি "পীরিতি" করে।

পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল ॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল ॥ ৮।
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব ॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত ॥ ১২।
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনি করু সাধ ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারী।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি ॥ ১৬।

৫। পহিলহি—প্রথমে। বোল—কথা।

৬। পড়ি গেনু ভোল—বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ভোল, ভোর—বিহ্বল।

৭। আন—অন্য, আর।

৮। ভরমে—ভ্রমে।

৯। যতদিন জীবন থাকিবে।

১০। হরির দিকে চাহিয়া জল খাইব না।

১১। জানিতু—জানিতাম।

১২। তাহা হইলে কি তাহার সঙ্গে চিত্ত বন্ধন করি?

১৩। বিবাধ—(বি + বাধ, + ভাবে ঘঞ) বন্ধন, অবরোধ, পীড়ন, নিগ্রহ।

১৩—১৪। হরিণী স্বজন নিগ্রহের কথা বিশেষরূপে জানে, তবুও ব্যাধের গান শুনিতে ইচ্ছা করে।

১৬। জল খাইয়া (শেষে) কি জাতি বিচার করিতেছ?

(১০)

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি॥
অরুণ বসন বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥ ৪।
নীরস অরুণ কমলবর বয়নী।
নয়ানক লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি॥ ৮।
অবনত বয়নী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥

১—২। অবনত বদনা নখ দিয়া ভূতলে লেখে; যে শ্যাম নাম কহে তাহাকে (তাহারদিকে চাহিয়া) দেখে না।

৩। অরুণ—রক্তবর্ণ। বিগলিত—আলুলায়িত।

৩—৪। রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিয়াছে, কেশ আলুলায়িত—অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছে, বস্ত্র বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, বা আচ্ছাদিত-করিয়াছে, আটকাইয়াছে।

৫। মলিন-বদনা। অরুণ নীরস বা নিষ্প্রভ হইলে কমল-বর যেরূপ অবস্থা-প্রাপ্ত হয় সুন্দরীর বয়ান বা মুখও তদ্ভাবাপন্ন।

৬। নয়নের জলে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে।

৭—৮। ঐরূপ সময়ে বনদেবী আসিয়া বলিল চল সূর্য্যের পূজা করিগে। সূর্য্য, শিব প্রভৃতি দেব পূজার ছলে বনমধ্যে কৃষ্ণ রাধিকার মিলন হইত। ইহা গীতান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

৯। উতর—উত্তর, জবাব।

(১১)

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর ॥ ৪ ।
মানিনি ! আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর ॥ ৭ ।
কিয়ে গিরি-বর কনয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালক-চন্দ ॥ ১১ ।
এ কর কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা ॥ ১৫ ।
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
কানুর করহ হিত ॥ ১৯ ।

১। ঝাঁপসি—ঢাকিতেছ। ৩। পুরুষ বধের ভয় কর না।

৮—১৩। হৃদয়ের উপরে বাল চন্দ্র বেষ্টিত শিব, কি গিরিবর, কি কনক-কটোরা রহিয়াছে, তা দেখিয়া সন্দেহ হয়। বিধি যদি বাম না হন, এ করকমলে উহা স্পর্শ করিতে চাহি।

(৪৭) (১২)

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে ॥
গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আন হি অবতারা ॥৪।
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী-চয় লখি না লখি ॥
শুনি ধনি মনো-হৃদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপূর ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি বৈ গেল ॥

---

(৪৮) (১৩)

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ ॥

২। কি অপরাধে পরিচয় পরিত্যাগ করিতেছ।

৩। উদয়—উদই, উদিত হয়, উঠে।

৪। আন—অন্য, স্বতন্ত্র। চন্দ্র ভিন্ন অবতার। গগনে কত তারা উঠে কিন্তু চন্দ্রের অবতরণ বা প্রাদুর্ভাব আর এক প্রকার।

৫। বিশেখি—বিশেষি, বিশেষ করিয়া।

৬। লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীকে দেখিয়াও দেখি না। লক্ষ্মীর সমান রূপবতী লক্ষ রমণীকে দেখিয়াও দেখি না।

৭। শুনিয়া ধনীর মনঃ প্রাণ কাঁদিতে লাগিল।

৮। তখন মনে মন পূরিয়া গেল।

১। করু—করে। বরনাহ—সুন্দর নাগর। নাহ—নাথ।

বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥ ৪।
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে, চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নহি হোয়।
কর যোড় ঠাঢ়ি বদন পুন জোয়॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব্ দুর্জ্জয় মান॥

---

(১৪)

পীন কঠিন কুচ কনয়া কটোর।
বঙ্কিম-নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥ ৪।

৩। কান—কানাই।

৪। বাঢ়য়ে—বাড়ে, বর্দ্ধিত হয়।

৬। নিকসয়ে—বাহির হয়। কথা বাহির হয় না।

৮। ঠাঢ়ি, থাড়ি—দণ্ডায়মান থাকিয়া। জোয়—জোহে; ঔৎসুক্যের সহিত অবলোকন করে; অনুসন্ধান করে। (মৈথিলী)

১। পীন—স্থূল। কনয়া কটোর—সোণার বাটীর সদৃশ। বটতলার পুস্তকে পাঠ—"পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর"।

এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ মহত রাখ মোর ॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার ॥ ৮।
ভণহু বিদ্যাপতি তুহু সব জান।
আশা-ভঙ্গ—দুখ মরণ—সমান ॥

---

(১৫)

শুন মাধব ! রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতন হি কত পরকারে বুঝায়নু
তবু ধনী উতর না দেল ॥ ৩।
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী ॥ ৭।

৬। হঠ—বল, অত্যাচার, অন্যায়, অবিমৃষ্যকারিতা। মহত—মহত্ত্ব, মান, সম্ভ্রম। আমার সম্ভ্রম রক্ষা কর।

২। পরকারে—প্রকারে।

৩। উতর—উত্তর।

৫। কাণে দুই হাত ঢাকিয়া রাখে। অর্থাৎ দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া রাখে—নাম শুনিতে চাহে না।

৬—৭। যে তোমার প্রণয় সর্ব্বদা নূতন নূতন বোধ করিত সে এখন তোমার কথাও শুনিতে চাহে না।

৭। শুনয়ে—পদামৃত সমুদ্রের পাঠ "পুছয়ে"।

তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল,
ধয়লহি রইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥ ১১।
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধা রহ কান ॥ ১৫।

---

(১৬)

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার
পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার ॥ ৩।

৮। কেশ, কুসুম, তৃণ ও তাম্বুল প্রেরণে কৃষ্ণ এই সঙ্কেত করিয়াছেন যে—"অপরাধ করিয়াছিলাম তজ্জন্য কেশমুণ্ডনেও প্রস্তুত আছি, ক্ষমা করিয়া, অনুরাগ প্রেরিত কুসুম গ্রহণ কর। দন্তে তৃণ করিয়া বলিতেছি এরূপ অপরাধ আর কখন করিব না; আমার প্রণয়ের ও তোমার ক্ষমার নিদর্শন স্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর"।

১২। বোধ হয় তাহার অন্তর বজ্রের সারভাগের ন্যায় কঠিন।

১৫। কানাই—আপনি সরল থাকিও। সিধা—সোজা, সরল। পদকল্পলতিকায়—নিধারহ—নির্দ্ধারিত কর।

এই কবিতাটী পদকল্পলতিকায় গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত। স্থানে স্থানে পাঠেরও প্রভেদ দৃষ্ট হইল। পদকল্পতরুতে এই কবিতাটী দুই স্থানে আছে।

১। গোঙার—মূর্খ, অরসিক।

২। কাটারি—কর্ত্তরিকা, ছোরা, দা; কামে নাহি আয়ল—কার্য্যে আসিল না।

আঁখি দেখাইতে কোপে, ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে ॥ ৭ ।
পশুক মঝে যো জনম গোঙায়ল
সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ।
মধু যামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ গোঙারক সঙ্গ ॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির নহে গোঙারে।
তুহু গোঙারিনি সহজে আহীরিণী
সো হরি না করু পুছারে ॥ ১৫।

---

(১৭)

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ ॥

৪। ধাস—ধাসা, গিরি। খসল—খসিল, স্খলিত হইল। ৫। ক্রোধে (আরক্ত) নেত্র প্রদর্শন মাত্র দুই দুর্গম পথে কেন পাহাড় খসিয়া পড়িল ?(??)

৬। শিঙলি—শিমূল, শাল্মলী। চন্দন ভ্রমে শাল্মলীকে আলিঙ্গন করিলাম—কাঁটায় শেল রহিয়া গেল। ৮। পশুর মাঝে যে জীবন যাপন করিয়াছে।

১৩। থির—স্থির। সে স্থির, গোঙার নহে।

১৫। পুছারি—উপেক্ষা, পীড়ন। সেই হরিকে উপেক্ষা বা পীড়ন করিও না। (পীড়নার্থক পিছ বা প্রমাদার্থক পুছ ধাতু হইতে)। জিজ্ঞাসা অর্থ প্রশস্ত নহে।

১—২। স্বর্ণ বর্ণ ফুল ফুটিয়াছিল, সুতরাং রত্ন ফলিবে বলিয়া আশা বাড়াইয়াছিলাম।

তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার ॥ ৪।
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন ॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥ ৮।
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান ॥

---

(১৮)

অরুণ পূরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন মগন ভেল চন্দা।

৩। তাকর—তাহার। তাহার মূলে দুধের ধারা ঢালিয়াছি, (সামান্য জল ঢালি নাই)।

"সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাত্ত্ ঝন্ঝনায়তে" ॥

৬। দুর্জ্জনের প্রণয় মৃত্যু অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। অথবা কুজনের সহিত প্রণয় করিলে মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

৮। লাভের জন্য আসল ডুবিয়া গেল।

১০। কুক্কুরের লেজ কখন সমান হয় না, বাঁকাই থাকে।

এটি মিথিলায় প্রচলিত প্রকৃত মৈথিলী কবিতা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে মৈথিলী ভাষায় জ ও য, ন ও ণ, ই ও ঈ, শ ও ষ, অ ও য় প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে হয় না। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বভাষে মৈথিলী ভাষা সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক।

মুনি গেল কুমুদিনী তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ অরবিন্দা ॥ ৪ ।
কমল বদন ?কুবলয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে ।
সকল শরীর কুসুম তুঅ সিরজল
কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে ॥ ৮ ।
? অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে ।
গিরি সম গরুঅ মান নাহি মুঞ্চসি
অপনুব তুঅ ব্যবহারে ॥ ১২ ।
অবগুণ পরিহরি হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে ।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে ॥ ১৬ ।

৩। মুনি—মুদি। তইও—তেমনি; অথবা—তবু, তথাপি। তোহর—তোর। ধনি—রাধিকা সম্বোধনে।

৪। মুনল—মুদিল, মুদ্রিত হইল। ৬। মধুরি মধুর, মাধুরীযুক্ত।

৭। তুঅ—তোমার, তোর। সিরজল—সৃজিল, সৃষ্টি করিল।

৮। তোমার সকল শরীর কুসুমে নির্ম্মাণ করিয়া পাষাণে কি হৃদয় গড়িয়া দিল? শৃঙ্গারশতক ও রসতরঙ্গিণী তুলনা কর।

৯। অসকতি—অশক্ত। পরিহসি—পর, পরিধান কর।

১০। গরুঅ—গুরু, ভারি। মুঞ্চসি—মোচন অর্থাৎ ত্যাগ করিতেছে।

১২। অপনুব—অপরূপ। ১৩। অবগুণ—অপ-গুণ—ক্রোধ বা মান। হরু—হরণ কর, শেষ কর।

১৪। অবধি—সীমা। বিহানে—প্রাতঃকালে। মানের সীমা হরণ কর অর্থাৎ মান ত্যাগ কর। "হরু"র পরিবর্ত্তে "করু" পাঠ ধরিলে অর্থের বিশেষ সুবিধা হয়। যথা—এখন ক্রোধ পরিহার করিয়া প্রাতঃকালে মানের সীমা বা শেষ কর।

(১১) Radha replies

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন হীনে।
কি করব তপজপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে ॥ ৪ ।
এ সখি বুঝিয়ে কহসি কটু বাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহু গুণ হানি ॥ ৭ ।
গরল সহোদর গুরু পত্নী হর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ হুতাশন বারিজি নাশন
শীল গুণে শশী উজিয়ারা ॥ ১১

১—৪। উত্তম কুলশীল বিশিষ্ট, ধনী, সুরূপ যুবা লোচনহীন হইলে কি করিবে? দীনের প্রতি যদি করুণা না থাকে, তবে তপ জপ দান ব্রত প্রভৃতিই বা কি করিবে? অর্থাৎ এই এক এক দোষের জন্য অবশিষ্ট অশেষ গুণও বিফল হয়।

৬—৭। ঐরূপ এক গুণ বহুদোষ নষ্ট করে ও এক দোষ বহু গুণের হানি করে। পদ কল্পলতিকায় পঞ্চম হইতে সপ্তম ছত্র এইরূপ আছে:—

"হে সখি বুঝিয়ে কহসি কটু ভাষা।
ঐছন বহুগুণ এক দোষ নাশই
এক দোষ বহু গুণ নাশ।" ॥

৮। গরল-সহোদর—ক্ষীরোদ মন্থনকালে চন্দ্র ও গরল এক সমুদ্র হইতেই উঠিয়াছিল, সুতরাং শশীকে গরল সহোদর বলা হইয়াছে। গুরুপত্নী হর—বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন।

৯। রাহুর মুখ হইতে উদ্গীরিত।

১০। বারিজি—বারিজ, পদ্ম। চন্দ্রোদয়ে পদ্মের সঙ্কোচ হয়, সেই জন্যই কবি চন্দ্রকে বারিজ নাশন বলিতেছেন। ১১। উজিয়ারা উজ্জ্বল।

(পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী ॥ ১৫।
কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি শত শত
তবহি প্রতীত নহি বোলে ॥ ১৯।
পুনঃ পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশে ॥ ২৩।
অনলহু অধিক মো তনু দহই
রতি চীন দেখি প্রতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে ॥ ২৭।

১৩। পানি—পায়ী বা পান। ১৪। অবগুণ—অপগুণ, দোষ।

১৫। মিষ্টবাক্য বলিয়া। ১৭। সকল গুণের মূলই অমূলে বা অপকৃষ্ট মূলে।

১৮। শপথি—শপথ, দিব্য। ১৯। প্রতীত—প্রতীতি, প্রত্যয়।

২১। বিশোয়াসে—বিশ্বাস। ২৩। মোহে—আমাকে।

২৪। অনলহু—অনলেরও। ২৫—চীন—চিন, চিহ্ন।

২৬—২৭। বিদ্যাপতি বলে, জীবন বাহির হইবে, তথাপি হরির সঙ্গে মিলিও না। পদকল্পতরুতে এই কয়েকটী ছত্র অতিরিক্ত আছে :—

"সুন্দর সিন্দূর, নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রভাত সময়ে দিল্ল দেখা॥"

(২০)

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাস।
সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস॥
ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

পদামৃত সমুদ্রেও দুই একটী শব্দ-বিভেদ-সমন্বিত এই পাঠই আছে। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে ছত্র সন্নিবেশাদি জনিত ও ভণিতার অন্যরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে শেষ ছত্রদ্বয় এইরূপঃ—"চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব, তব মীলব হরি সঙ্গে"। সাধু বৈষ্ণবগণ বলেন, চম্পতি পৈড়, নারিকেল গাছ। কর্পূর মিলনে ডাবেরজল বিষ তুল্য হয়। যদি সেবনার্থ বিষ পাওয়া না যায় তাহা হইলেই হরির সঙ্গে মিলিব। অর্থাৎ তৎসঙ্গে মিলন অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল।

২। সুনেহ—স্নেহ। ৪। আনহি—অন্যের।

৩—৪। তুমি কেন সঙ্কেতের কথা কহিয়া অন্যের সহিত যামিনী যাপন করিলে। ৫। লেহ—স্নেহ। ১০। পিয়াস—প্রয়াস।

১২। ছিয়ে ছিয়ে—ছি ছি। এই কবিতাটী সম্ভবতঃ প্রকৃত বিদ্যাপতির নহে

(২১)

পরিমলক লোভে ধাওলু
পাওলু নাহি পাস।
মধুসিন্ধুহি বিন্দু ন দেখলু
অব জন উপহাস ॥ ৪ ।
অব সখি ভমরা ভেল হের পরবশ
কোই না করয়ে বিচার।
ভালে ভালে বুঝনু অলপে চিহ্নু
হিয়া তছু কুলিশক সার ॥ ৮ ।
কমলিনী এড়ি কেতকী
গেলা বহু সৌরভ হেরি।
কণ্টকে পীড়ল কলেবর
মুখ মাখল ধূরি ॥ ১২ ।
ভিন ভিন অনুভবি আবথু
জনি পাবথু খেদ।
এক রস পুরুষ বুঝল নহি
গুণ দূষণ ভেদ ॥ ১৬ ।

১—৪। সম্ভোগের নিমিত্ত (অথবা, সুগন্ধের লোভে) অগ্রসর হইলাম নিকটে যাইতে পারিলাম না। মধু-সিন্ধুর বিন্দুও দেখিলাম না, এখন লোকের উপহাস (সার হইল)।

২—৮। সখি! ভ্রমর এখন পরবশ হইল, কেহ (সে) বিচার করে না। ভালয় ভালয় বুঝিয়াছি, অল্পে চিনিয়াছি, তাহার হৃদয় বজ্রসার (সদৃশ কঠোর)।

৯—১০। অনেক সৌরভ দেখিয়া কমলিনী ছাড়িয়া কেতকীর নিকটে গমন করিল। ১২। ধূরি—ধুলি। মুখে ধুলি মাখিল।

১৩—১৬। অনুভব করি, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আসিতেছে, বুঝি শোক পাইয়াছে, পুরুষ দোষগুণেরপ্রভেদ বুঝে না ইহাই এক রঙ্গ। অথবা, পুরুষ, এক রস বুঝিয়াছে, দোষ গুণের ভেদ বুঝে না।

ভনই বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
রস বুঝহ রসমন্তা।
রায় শিব সিংহ সব গুণ গাহক
রাণী লখিমা দেবী কান্তা॥ ২০।

মানান্তে মিলন ও প্রেম-বৈচিত্র্য।

(১)

দূরে গেল মানিনী মান।
অমিয়া-সরবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥ ৪।
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥ ৮।

১৮। রসমন্তা—রসিকগণ। গাহক—গ্রাহক।

৪। প্রেমভরে সুন্দরীর তনু যেন স্তম্ভিত হইল।

৭। নাহ—নাথ, শ্রীকৃষ্ণ। আগোরল—লইল, (আটকাইল)।

৮। পদকল্পতরুতে, 'কো' আছে, আমরা 'করই' ধরিয়াছি। সঙ্কীর্ণ-রস-নির্ব্বাহ—মানান্তে সম্ভোগ; মানের শেষ হইলেও নারীগণের মন কিছুক্ষণ সঙ্কুচিত বা অপ্রসন্ন থাকে; সুতরাং তৎকালীন সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কুচিতরূপে নির্ব্বাহিত হয়। (বৈষ্ণব গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য)।

লহু লহু চুম্বই বয়ান।
? সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তবু নাহি ভেল॥ ১২।
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ১৬।

---

(৭৩) (২)

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই—বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥ ৪।
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুজন মন মহা মনসিজ গেল॥

১০। সুন্দরী অতিশয় অভিমান করিয়াছিল বলিয়া মানান্তে মনের সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই তাহার হৃদয় সরস হইয়াও বিরস ও নয়ন সজল।

১২। মনহি—মনে। তখনও মনে মনোভব হইল না, অর্থাৎ পূর্ব্ব মান হেতু বক্ষে হাত দেওয়াতেও মনোভবের (কামের) উদ্রেক হইল না।

১৩—১৪। যখন নীবিবন্ধ খুলিল হরির সুখে তখন অল্প অল্প (মন্দ) কামের উদ্রেক হইল।

৬। দুইজনের মনোমধ্যেই মদন গেল, অর্থাৎ উভয়েরই কামোদ্রেক হইল।

তুহুঁ জন আকুল তুহুঁ করু কোর।
তুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর ॥ ৮।

---

(৩)

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম ॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি ॥ ৪।
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি ॥
চিত মোর ধ্বস ধ্বস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানি

---

(৪)

কহ কহ সুন্দরী রজনী বিলাস
কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ ॥

৭। কোর—কোলে। ভোর, ভোল—বিহ্বল।
২। বিদগধ—বিদগ্ধ, সুরসিক। ৪। দারুণ শ্বশ্রূ তখন জাগিয়াছিল।
৮। চিরথাই—চিরস্থায়ী। ১০। মুখ ফিরিয়া কেন প্রিয়জনকে হৃদয়ে না লইলি? বটতলার পদকল্পতরুতে প্রথম ছয় ছত্র স্বতন্ত্র পদরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "আজুক রজনী কিয়ে কয়ল মুরারি" এই পাঠ ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তি স্থলে দৃষ্ট হইল। আর ২য় ছত্র স্থলেও "কৈছে পূরলি তুহু নাহক আশ।" আছে; পদামৃত সমুদ্রে—"কৈছন নাহ পূরায়ল আশ"।

কতহু যতনে বিধি করি অনুমান
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ ॥ ৪ ।
অখিল ভুবন মাহা তুহু বর নারী ।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি ॥
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার ।
লাখ বদন বিহি নাদিল হামার ॥ ৮ ।
আপনক গজমোতিহার উতারি ।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি ॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর ।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর ॥ ১২ ।
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান ।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান ॥ ১৬ ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ ॥

পদকল্পলতিকায় তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত নাই। পদামৃত সমুদ্রে ছত্র সন্নিবেশের বিভিন্নতা মাত্র দৃষ্ট হয়।

৭। পিয়া—প্রিয়। ৮। বিধাতা আমার লক্ষ মুখ দেন নাই। (একমুখে কি করিয়া বলিব?) ৯। গজমোতি-হার—গজমুক্তার হার। উতারি—খুলিয়া।

১১। কোর—কোল। ১২। ফুয়ল—(১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) আলুলায়িত। অক্ষয় বাবু "ফুয়ব"—অর্থে পুষ্পযুক্ত লিখিয়াছেন। "ফুয়ল কবরী উরে লোটায়"—জ্ঞানদাস (প, ক, ত, ২৪০,) "লোচন লোরে" প্রভৃতি কবিতা ও অন্যান্য বহু-স্থলে "ফুয়ল" শব্দ দৃষ্ট হয়, কোন স্থলেই পুষ্পযুক্ত অর্থ খাটে না, সর্বত্রই "আলুলায়িত" অর্থ প্রশস্ত। তদ্ভিন্ন "খুলিল" বা "খোলা" অর্থে ফুয়ল শব্দের প্রয়োগ এখনও আছে। ১৮। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

(৫)

তুহু রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল তুহুক না ভাঙ্গই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহু পরকার।
তুহুজন ভেদ করই নাহি পার॥ ৪।
যো খল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরনু লেহ॥
যব কোই বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দণ্ড দেই নিসরিতে পানি॥ ৮।
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥

১। গুণে নাহি ওর—গুণের সীমা নাই।

২। না ভাঙ্গই জোর—জোড় ভাঙ্গে না, বিছিন্ন হয় না।

৩—৪। কে কত প্রকার না করিয়াছে তথাপি তুইজনের ভেদ বা প্রণয় ভঙ্গ করিতে পারে নাই। অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াও তুইজনকে ছাড়াইতে পারে নাই। এখানে কোন কোন বাবুর ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি কৃত অপরাধের নির্দ্দেশ একেবারেই অসঙ্গত হইয়াছে।

৫—৬। পৃথিবীর সকল গৃহ বা সকল গৃহের লোক যেরূপ খল তাহাতে ক্ষীর ও নীরের সমান প্রণয় আর দেখা যায় না।

৭। কোই বেরি—কোন বার। অর্থাৎ কখন।

৯। উমড়ি পড়ু—(হুমড়ে পড়ে) উথলিয়া উঠে।

৭—১০। কেহ কখন যদি আগুনেরমুখে আনয়ন করিয়া জল বাহির করিবার জন্য ক্ষীর দণ্ড (শাস্তি, অর্থাৎ জ্বাল) দেয় তাহা হইলে ঐ তুধ তাপে উথলিয়া উঠে, বিরহ-বিয়োগে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়। অথবা—বিরহ-বিয়োগের পূর্ব্বেই ঝাঁপ দিয়া পড়ে, বা উথলিয়া পড়ে। আগ, আগে—(লুপ্ত সপ্তমী,) অগ্নিতে বা অগ্রে।

যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল ॥ ১২।
ভনহু বিদ্যাপতি এতনি স্নেহ।
রাধামাধব ঐছন লেহ ॥

---

(৬)

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগী বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ ॥ ৪।
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদ গদ ভেল ॥

১১—১২। তাহাতে যদি কেহ জল আনিয়া দেয় তাহা হইলে বিরহ বিয়োগ দূরে যায়। বিবাদ বিসংবাদ, আমোদ প্রমোদ, সাজ সজ্জা, লজ্জা সরম, মান সম্ভ্রম, আপদ বিপদ, বন্ধু বান্ধব, কাজ কর্ম্ম, রঙ্গ রহস্য প্রভৃতি যেরূপ প্রযুক্ত হয়, বিরহ-বিয়োগেরও প্রয়োগ সেই প্রকার।

১৩। এতনি—এত, এমনি, এই, এইটুকু। স্নেহ—এখানে স্নেহার্থে। সিনেহ, ণেহ, সুনেহ, লেহ, সণেহ, প্রভৃতি শব্দ স্নেহার্থক। এতন্মধ্যে কয়েকটী পরিবর্ত্তন বিষয়ে প্রাকৃত প্রকাশে, ৩য় পরিচ্ছেদে ৬৪তম সূত্র এবং ১০ম পরিচ্ছেদে ৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য।

১। আমার কানাই বড়ই চতুর।

২। বিনা সাধনে অর্থাৎ না সাধিয়া আমার মান ভাঙ্গিল।

৩। আজ যোগি-বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল।

৪। ইহ—এই। সমুঝব—বুঝিবে?

৫—৯। শাশুড়ীর কথায় অমি ভিক্ষা লইয়া গেলাম। সে কিন্তু আমার মুখ দেখিয়া বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িল

কহে তব মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝনু তব্ হাম সুকপট সোয় ॥ ৮।
যো কছু কহল তব্ কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর রাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই ॥ ১২।

---

(৭)

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে ॥ ৪।
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।

৮। সোয়—তাহকে। তখন আমি সেই কপটকে বুঝিলাম বা চিনিতে পারিলাম।

৯। তখন যাহা কিছু বলিল, বলিতে লজ্জা হয়।

১২। এক একখানি পাণ্ডুলিপিতে "তছু" পাঠ দৃষ্ট হইল। "সো" অপেক্ষা "তছু" পাঠ অধিকতর সঙ্গত। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুন্দরী রাই, তুমি সেই (বা তাহার) চতুরতা কি বুঝিবে ? সো—সে; তছু—তাহার।

৩। রসে রসে—রসালাপ করিতে করিতে, অনুরাগ প্রকাশ করিতে করিতে।

৪। রোখে—রোষে, ক্রোধভরে।

৬। হাসিয়া—অর্দ্ধ-বিনতি ভাব প্রকাশ করিল।

নাগর হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজ দরশি মনবাধা ॥ ৮।
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছুই বুঝই না পারিয়ে
তব্ কাহে রোখল কান ॥ ১১।
রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তায়ি মধ্যত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ ॥ ১৫।

---

(৮)

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত ॥
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল ॥ ৪।

৭—৮। নাগরের হৃদয়ে পঞ্চ বাণ হানিল এবং স্তন দেখাইয়া মনে বাধা বা পীড়ার উদ্রেক করিল।

৯। ঝুটক মান—অকারণ অভিমান। ঝুট—মিথ্যা।

১২—১৩। ক্রোধ সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার রহস্য প্রসারিত করিল, তাহারই মধ্যে বা মধ্য হইতে পঞ্চবাণের বা মদনেরও বিস্তার হইল। মধ্যত—মধ্য হইতে

৩। মূল—মূল্য। মূল্য জানে না অর্থাৎ তারতম্য বুঝে না।

৪। গুঞ্জা বা কুঁচ ও রত্নে সমান জ্ঞান করে।

যো কছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর-মুখে কি শোভয়ে পান॥

---

(৯) (105)

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচর ঝাঁপাই॥ ৪।
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়ল তঁহি নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম মকরন্দ॥

৫। যে কখনও কলারস কিছুই জানেনা। কভু স্থলে করু পাঠও দৃষ্ট হ
৮। বানরের গলায় মুক্তাহার কি শোভা পায়?

২। শুতলু—প্রভৃতি স্থলে শুতল পাঠও দৃষ্ট হয়।
৪। মুখে কাপড় ঢাকিয়া শুইয়া রহিলাম।
৬। আমাকে জাগাইল—সে নিদ্রা গেল। অথবা, আমাকে জাগাই তাহাতেই নিদ্রা গত হইল বা ঘুম ভাঙ্গিল।
৭। হে বিধি হে বিধি—আক্ষেপোক্তি। হেরিহি পাঠও দৃষ্ট হয়।

(১০)

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুল বাণ॥ ৪।
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥ ৮।
কুন্তল কুসুম দাম হরি নেল।
বরিহা মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥ ১২।

৩। কুসুম শয্যায় একলা শুইয়া ছিলাম।

৪। মদন মাত্র দোসর ছিল।

৮। আমি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া হাস্য লুকাইলাম।

৯—১০। কুন্তলের কুসুম দাম হরণ করিয়া লইল, পুনশ্চ আমাকে (তৎ-পরিবর্ত্তে নিজচূড়ার) ময়ূর পুচ্ছ মালা প্রদান করিল। বরিহা—বর্হ, ময়ূর পুচ্ছ। কোন কোন টীকাকার বরিহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে "বদলিয়া" পাঠ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, আর "বরিহা" পাঠ যে কোথাও দৃষ্ট হয় তাহার উল্লেখও করেন নাই।

১১। নাসার মুক্তা (অর্থাৎ নোলক) ও গলার হার।

১২। সযত্নে কত রকম করিয়া খুলিয়া লইল। উতারল—নামাইল, খুলিয়া লইল। পরকার—প্রকার, এখানে প্রকারে, রীতিক্রমে বা রকমে।

কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহু রসবতী পহু সব রস জান॥ ১৬।

---

(১১)

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহি দোতিক সঙ্গ॥ ৪।
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন নূপুরে॥ ৮।

১৩। কঞ্চুক—কাঁচুলি। ফুগইতে, ফুজইতে—খুলিতে, আলগা করিতে। বর্ত্তমান মৈথিলী ভাষায় "ফুজল" শব্দ "আলগা খোলা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে "ফুয়ল," (এলান, আলগা, খোলা) শব্দই প্রায় দেখা যায়, সম্ভবতঃ তাহার সহিত ইহা সম্বদ্ধ। ১২৮ পৃষ্ঠায় টীকা দেখ।

১৩—১৪। প্রভু কাঁচুলি আলগা করিতে গিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কাম উদ্দীপ্ত হইল, (আমিও) চোরকে (আলিঙ্গনে) বাঁধিলাম।

১৬। বটতলার পাঠ—"তুহু রসবতী পুন সব রসভাণ"। পহু—শব্দেরও প্রভু ভিন্ন, "পুনঃ" অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। স্থানান্তরে এ বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলের ন্যায় এখানেও প্রভু অর্থই প্রশস্ত।

৭। উরে—বক্ষঃস্থলে। উরজ—উরোজ, স্তন। পহিরল—পরিল, পরিধান করিল। বুকে কৃত্রিম স্তন করিয়া তাহার উপর হার পরিল।

পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত।
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল ॥ ১২ ।
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল ॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব ॥ ১৬ ।

---

(১২)

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি ॥
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ ॥ ৪ ।

৯। চলিতে প্রথমে বামপদ বিক্ষেপ।

১০। রতিপতি যেন ফুলধনু হস্তে নাচিতে ছিল। নাগরী-বেশের বর্ণনা করিতে করিতে রাধা নাগরের তদানীন্তন ভাব-স্মরণে বিহ্বল হইয়া এই কথা বলিয়াছেন।

১১—১২। দেখিয়া চকিত হইয়া আমি আদর করিলাম, আর মুখ নত (করিয়া রহিয়াছে) দেখিয়া কোলে লইলাম।

১৫। আমি স্তব্ধ হইয়া নাকে হাত দিয়া রহিলাম।

১। মেলি—মিলিয়া. সঙ্গে। বটতলার পাঠে ইকার নাই।

২। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে; কথায় কথায়; আলাপ করিতে করিতে।

৪। নিন্দে—নিদ্রায়। মঝু—আমার। ভরল—ভরিল।

শুতি রহলু হাম করি একচিত।
দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ॥ ৮।
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাচ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥ ১২।
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দূর ভেল॥
অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব॥ ১৬।

---

(১৩)

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ॥

৫। শুতি—শয়ন করিয়া।

৭—৮। স্বজনি! স্বপ্নের কথা শুন—(কিন্তু কিছু) বলিও না, পরিহাস করিতে গেলে পাছে কেহ অপবাদ রটনা করে। জনি—যদি, পাছে। হসইতে—হাসিতে, পরিহাস করিতে। ১০। শীঘ্র নীবির বন্ধন খুলিলাম। কাচ—বন্ধন।

১৩। তাহার ভয়ে কেশ ও বস্ত্র অন্যদিকে গেল অর্থাৎ খুলিয়া গেল। সুবিন্যস্ত কেশ ও বস্ত্রাদির সন্নিবেশ নষ্ট হইল। কোন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, বিদ্যুৎ চিরদিনের জন্য অন্যদিকে গেল!!!

১৪। সিন্দূর মুখে লাগিল, কাজল কপালে লাগিল।

১৫। অতয়ে—আঁতে, অন্তরে, এখানে অতএব নহে। কে কি (অন্তরে) মনে করিবে, অপযশ গান করিবে। পতিয়াব—প্রত্যয় করিবে।

আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ॥
অধরু আচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর॥
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুক কাম॥

---

(১৪)

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥

৩। আঙ্গিনা—উঠান, অঙ্গন। ৫। অধরে অঞ্চল প্রান্ত।
৬। ফুয়ল—খোলা, আলুলায়িত ; ক্রিয়া স্থলে খুলিল। ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।
৭। ঢীট—শঠ। ৮। হেম কটোর—এখানে স্তন যুগল।
১২। পড়ল—নিজন্তার্থক, পাড়িল, ফেলিল। চপল চন্দ্র চকোরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলিল।

৫। অঙ্গের এদিক ঢাকিতে ওদিক খুলিয়া যায়॥
৬। যদি ধরণী প্রকাশ পায় (বিদীর্ণ হয়) তাহাতে প্রবেশ করি।

করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায় ॥৮।
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই ॥ ১২।

---

(১৫)

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই ॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর ॥ ৪।
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর ॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল ॥ ৮।
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ ॥
হাসি মুখ নিরখয়ে ঢীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই ॥১২।

৮। পাঠান্তর—মলয় শিখরে যেন হিম না লুকায়।
১০। ব্রজরাজ—পাঠান্তরে যুবরাজ দৃষ্ট হইল।

---

৪ পাতল চীর—পাতলা কাপড়। ৫। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।
৯। দীঠ—দৃষ্টি। ১০। পীঠ—পেছন, পশ্চাৎ।
১১। ঢীট—শঠ, চতুর। নিরখয়ে—বটতলার পাঠ মোড়য়ে।
১২। ঢাকিতে গেলে অঙ্গে [অথবা সূক্ষ্ম দেহ] ঢাকা যায় না।

বিদ্যাপতি কহে তুহু আগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি ॥

---

(১৬) 112

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি।
তহি রতি টীট পীঠ রহু চোরি ॥
কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কি যাই ॥ ৪।
না কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পীয়াস দুধে কিয়ে যাব ॥ ৮।
কত মুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল ॥

১৩। অগেয়ানী—অজ্ঞানী, অবোধ।

১৪। আবার ফিরিয়া জলে প্রবেশ না করিলি কেন ?

১। আগোরি—আগলি, আগলাইয়া। বটতলার পাঠে ইকার নাই।

২। রতি-টীট—সুরত-চতুর। পীঠ—পশ্চাদ্দিকে। চোরি—গুপ্তভাবে।

৩। আখরে—অক্ষরে, সঙ্কেতে। ইঙ্গিতে বুঝাইয়া বলিলাম।

৫। আরতি—আগ্রহ-প্রকাশ, অনুরক্তি। অবুধ—অবোধ, অবুঝ।

৬। এখন বচন নির্ব্বাহ হইবে না।

৭। পীঠ আলিঙ্গনে—পৃষ্ঠেরদিক বা পশ্চাদ্দিক হইতে আলিঙ্গনে।

মুখ—মোড়ি—মুখ ফিরাইয়া।

নিশবদ—নিঃশব্দ।

সম্মুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস কি রণ ভেল দশন বিকাশ ॥ ১২ ।
জাগল শাশ, চলত তব্ কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ ॥

(১৭)

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ-চীর হামার ॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব, কিয়ে নীবিবন্ধ ॥ ৪ ।
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রসাতল গেল ॥
করে কি বুতায়ব দূরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব ॥ ৮ ।
(বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ ॥)

১২। দন্তের বিকাশ মাত্রে হাস্যের রণ হইল, অর্থাৎ উভয়ের হাস্যরূপ যুদ্ধে কোন প্রকার শব্দ হইল না, কেবল বদন স্মিত হইল। কিরণ পাঠ ও ধরা যায়।

২। কুচ-চীর—বুকের কাপড়। ঘগরি—ঘাগরা ; পদকল্পতরুতে 'সাগরি' আছে ; অর্থ—সকলি।

৪। কুচ ঢাকিব কি নীবি-বন্ধ আটকাইব ?

৫। বল্লভ হাসি বহু আলিঙ্গন দিল।

৭। বুতায়ব—নিবাইব। প্রদীপ দূরে, হাত দিয়া কি প্রকারে নিবাইব ?

(১৮)

জটিল শাশ ফুকরি তহি বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি॥ ৪।
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল,
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥ ৮।
যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব॥ ১২।
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহু বীজ ইহ কর দান॥ ১৬।

১। শাশ—শ্বশ্রূ ;শাশুড়ী। ফুকরি—ডাকিয়া, চীৎকার করিয়া।

২। বহুরি (বধূ) বাহিরে কেন দাঁড়াইয়া (আছে)।

৪। অবগাঢ়ি—অবগাঢ়, নিমগ্ন, এখানে, অভিভূত। ৭। পাণি—হাত।

৯। ফেরি—ফিরিয়া। ১০। বলিলেন এই শব্দ উহ্য।

১০—১২। বনদেব কুশল করিবে—এই (ইহ) একরেখা (অঙ্ক) বক্র (বঙ্ক) দেখিতেছি, বনে পশুপতির সেবা কর। বিশঙ্কউ—ভয় করিতেছি, আশঙ্কা করিতেছি। মৈথিল—বিশঙ্কহুঁ।

১৩—১৬। পূজার অনেক মন্ত্র তন্ত্র আছে, এ সে সব কিছু জানে না। জটিলা বলিল অন্য গুরু (দেব) কোথা পাইব, তুমিই ইহাকে বীজ (বীজমন্ত্র) দান কর।

এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহু জন ভেল এক ঠাম ।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম ॥ ২০ ।
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখী ।
“যব্ ইহ গৌরী- আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি ॥” ২৪ ।
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগি-চরণে পরণাম ।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥ ২৮ ।

---

(১৯)

কুচযুগচারু ধরাধর জানি ।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পাণি ॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ ॥ ৪ ।

২২ । ভাখী—ভাষা । কথা কহিল ; অর্থাৎ জটিলাকে বলিল ।

---

১ । ধরাধর—গিরি, ভূধর ; পর্ব্বত ।

২ । পৈঠব—প্রবেশ করিবে । জনি—পাছে । পাছে হৃদয়ে প্রবেশ করে এই ভয়ে প্রভু হাত দিল । ৩ । নাহ—নাথ ।

৪ । হরষ—হর্ষ ; সরস—সরোবর ; আনন্দ সরসে নিমগ্ন হইয়া চুম্বন করে ।

বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥ ৮।
তাকর বচনে কয়লু সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥ ১২।

---

(১১৬) (২০)

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥ ৪।
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধররাজ॥

৫। প্রিয়তমের মুখের কথা বুঝিতে পারি না। অর্থাৎ তাঁহার বচন অর্দ্ধস্ফুট।

৭। মোহে অনুভাবি—অনুভাবই; আমাতে বা আমার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া।

৮। ইহাতে কি সুখ পায় বুঝি না।

২। সে আপনার মনোরথ পরিপূর্ণ (করাইয়া লইল)।

৬। উয়ল—উদিত হইল, উঠিল।

৫—৬। মেঘ ভূতলে খসিয়া পড়িল। চারু গিরিরাজ উপরে উঠিল।

মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়লু সেই ঠাম ॥ ৮।
পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান ॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহনু হিয়ে আনল গোই ॥ ১২।
সোই রসিকবর কোরে আগোরি।
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি ॥
মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম ॥ ১৬।

---

(২১)

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর ॥ ৩।

৭—৮। আমি মরকত দর্পণ দেখিয়া, ঊর্দ্ধ অধঃ বিচার না করিয়া, সেই স্থানে পড়িলাম।

১০। তাকর—তাহার। ১১। সে আবার অঙ্গে বস্ত্র দিল।

১২। গোই—গোপন করিয়া। লজ্জায়, হৃদয়ে অনল লুকাইয়া, রহিলাম। বটতলার পাঠ—আন লাগই ; অর্থ অন্য (দিকে) লাগিয়া রহিলাম।

১৩। আগোরি—আগলাইয়া। ১৪। মোরি—আমার।

১৫। বীজইতে—ব্যজন করিতে, বাতাস দিতে। ঘুমনু—নিদ্রিত হইলাম।

১৬। অনুপাম—বটতলার পাঠ অনুমান।

এই কয়েকটি গীতের মধ্যে যে শ্লোক আছে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

২। পরতেক—প্রত্যক্ষ। ২—৩। স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, দূর কি নিকট,কিছুই

তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আতরে সুরধুনি ধারা।
তরল তিমির শশী শূর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু তারা ॥ ৭।
অম্বর খসল ধরাধর উলটল,
ধরণী ডগ মগি ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে ॥ ১১।
প্রলয় পয়োধি জলে জনু ছাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥ ১৫।

বলিতে পরি না বটতলার পাঠ—"আপন কি পরতেক" অর্থ আপনার, কি ভিন্ন ভিন্ন (প্রত্যেক); অন্যের ?

৪। সম্ভায়ল—সম্ভূত হইল, উদ্ভূত হইল বা রহিল।

৫। আতরে—অন্তরে। পদামৃত সমুদ্রে আঁতরে।

রূপকের বিশেষ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, রসিক পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

৬। তরল তিমির চন্দ্র সূর্য্য গ্রাস করিল। শূর—সূর্য্য।

৯। ডোলে—দোলে।

১১। চঞ্চরীরগণ—ভ্রমরীগণ। করুরোলে—ঝঙ্কার করে।

১২। যেন প্রলয় পয়োধির জলে ঢাকিয়া ফেলিল।

১৩। এত যুগের অবসান কাল নহে।

১৪। বিপরীত কথা কে প্রত্যয় করিবে ?

(২২)

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপল চন্দ ॥ ৪।
ফণী মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল ॥ ৮।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিযতিক হু
ঐছন সকল শোহে ॥ ১২।
নাকর গোপনে, নিজ পরিজনে
ইহ বুঝি অনুমান।

২। ধন্দ—সন্দেহ ; এখানে দ্বন্দ্ব বা মিলনও হইতে পারে।

৩—৪। যেন জলধরকে চপলায় বা বিদ্যুতে ঢাকিল, অথবা চন্দ্র নীলোৎপলকে আচ্ছাদিত করিল।

১—৪। কোন কোন মহাজন এইরূপে ব্যাখ্যা করেন—সখি বল বল—নিকুঞ্জমন্দিরে বিদ্যুৎ জলধরকে কি চন্দ্র নীলোৎপলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে আজি, এই বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

৬। ময়ূরী অন্যত্র (আনত) গমন করিল!

৮। তরল—চঞ্চল—"উর্ম্মিভিস্তরলা বভুব"—রাধামোহন

১১। তুরিযতিক হু—তৌর্য্যত্রিক হইয়া।

১২। শোহে—শোভে। ১৩। নাকর স্থলে বটতলার পাঠ নাবক।

বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কো ন জান ইহ গান ॥ ১৬।

---

(২৩)

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়ক অভিলাষ ॥
মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ ॥ ৪।
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস ॥
শ্রম জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি ॥ ৮।
কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পঁহু দিল পাণি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি ॥ ১২।

৩। মানায়ত নায়র—নাগর মানাইল বা স্বীকার করাইল। পদামৃতসমুদ্রে "মানত।"

৮। যেন কনককমলে মুক্তা ফুটিয়া আছে।

১০। পাছে ভাঙ্গিয়া পড়ে (এই আশঙ্কায়) প্রভু হাত দিল।

১২। কি, কৈছে—এই দুইটী কিম্ শব্দ সম্ভবতঃ লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ বসিয়াছে। একটী হইলেই অর্থ ভাল হয়।

(২৪) (120)

বগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা ।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা ॥ ৪ ।
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা ।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা ॥ ৭ ।
কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন,
কল রব নূপুর বাজে ।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে ॥ ১১ ।
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ ॥ ১৫ ।

১। খোলা চুল মুখমণ্ডলে মিলিত হইয়াছে ; (পড়িয়াছে)। ৪। বহি—বহিয়া, মুছিয়া, ভাসিয়া। ৬। রাখবি—রাখিবে, কার্য্য স্থগিত করিব। "তদ্ভ্রমং যদি স্থগয়সি তদা হরিহরাদয়ঃ কিং করিষ্যন্তি কিমুত তবাধীনোঽহং"—ইতি রাধামোহনঃ॥ ৯। পদকল্পলতিকার পাঠ ঘন ঘন নূপুর বাজে।

১৪। বিদ্যাপতি-পতি—শ্রীকৃষ্ণ। "অনন্তদাস-পঁহু" "রায়বসন্তের পঁহু বিনোদিয়া"—ইত্যাদি পদে বৈষ্ণব কবিরা শ্রীকৃষ্ণকে আপন আপন "পতি", "নাথ" "প্রভু" "প্রাণ-নাথ" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। গাহক—গ্রাহক, খরিদ্দার ; বিলোড়ন বা মন্থনকারীও হইতে পারে। গাহকের পাঠান্তর ...ক।

১৪—১৫ বিদ্যাপতির পতি (শ্রীকৃষ্ণ) ঐরসে সুরসিক ; যেন যমুনায় ... তরঙ্গ মিলিয়াছে। বিপরীত মিলন বর্ণনপ্রসঙ্গে যমুনা ও গঙ্গা-তরঙ্গ ...নায়িকার সহিত উপমিত হইয়াছে (রূপক)।

...কল্পলতিকায় ভণিতা নাই, পাঠেরও সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

(২৫)

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥ ৪।
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুনঃ মাতল দুঁহু শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥ ৮।

---

(২৬)

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥ ৪।
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥ ৮।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥

৬। পাঠান্তরে—"রহি রহি চুম্বই নাহ বয়ান" দৃষ্ট হইল।

৬। পারা—যেন, (প্রায় শব্দজ)। যেন দেবতা :কর্ত্তৃক বিষম
হইয়াছে—তোমায় যেন দেবতায় ভয়ানকরূপ আঘাত করিয়াছে।

৯। আচরে—অঞ্চলে। ১০। সাখি—সাক্ষ্য।

বিদ্যাপতি কহ একথা দড়।
গোপত পীরিত বিষম বড়॥ ১২।

---

(২৭)

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখি করি খত লিখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরু জন আশ॥ ৪।
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥ ৮।
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহু তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ॥ ১২।

১১। দড়—দৃঢ় শব্দজ; নিশ্চিত। গোপত—গুপ্ত।

২। সাখি—সাক্ষী। ৫। আন—অন্য। ৮। কোলে

৯। কবচ—খত। ঐরূপ খত যখন হাতে পাইব।

মাধব যদি তুমি আমার প্রণয় চাহ, তাহাহইলে মদনকে সাক্ষী করিয়া খত লিখিয়া দাও, যে কেলিকদম্ব বিলাস ছাড়িবে, নিজ গুরুজনের আশা পরিত্যাগ করিবে, আমা বিনা স্বপ্নেও অন্যকে দেখিবে না, আমার কথায় জল খাইবে, রাত্রি দিন আমার গুণ গায়িবে, অন্য যুবতীকে কোলে লইবে না। এই মর্ম্মে লিখিত কবচ বা খত যখন হাতে পাইব তখন তোমার সঙ্গে মর্ম্মের কথা কহিব।

(২৮) 124

চরণ-নখর-মণি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান ॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই ॥

পদকল্পলতিকায় সামান্য পাঠ ভেদ দৃষ্ট হইল, ভণিতাস্থলেও "কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারী। প্রেম অমিয়া রসে লুব্ধ মুরারি ॥" এইরূপ পাঠ আছে।

১—২। চরণের নখররূপ মণি রঞ্জন করা হয় যদ্দারা ; পায়ের নখ কাটিবার নরুন। তাহার ছাঁদ বিশিষ্ট হইয়া গোকুলের চাঁদ ধরণীতলে লুটিয়া পড়িল অর্থাৎ পায়ের নখ কাটিবার সময় নখরঞ্জনী বা নরুন্ যে ভাবে থাকে গোকুলের চাঁদ সেইরূপ ভাবে আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গ ধরণীতলে লুণ্ঠিত করিল। ইহা রাধা-মোহনাদি মহাজনের ধৃত অর্থ।

৩। ঢরকি ঢরকি—ঢলকি, বা ঢলকে ; উচ্ছ্বলিত হইয়া। লোর—জল।

৫। লাগল কুদিন—মন্দ বা অশুভক্ষণ উপস্থিত হইল। কয়লু—করিলাম।

৭—৮। রোষরূপ তিমির এত বৈরী কে জানে ? তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপ রত্নও গৈরিক বা গেরিমাটির ভাবাপন্ন বা সমান বোধ হইয়াছিল।

৯। ভাগি—ভাগ্য। ১২। মোহে—আমাকে ; ভালে পাঠও দৃষ্ট হয়। রোয়সি কাহে—কেন কাঁদিতেছ ?

আক্ষেপ, অনুযোগ, প্রবোধ ও বিরহ।

——**——

(১)

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর-বিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
ইহ সব শবদ পশিল যব্ শ্রবণে।
তব্ বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহু কানুক হাত॥
যতনে ধরলি ধনি আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুহু তব ছোড়ি নিসোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥

২। ফুকরই—ফুকারি, স্পষ্ট শব্দ করিয়া। ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৬। পয়াণ—প্রয়াণ।

৭। "সব" পাঠের পরিবর্ত্তে, "ধর" পাঠও দৃষ্ট হয়।

১৪। নিসোয়াস—নিশ্বাস। পুহু—পুনর্ব্বার। পাঠান্তর—দুহু।

(২)

মাধব ! বিধু বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা ॥
তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু, দীনা ॥ ৪।
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠয়ে তরাসে ॥
লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল ॥ ৮।
আনত বয়ানে রাই হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন।
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত ॥ ১২।

---

(৩)

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাঙন মালা ॥ ।

৪। পরতাপে—প্রতাপে। হরু—হরণ করে, এখানে হৃত। সেইজন্য দীন-ভাবাপন্না। ৫। শুতলি—শয়ন করিল। ৭। লোরহি—নয়ন জলে। সপ্তমী-স্থলে হি। ৮। কৃশ হস্তের ভূষণ ভূতলে পড়িয়া গেল। (মিলিল।)

৯। গীম—গ্রীবা। আনত—অবনত।

১০। মাটীতে আঁক কাটিতে কাটিতে অঙ্গুলি ক্ষত বিক্ষত হইল। ছীন—ছিন্ন।

১১। "সোঙরি"—স্মরণ করিয়া। পাঠান্তরে "উচিত" দৃষ্ট হইল। পদামৃত সমুদ্রের পাঠও অবিকল এইরূপ।

২। বারি ঝরু নীঝর—নির্ঝরবৎ জল ঝরিতেছে। ৩। সাঙন—শ্রাবণ। ঘন সাঙনমালা—শ্রাবণ ঘনমালা, শ্রাবণমাসের মেঘমালা।

পুনমিক ইন্দু   নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল-   কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা ॥ ৭।
উপবন হেরি   মূরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই   ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব ॥ ১১।
ঐছন হেরি   তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহু করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ   নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার ॥ ১৫।

---

(৪)

সখিহে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বরকে জীবন   কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা ॥ ৩।

৪—৫। পূর্ণিমার চন্দ্র বিনিন্দিত মুখ এক্ষণে ক্ষীণ শশি-লেখার ন্যায় হইয়াছে। অর্থাৎ শোভার অনেক হ্রাস হইয়াছে।

৬। কাঁতি—কান্তি।

১১। গালে হাত দিয়াই থাকে। ১২। তুরিতে—শীঘ্র।

১৫। কুলিশক সার—বজ্রের সারভাগের ন্যায় কঠিন।

২। বরকে—কামুকে, লম্পটে। বর=কামুক; অবজ্ঞার্থে—ক প্রত্যয়।

৩। ঠামা—ঠাঁই, স্থানে। এক ঠামা—এক স্থানেও অর্থাৎ একটুও।

ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘুগুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে চাই ॥ ৭।
মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানন ন ভেলা।
আপন চতুরপণ পরহাতে সোঁপনু
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেলা ॥ ১১।
এতদিনে আনু ভাণে হাম আছনু
অব বুঝনু অবগাহি।
আপন শূল হাম আপহি চাঁচনু
দোখ দেয়ব অব কাহি ॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কে নাহি জানে ॥ ১৯।

৪—৫। ঝাঁপন—ঢাকা, লুকান। লুকান কূপ দেখিতে পাই নাই—চলিয়া আসিতে পড়িয়া গিয়াছি। বটতলার পাঠ—ঝাঁপয়ে।

৭। পরে এখন—উত্তীর্ণ হইতে চাই। ৮। মানুখ—মানুষ।

৯। জানন—পরিজ্ঞাত। পহিলহি—প্রথমে। প্রথমে চেনা যায় নাই।

১১। হৃদয় হইতে গর্ব্ব দূরে গেল। ১২। আনু ভাণে—অন্য ভাবে, অন্যরূপে। ভালে পাঠ ও দেখা যায়।

১২—১৫। এতদিন আমি অন্যভাবে ছিলাম, এইবার মগ্ন হইয়া (অবগাহন করিয়া) বুঝিতে পারিয়াছি। আমি নিজের শূল নিজেই চাঁচিয়া লইয়াছি, এখন কাহার দোষ দিব? ১৭। মনে অন্য কিছু ভাবিওনা। (গণনা করিওনা)।

১৮। প্রেমের জন্য জীবনেও উপেক্ষা করিতে হয়।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি ।
হাম নহু শঙ্কর, হউ বরনারী ॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ ।
মালতী মাল শিরে, নহ গঙ্গ ॥৪ ।
মোতিম বন্ধ মৌলি, নহ ইন্দু ।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দূর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ সার ।
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার ॥ ৮ ।
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল ।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক ॥ ১২ ।

১। কতিহুঁ—কেন। মদন কেন আমার তনু দগ্ধ করিতেছ, আমি শঙ্কর নহি, কামিনী। হউ—হই। হুঁ পাঠ সঙ্গত, কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকে দৃষ্ট হইল না।

৫। মোতিম বন্ধ মৌলি—মুক্তাবাঁধা চূড়া ; মুক্তা খচিত কিরীট। মৌলি শব্দে এখানে সংযত কেশ অপেক্ষা কিরীট অর্থ প্রশস্ত। কারণ, পূর্ব্বেই বিলম্বিত বেণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। উরে—(বক্ষে) ফণিরাজ নহে, মণিহার মাত্র রহিয়াছে।

১০। ইহা বিলাস কমল, নর-কপাল নহে।

Cf. "হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ ॥
মলয়জরজো নেদং ভস্ম, প্রিয়বিরহিতে ময়ি ।
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি ॥"

—জয়দেব ।

এই ভাবে রামবসুর কৃত দুটী গান আছে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

(১)

"আমি নারী, হর নই, শুনহে মদন।
বিনা অপরাধে কেন বধরে জীবন॥
এ যে বেণী, ফণী নয়—নহে জটাজুট।
কণ্ঠে নীলকান্ত-আভা নহে কালকূট॥
ললাটে সিন্দুর বিন্দু চন্দন দেখিয়ে।
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন শশী হুতাশন॥"

(২)

"হর নই হে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি, করোনা আমার দুর্গতি॥
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥
ক্ষীণদেখে অঙ্গ আজ অনঙ্গ একি রঙ্গ হে তোমার—
হরভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বার বার—
ছিন্ন ভিন্ন কেশ, দেখে কও মহেশ চেননা পুরুষ প্রকৃতি॥
হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, বৈরী হয়োনা আমার—
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, নহে এতো জটাভার—
বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা, যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি॥
কণ্ঠে কালকূট নহে দেখ পরেছি নীলরতন
অরুণ হলো লোচন, করে পতি বিরহে রোদন—
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধুসর মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥"

মৈথিলী পদাবলীতে মিথিলায় প্রচলিত ইহার একটী পাঠান্তর দৃষ্ট হইবে।

(৬)

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই ॥ ৪ ।
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥ ৭ ।
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী ॥ ১১ ।
রাধা সঞে যব গুণতহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা।

এই কবিতায় শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমতী আশ্চর্য্য প্রণয় বিকার বশে কখনও আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া রাধার বিরহ সহিতেছেন, কখনও আপনাকে রাধা বোধে কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইতেছেন।

Cf. "রাধারে ভাবিয়া রাধা হয়েছেন হরি।
আপনারে আপনি ফিরেন তত্ত্ব করি" ॥

৪। লুবধাই—লুব্ধ হইয়া, মুগ্ধ হইয়া।

৮। ভোরহি—ভোর বা বিহ্বল হইয়া।

১২। গুণতহি—গণনা করে, ভাবে। অনেক স্থলেই পাঠ পুন তহি। এস্থলে "সঞে"র ব্যবহার বিশেষ দ্রষ্টব্য। পদামৃতসমুদ্রে "তহি" নাই, কেবল পুন পাঠ আছে।

দারুণ প্রেম তব হি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥ ১৫।
দুহুদিশ দারু-দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৯।

---

(৭)

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব ?

১৬। দারু-দহন—বৃক্ষের অগ্নি, দাবানল।

অনুক্ষণ মাধবকে স্মরণ করিয়া সুন্দরী মাধব হইল, অর্থাৎ সুন্দরীর মাধবাবেশ হইল। নিজের গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের স্বভাব ভুলিয়া গেল। ১—৪।

মাধব তোমার প্রেম অপরূপ; তোমার প্রেমবশে রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণ ভাবিয়া আপনার বিরহে আপনি জরজরতনু হইয়াছে—জীবনেই সন্দেহ উপস্থিত। বিহ্বল হইয়া কাতর দৃষ্টিতে সহচরীকে দেখিতেছে নয়ন জলে ছল ছল করিতেছে—অনুক্ষণ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে রাধা রাধা বলিতেছে। ৫—১১।

যখন আপনাকে রাধা বোধ করে তখন মাধবকে ভাবে। যখন মাধবাবেশ হয়, অর্থাৎ যখন আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান করে, তখন রাধাকে স্মরণ করে। দারুণ প্রেম তখনও ভাঙ্গেনা বিরহের যন্ত্রণা (বাধা) বাড়ে। ১২—১৫।

দুই দিকে দাবানল জ্বলিলে যেরূপ কীটের প্রাণ আকুল হয়—বল্লভকে দেখিয়া অবধি সুধামুখীরও সেই দশা হইয়াছে। ১৬—১৮।

১। নিচয়—নিশ্চয়। নিশ্চয় পাঠ ও দেখা যায়।

তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥ ৪।
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিখো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥ ৮।
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥ ১২।
পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬।

৩। মঝু—আমার। ৫। সহি—সখী। ৯। সোইত—সেই ত।
১০। আমার দেহ যেন নিয়ত তাহাতেই থাকে।
১১। সেই প্রিয়তম যদি কখনও বৃন্দাবনে আসে।
১৪। আনল মাহ—অনল মাঝে।
পদামৃত সমুদ্রে পাঠের কিছু প্রভেদ এবং গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখা গেল।

Cf. "দেহ দাহন করোনা দহন দাহে।
ভাসাইওনা মোরে যমুনা প্রবাহে॥
সব সহচরী, ছুটী করে ধরি
বাঁধিও তমাল ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি
আসেগো আমার প্রাণের হরি
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ সমীর পরশে শরীর
জুড়াইব সেই কালে॥"

(৮)

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥ ৪।
নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম।
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥ ৮।
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুণ-দুলহ করে দিহে জল-দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১২।

পদকল্পতরু ও পদকল্পলতিকার পাঠে সামান্য প্রভেদ মাত্র পরিলক্ষিত হয়। আমাদিগের পাঠের অনেক অংশই পদকল্পলতিকানুসারে সঙ্কলিত।

৪। পরণাম—প্রণাম। ৫। পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠ "সখীগণ গণইতে লৈও মোর নাম।" লিহে—লইও; লয়।

৬। আমার প্রিয় সুরসিক, কিন্তু বিধাতা বাম হইল।

৭। উদেশে—উদ্দেশে। ৮। অবসর বুঝিয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করিও!

৯। পহু—প্রভু। পুনর্ব্বার অর্থেও পহু এবং পুহু শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ১৫৩ পৃষ্ঠায় আমরা পুহু শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি।

১০। দুলহ—দুর্লভ। ৯—১০। প্রভু যেন দিনে একবার আমার নাম করেন—ও অরুণ দুর্লভ করে জলদান করেন। অর্থাৎ প্রত্যহ যেন শ্রীহস্তে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া আমার তর্পণ করেন। অরুণ-দুর্লভ—অর্থ, অরুণ কান্তি-বিশিষ্ট এবং দুর্লভ।

১২। পদকল্পতরুর পাঠ—"দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি।"

(৯)

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত॥

---

(১০)

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।*
নয়নের জল দেখ বহয়ে হিল্লোল॥

৩। রোদিতি—রোদন করিতেছে। ৪। ধাবই—ধাইতেছে।
৫। অব—এখন। ৬। বুলে—বেড়ায়, ভ্রমণ করে, বিচরণ করে।
১০। বাধা—যন্ত্রণা, উপদ্রব, পীড়া। ১১। নীত—(নীতিশব্দজ) উপদেশ।
পদকল্পলতিকার পাঠ কিছু ভিন্ন ; এবং ভণিতাস্থলে গোবিন্দদাসের নাম আছে। পদামৃতসমুদ্রে ভণিতা বিদ্যাপতির, কিন্তু শেষ ছত্রে "অব" শব্দ নাই।

---

* করুণ রসাত্মক শব্দ ; কাতরতা-প্রকাশের ধ্বনি। ৬০ পৃষ্ঠার পাঠান্তরে দেখ।

শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নাগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যামুন তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর॥ ৮।
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুল ধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান॥ ১২।

---

(১১)

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় স্বজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥ ৪।
নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥ ৮।

৬। সগরি—সকলি; শূন—শূন্য। ৯—১০। সহচরীগণের সহিত যেখানে ফুলবর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা (সেই স্থান) দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব? ধারী—(ধারা বা ধার শব্দজ)—বৃষ্টি, বর্ষণ।

১২। সেইখানে কানাই কৌতুক করিয়া লুকাইয়া আছেন।

৫। নিন্দ—নিঁদ, নিদ্রা, ঘুম।

কোন কোন টীকাকার "নিন্দ" শব্দের পরিবর্ত্তনে "আনন্দ" শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন!!! পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিভিন্নতা নাই।

(১২)

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি ॥ ৪।
সজনি! কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে,
নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার ॥ ৭।
নারীর দীঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে ॥ ১১।
আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ,
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিতে,
তুরিতহি মীলব কান ॥ ১৫।

২। একতিল সময় চারি যুগের মত বোধ হয়।

৫। পরকার—প্রকার এখানে উপায়।

১০—১১। যদি পাখী হইতাম, নাথের পাশে উড়িয়া যাইতাম—তাঁহার নিকট সব দুঃখ কহিতাম।

১২—১৩। আমার প্রিয়কে আনিয়া দিয়া আমার জীবন রক্ষা করে এরূপ দয়ালু কে আছে?

১৫। তুরিতহি—শীঘ্র। পদামৃত সমুদ্রে পাঠের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দেখা গেল না। মীলব—মিলিবে।

(১৩)

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥ ৪।
স্বজনি! আজু শমন-দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয় ॥ ৭।
ঘন ঘন-গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥ ১১।
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-বর
মিলব পঁহু গুণবন্ত ॥ ১৫ ॥

১। তাপিনী—বিষাদিনী, দুঃখিনী। ২। দোসর—দ্বিতীয়।

৩। পরবেশ—প্রবেশ, প্রারম্ভ। ৭। দেখিয়া আমার জীবন বাহির হয়। পাপিহা—পাপিয়া।

৮—৯। ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া আমার জীবন চমকিত ও অন্তরা কম্পিত হইতেছে।

১০—১১। নিদারুণ পাপিয়া তাহার (মেঘের) কোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিউ পিউ শব্দে স্মরণ করাইয়া দেয়, অথবা—নিদারুণ পাপিয়া চারিদিকে পিউ পিউ শব্দে তাহার (নাথের) কোল স্মরণ করাইয়া দেয়।

১২। আগি-দহন—অগ্নির সন্তাপ। ১৩। জানলু—জানিলাম।

১৩। পঁহু, পহু—প্রভু। ১৫৩ এবং ১৬২ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪)

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম ।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম ॥ ৪ ।
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ ॥ ৭ ।
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু,
অব দরশনহুঁ সন্দেহ ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ ॥ ১১ ।
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান ॥ ১৫ ।

১—৪। মাধব আর কত দিন মথুরাপুরে থাকিবে, বিধাতার বিমুখ হওয়া কতদিনে ঘুচিবে। দিন গণনার জন্য অঙ্কপাত করিয়া করিয়া নখ ক্ষয় করিলাম। (সে বুঝি) গোকুলের নামও ভুলিয়া গিয়াছে। ৫। হরি হরি—আক্ষেপোক্তি।

৬। স্নেহ স্মরণ করিয়া করিয়া, আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া গেল।

৮। পিয়ারী—প্রিয়তমা। ৯। এখন দেখাও সন্দেহ।

১০—১১। ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমণ করিয়া সকল কুসুমে বিহার করিয়াও কমলিনীর স্নেহ বিস্মৃত হয় না। ১২। আশ নিগড় করি—আশা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া।

১৩। এখনই প্রাণ যে করিতেছে। ১৪। বিদ্যাপতি বলিতেছে, আশাহীন হইওনা, সে সুন্দর কানাই আসিবে।

কৃষ্ণনগরের প্রাচীন পুথিতে শব্দগত পার্থক্য দৃষ্ট হইল। দ্বিতীয় পঙক্তি স্থলে "বিহী হোয়ত বামা রে" আছে। এইরূপ সামান্য সামান্য পাঠান্তর ভিন্ন অন্য প্রভেদ নাই।

(১৫) (৩৭)

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত ॥ ৪।
জানন্থু রে সখি, কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নহি দেল ॥ ৭।
এত দিন তনু মোর সাধে সাধায়নু
বুঝনু আপন নিদান।
অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ-পরাণ ॥ ১১।
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ১৫।

১। তাপায়লু—তাপায়ল। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তাপাতনু।

১—৩। সুশীতল চন্দ্রকিরণও তাপ-প্রদানে উত্তপ্ত করিল। বসন্তও কালস্বরূপ হইয়াগেল। কান্ত কাকমুখে (ও) সংবাদ পাঠাইলেন না।

৭। ফিরে দেখা দিল না। ৮। সাধে সাধায়নু—আশায় আশ্বাস দিয়াছি।

৯। নিদান—অবসান, শেষ, পরিণাম। ১০। অবধির—(বিরহ শেষ হইবার) আশা, (কাহিনী হইল) কথামাত্রে বা গল্পমাত্রে পরিণত হইল।

১৩। কাহে সমুঝায়ব—(সম্‌ঝাইয়া দিব)—কাহাকে বুঝাইব।

১৪। প্রিয়তমের এই বিচ্ছেদ তাপ সমুদ্রাগ্নিরও অধিক হইল।

পদামৃত সমুদ্রের ৫ম ছত্র এইরূপ ঃ—

"জানলু রে সখি জানলো রে, কিয়ে মোর কুদিবস ভেল ॥"

(১৬)

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে ।
মলয়ানিল হিম- শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে ॥ ৪ ।
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল ।
সময় বসন্ত কান্ত রহু দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল ॥ ৮ ।
অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয়ে নয়ান ।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ ॥ ১২ ।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত ।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত ॥ ১৬ ।

৩ । সিধায়ল—(গ্রাং সেঁধুল) প্রবেশ করিল ।

৫ । উতাপই—সন্তপ্ত করে । অধিক—আরও ।

৬ । উতরোল—উচ্চশব্দ, ঝঙ্কার । এখানে উচ্চ শব্দ করে বা ঝঙ্কার করে ।

৯ । অনিমিখ—অনিমিষ । ১০ । তিরপিত—তৃপ্ত ।

১২ । পাঠান্তর, "এ সুখ সময়ে সহজে", পদামৃত সমুদ্রের পাঠ । "এ সব সময়ে সহয়ে" ।

১৪ । পরিযন্ত—(পর্য্যন্ত) পরিণাম । ইহার পরিণাম কি জানি না ।

১৬ । নিকরুণ অন্ত—নির্দ্দয়ের শেষ, অতিশয় নিষ্ঠুর অথবা নিষ্ঠুর হৃদয় ।

(১৭) (১৫১)

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল কুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥ ৪।
আব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব, কো কব তাহ? ৮।
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥

---

(১৮) (১৫২)

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যতগুণ বিসরিত ভেলা॥ ৪।

১। বন-অন্ত—বন মধ্যে। ২। অব—এখন।

৩। বিথার—বিস্তার। ৫—৬। এই সময়ে যদি গিয়া কৃষ্ণকে সংবাদ দাও তাহা হইলে তিনি আসিবেন—আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে।

৭—৮। এই সুখের সময়ে আমার সেই নাথ কাহার সহিত বিলাস করিবেন, কেইবা তাঁহাকে বলিবে (সংবাদ দিবে)?

১। আমি ভাগ্যহীনা কেহ সঙ্গী হইল না।

২। বহি গেলা—বহিয়া গেল, কাটিয়া গেল।

৫। পূরবক—পূর্ব্বের। বিসরিত—বিস্মৃত।

মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই ॥ ৮।

(১৮ ক) (143)

কানুসে কহবি কর জোরি।
বোল দুই চারি শুনায়বি মোরি ॥
মুঝে কত পরিখসি আর।
তুয়া আরাধন বিদিত সংসার ॥ ৪।
হামুছন না টুটব লেহা।
সুপুরুখ বচন পাষাণক রেহা ॥
বিদ্যাপতি কহ রাই।
কানু সমুঝাইতে হাম যাই ॥ ৮।

৮। সমঝাইতে—বুঝাইতে।

১—২। কানুকে করযোড়ে বলিবে, আমার দুই চারিটি কথা শুনাইবে।

৩। মুঝে—আমাকে। পরিখসি—পরীক্ষা করিতেছ।

৪। তোমার আরাধনা, অর্থাৎ আমি যে তোমাকে আরাধনা করি, তাহা সংসারের সকলেই জানে। এই এই ছত্র স্থলে পদকল্পলতিকায় পাঠ—

"বিকল পারত পিয়া সরবসী
অনুপম রূপ পিয় হসি হসি ॥"

৫। হামুছন—আমার সঙ্গে।

ভণিতা পদকল্পলতিকায় এইরূপ—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি সাই।
না কর মিনতি মনে মিলব মাধাই ॥"

9/c 137

(১৯)

124

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥ ৩।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥ ৭।
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ ১১।
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ ১৫।

৪। সন্ততি—সতত; সর্ব্বদা ঝড়, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে।

৫। বরিখন্তিয়া—বৃষ্টিপাত হইতেছে। ৬। পাহুন—নিষ্ঠুর। পাষাণ অর্থে "পাহন" শব্দ অদ্যাপি মিথিলায় ব্যবহৃত হয়। "পাহুন" কথাটী পাহনেরই রূপভেদ। ষ স্থানে খ ও খ স্থানে হ (প্রাকৃত প্রকাশ। ২। ২৭) আদেশ ভাষাবিৎ সকলেই বুঝিবেন। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "বাহুন" দৃষ্ট হইল। ১০। দাদুরী—দর্দ্দুর, ভেক। ১১। বুক (ছাতি) ফাটিয়া যায়।

১২—১৩। পঙ্‌ক্তির পাঠ বটতলার ছাপায় এইরূপ :—

"তিমির ভরি ভরি, জোর যামিনী
স্থির বিজুরি পাঁতিয়া ॥"

১৩। পাঁতিয়া—পংক্তি, শ্রেণী। থির—স্থির। বিদ্যুতের পঙ্‌ক্তি এত ঘন ঘন দৃষ্ট হইতেছে যে, উহা যেন স্থির বলিয়াই বোধ হয়।

১৪। গোঙায়বি—যাপন করিবে। ১৫। রাতিয়া—রাত্রি।

(২০)

স্বজনি কো কহু আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই ॥ ৩।
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা ॥ ৭।
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এতনু আশে।
হিম-কর-কিরণে নলিনী জদি জারব
কি করবি মাধবী-মাসে ॥ ১১।
অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নবযৌবন, বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি
অব্ নাহি হোত নিরাশ।

৩। পতিয়াই—প্রত্যয় হয়। ৬। বরিখ—বৎসর। "বরখ" শব্দই অধিক দৃষ্ট হয়। ৭। বটতলার পাঠ—"খোয়নু এতনুয়াক আশা।"

১০—১১। চন্দ্রের কিরণেই যদি নলিনী জর্জ্জরিত হয়, বসন্তকালে (বা বৈশাখ মাসে) কি করিবে ?

১২—১৩। যদি তপন তাপে অঙ্কুর জ্বলিয়া যায় তাহা হইলে জল-প্রদ মেঘের সঞ্চারে কি হইবে ? মেহে—মেঘে। প্রাকৃতে খ, ঘ, থ, ধ, ভ—হ হয়।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে কোন প্রভেদ নাই, কেবল অগ্র পশ্চাৎ সন্নিবেশের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা উপলক্ষিত হয়।

সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৯।

(২০ ক) (146)

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥ ৪।
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥ ৭।
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥ ১১।
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥ ১৫।

১—৪। এই কয়েক ছত্র পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাতেও আছে। সাদৃশ্য হেতু, সংখ্যা করণ কালে স্বতন্ত্র গণনা না করিয়া "২০ ক" বলিয়া এই পদের নির্দ্দেশ করা হইল।

৬। সুখায়ব—শুকাইবে, শুষ্ক হইবে।

৯। বরিখব আগি—অগ্নি বর্ষণ করিবে। ১১। অন্বয় ও অর্থ অস্পষ্ট।

১৩। সুরতরু—কল্পতরু। বাঁঝ—বাঁঝা, বৃক্ষ পক্ষে বাঁড়া; বাঁঝ কি ছান্দে—ফলহীনের ন্যায়। "বন্ধ্য ইব ইত্যর্থঃ।"—ইতি রাধামোহন ঠকুরস্য ব্যাখ্যায়াং।

১৪। ঠাম—স্থান। ১৫। ধন্দে—সন্দেহে।

(২১)

কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী
মুদি রহয়ে দু নয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কাণ ॥ ৪।
মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥ ৭।
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥ ১১।
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিব সিংহ নরপতি
লছিমাদেবী পরমাণ ॥ ১৫।

---

(২২)

যহুঁক বিরহ ডরে চীর চন্দন
উরে হার না দেলা
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা ॥ ৩।

৫। শুন কাহ্নাই বচন হামারি—পদামৃত সমুদ্র।
৬। দুবরি—দুর্ব্বল।
১৩। চতুর্দ্দশীর চন্দ্রবৎ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে চন্দ্র যেরূপ ক্ষীণ হয় তদ্বৎ।

১—৩। যাহার বিরহের ভয়ে বস্ত্র, চন্দন, বা হার বক্ষঃস্থলে দিই নাই—সে এখন গিরি নদীর অন্তরে অবস্থিত। কৃষ্ণের বক্ষে অবস্থান কালে তাঁহার ও

পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥ ৭।
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি, নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

---

(২৩) (149)

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ-শবদে মদন অতি কোপিত
তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা॥ ৩।

আমার বক্ষঃ মধ্যে ব্যবধান হইবে ভাবিয়া বস্ত্র চন্দন ও হার বুকে রাখি নাই—এখন কত শত পর্ব্বত ও নদী আমাদিগের মধ্যে ব্যবধান হইয়াছে।

"যহুঁক বিরহ ডরে"—এই কয়েকটী কথা পদ-কল্পতরু বা পদামৃত সমুদ্রে নাই, শ্রীপদরত্নাকর হইতে সংযোজিত হইয়াছে। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে পাঠ—"রুহে রাহ না দেলা।" তাহার অর্থ বোঝা যায় না।

Cf. "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ ভীরুণা।
অধুনা চাবয়োর্ম্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥"

৮—৯। পূর্ব্ব জন্মে বিধাতা ভ্রম বশতঃ লিখিয়াছেন যে প্রাণনাথকে দেখিতে পাইব—কিন্তু কর্ম্ম ফলে পাইলাম না।

১০। আন—অন্য। আন দেশে—অন্য দেশে। পাঠান্তর—আনসে—অন্যের সহিত। ১১। ঝাঁঝর—জর্জ্জরিত।

২। সারঙ্গ-শবদে—কোকিলের শব্দে, অথবা ভ্রমর-ঝঙ্কারে। রাধামোহন চাতক অর্থ ধরিয়াছেন। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন "হরিণের শব্দ শুনিলে।"

রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সেহেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ বিখ জ্বালা ॥ ৭।
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই
সোই লুঠত মহীঠামে।
পুণমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পক দামে ॥ ১১।
সোহি অবধি দিন বহু অশোয়াশলু
তেঁ ধনী রাখত পরাণে।

বস্তুতঃ হরিণের শব্দে মদনের উদ্রেক হয় এই প্রথম শুনা গেল; বিদ্যাপতির ভাগ্যক্রমে "সিংহের গর্জ্জন শুনিলে" অর্থ করেন নাই।

(সারঙ্গ শব্দের নানা অর্থ ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) কোপিত—উদ্দীপ্ত। পদামৃত সমুদ্রে পাঠ—"অধিকান্তেন।"

৬। আগরি, আগর—(অগ্র শব্দজ) অগ্রণী—অগ্রগণ্য, প্রধান শ্রেষ্ঠ। তথা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে:—

"গুণসাগর নাগর-আগর হে।
নট, না কর, না কর, না কর হে॥"

৬—৭। রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ তাদৃশ সুন্দরীকেও বিরহ-বিষের জ্বালা, জর্জ্জরিত করিয়াছে।

৮—৯। যে বক্ষঃস্থল ভিন্ন অন্য শয্যা স্পর্শ করিতে পারিত না সে ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।

১০—১১। যেন পূর্ণিমার চাঁদ শুষ্ক (ঝামর) চম্পকদামে খসিয়া পড়িয়াছে (রূপক) অর্থাৎ সুন্দরী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অবস্থান করিতেছে এ রূপকে হস্তের অঙ্গুলি মলিন চম্পক, মুখ পূর্ণিমার চাঁদ।

১২। পদকল্পলতিকার পাঠ "মোদিত অবধি।" অশোয়াশলু—আশ্বাস দিলাম। সেই দিন অবধি অনেক বুঝাইয়াছি, ধনী তাই প্রাণ রাখিয়াছে।

ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে ॥ ১৫।

(২৩ ক) (158)

চন্দন গরল সমান।
শীতল পবন হুতাশন জ্ঞান ॥
হেরই সুধানিধি সূর।
নিশি বৈঠলি সুবদনি ঝুর ॥ ৪।
হরি হরি দারুণ তোহারি সুনেহ।
তা হেরি জীবন পড়ল সন্দেহ ॥
গুরজন লোচন বারি।
ধনি বাঠিআ হেরই তোহারি ॥ ৮।

পদামৃত সমুদ্রে শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তি এইরূপ :—

"তো বিনু সুন্দরী ঐছন ভেলহি
যৈছে নলিনি পর পালা ॥
সকল রজনী ধনী রোই গোঙাওই
সপনে না দেখয়ে তোয়।
ধৈরজ কৈছে ধরব বর কামিনী
বিপরিত কাম বিমোয় ॥
বিদ্যাপতি ভন, শুন বর মাধব
হাম আওল তুয়া পাশ।
চোকে চলহ অব ধৈরজ না সহ
ঐছন বিরহ হুতাশ ॥"

রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা।—"নলিনী পর পালা ইতি পদ্মোপরি ঘনীভূতো নীহারো যথা।"

৩। সুধানিধি—চন্দ্র। সূর—সূর্য্য। চন্দ্রকে সূর্য্যের মত (প্রচণ্ড) দেখে। ৪। সুবদনা রজনীযোগে বসিয়া অশ্রুপাত করে। ৭। গুরুজনের চক্ষু ছাইয়া (বারি) ধনী তোমার পথ চাহিয়া থাকে। ৮। বাঠিআ, বাঠ—পথ।

তেজই নয়ন ঘন নীর।
কত বেদন সহত শরীর॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
দূতিক বচনে লাজায়ল কাহু॥ ১২।

---

(২৪) (151)

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহু॥ ৪।
কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণীগণ রাখল বারি॥ ৮।

---

(২৫) (152)

প্রেমক গুণ কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥

১২। দূতীর বাক্যে কানুকে লজ্জা দিল।

১। অবধি—সীমা। সীমা করিয়া অর্থাৎ কালি পর্য্যন্ত আসিবার সময় স্থির করিয়া। ২। "কল্য" এই শব্দ লিখিতে লিখিতে প্রাচীর পূরিয়া গেল। ভীত—ভিত্তিশব্দজ, প্রাচীর।

৩—৪। প্রভাত হইয়া গেল, সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সখি "কালি" কবে বলিয়া দাও। ৮। পুরনারীরা আটকাইয়া (বারণ করিয়া) রাখিয়াছে। বারি—নিবারি পাঠও দৃষ্ট হয়।

হাম জদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব্ কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত ॥ ৪।
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি করয়ে জনি কোই ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি ? ৮।

(২৬) (১৫৩)

কত গুরু-গঞ্জন দুরজনবোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল ॥
কুলজ-রীতি ছোড়লু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অগাগি ॥ ৪।
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি ॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন বচন অবধান ॥ ৮।

৫। মোই—আমকে। ৬। জনি—পাছে; যেন না। "জনি" শব্দের অর্থে "যেন" ও হয় "যেন না" ও হয়। অনেকে অকারণে পাঠের পরিবর্ত্তন করিয়া "না" বসাইয়াছেন। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

৮। আগে জল খাইয়া শেষে জাতির বিচার করিতেছ ?

২। ভোল—বিহ্বল। যছু লাগি—যাহার জন্য।

৪। অগাগি, অঙাগি—সঙ্গ। (অঙ্গাঙ্গি)। বিছুরল—বিস্মৃত হইল; পরিত্যাগ করিল। ৩—৪। যাহার জন্য কুলজ-রীতি পরিত্যাগ করিয়াছি সেই এখন আমার সঙ্গ পরিহার করিল।

৫—৬। সখি মুরারিকে স্মরণ করাইয়া বলিও—সুপুরুষ দোষ বিচার করিয়া তবে (নাগরীকে) পরিত্যাগ করে। সোঙরি এখানে নিজন্তার্থক।

৮—৯। হে সহচরি! যিনি (যে নাগর) মতিমান্, তিনি ক্রূর বা নিষ্ঠুর বাক্যও মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া থাকেন। পিশুন বচন অর্থে দুর্জ্জনের বাক্যও হয়।

নারী অবলা হাম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দেখি রোখ অবগাই॥ ১২।
তুহু বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান॥

(২৭)

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমল-মুখী করত সিনান॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই॥ ৪।
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামর চরই॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ না হোয়।
অবনত আননে ধনী কত রোয়॥ ৮।

কোন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন "কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন)"

৯—১০। আমি অবলা নারী, আর কি বলিব—তুমি গুণনিধি ও বাক্‌পটু।

১২। অবগাই—অব-গ্রহণ করিয়া, নিরাকরণ বা প্রশমন করিয়া। এখানে মগ্ন হইয়া নহে। তবে ণিজন্তার্থে "ডুবাইয়াও" হইতে পারে।

মধুর বচনে কানুকে বুঝাইয়া, ক্রোধের প্রশমন করিয়া—এইরূপ কর দেখি।

১—২। নয়নজলে নদী বহিয়া গেল। তাহাতেই কমলমুখী স্নান করিল। তহি—পাঠান্তর—ততহি। ৩—৪। মাধব! একবার তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া (পান করিতে) দেখিতে পাইলে—তোমার রাই বাঁচিতে পারে।

৫। ফুয়ল—আলুলায়িত। উরে—বুকে—। ৭। নিন্দ—নিদ্রা।

৮। রোয়—কাঁদে। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে সামান্য শব্দ ভেদ মাত্র দৃষ্ট হয়।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ॥

---

(২৮) (155)

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥ ৪।
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি।
বিফল প্রেমক অাঁকুর মোড়ি॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর পিরীতি সো জন অন্ধা॥

---

(২৯) (156)

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই॥ ৩।

১। লেহা—স্নেহ, প্রণয়। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ১—২। ভাবিয়াছিলাম প্রণয় ভাঙ্গিবে না, সুজনের প্রেম পাষাণ-রেখার সদৃশ।

৪। দৈবের গঠন এরূপ জানি নাই। ৬। প্রেমের অঙ্কুর নষ্ট করা বৃথা।

১০। যাকর—যাহার। যাহার প্রেম সে অন্ধ, অর্থাৎ প্রেমিকেরা অন্ধ।

২। মোড়লি—মুড়াইলি, নষ্ট করিলি।

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে ॥ ৭।
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মূড় মূড়ায়নু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই ॥ ১১।
চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই ॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই ॥ ১৯।

৪। পসারল—বিস্তৃত হয়, ভাসিয়া বেড়ায়। তৈল যেমন জলের সঙ্গে মিশে না, উপরে ভাসিয়া বেড়ায় তোমার অনুরাগও সেই প্রকার। এখানে, পসারল—পসারয়; শুখায়ল—শুখায়।

৬। বালির উপরিস্থ জল যেরূপ ক্ষণে শুষ্ক হয় তোমার সোহাগও সেইরূপ।

৯। তাকর—তাহার। লোভাই—লোভে।

১০। মূড় মূড়ায়নু—মাথা মুড়াইলাম। ১২—১৩। চোরের নারী যেমন বস্ত্র মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদে (ফুকারিয়া কাঁদিতে পায় না) আমিও সেইরূপ মনে মনে কাঁদি। ছাপাই—ছাপিয়া, ঢাকিয়া, লুকাইয়া।

১৪। যেন পতঙ্গ দীপকের লোভে ধাবমান হয়। ১৫। সেইরূপ ফল ভোগ চাই। ১৬। কলিযুগরীতি—কবিপ্রয়োগ। দ্বাপরের অন্তে ও কলির পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের লীলা হইয়াছিল।

(৩০)

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা॥ ৪।
পহিল বয়স মোর, না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥
ঐছন সখি রে করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হবে পুন মেল॥ ৮।

---

(৩১)

নাহ দরশ সুখে বিহি কৈল বাদ।
আঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥ ৪।

এই কবিতার ১ম হইতে ৪র্থ পংক্তি পর্য্যন্ত পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না পদামৃত সমুদ্রে পাঠের কোন ব্যতিক্রম নাই। কোন হস্তলিখিত পুথিতে ছত্র সন্নিবেশের পর্য্যায়ভেদ উপলক্ষিত হইল।

২। দুজে—দ্বিতীয়। একে বিরহ বড়ই দারুণ; তাহার উপর, তাহার দ্বিতীয় বা দোষর, মদন সহায় হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের টীকা—"ততঃ হাম অবলা দুখ সহনে না যায় ইত্যাদিনা নিজ দুঃখং কথয়তি। দুজে দ্বিতীয়ঃ॥" দুইখানি পুথিতে "দুখে" ও "দুক্ষে" পাঠ দৃষ্ট হইল। অক্ষয়বাবু "দুজে" স্থলে—হজে পড়িয়াছেন, আর অর্থ স্থলে "পঙ্ক ও গঁজা"—লিখিয়াছেন!!

আন কয়ল চিতে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥ ৮।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি॥ ১২।

---

(৩২)

কতি দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতি দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥ ৪।
কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥ ৮।

৫। মনে এক করিলাম বিধি আর এক করিল। দুইটী আন বা অন্য শব্দ মহদন্তর বা বৈপরীত্যের সূচনা করিতেছে। চিতে—পাঠান্তর—হিয়ে।

৭। মাহ—মধ্যে। ৮। নাহ—নাথ।

৯—১০। শুনিতে শুনিতে কঠিন প্রাণ নির্গত হউক (তোমরা) আমার কর্ণে বা শ্রবণে শ্যাম নাম গান কর।

১১—১২। সুপুরুষ ও রমণী মৃত্যুশেষ অবধি প্রেম বিস্তার করে।

১২। বিথারি—বিথারই, বিস্তার করে। পাঠান্তরে—ভিখারী।

বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সব দুখ মিলত মুরারি॥

---

(৩৩)

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে এ তনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥ ৪।
হামারি নাগর, তথায় বিভোর
কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥ ৮।
শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে
যামুন সলিলে সব ডার রে॥ ১২।

শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ততো জনত্রয়েনাশ্বাসিতা মরণ মুজ্ঝতি কতিদিনে ঘুচব ইত্যাদিনা পুনর্ব্বিলপতি।

১০। ভাগউ—ভাগুক, দূর হউক।

৪। কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য।

৯। শঙ্খ—শাঁখা। চুর—চূর্ণ।

১০। গজমুক্তার হার ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেল।

১১। প্রিয়তম যদি পরিত্যাগ করিলেন, বেশবিন্যাস করিয়া কি হইবে? শিঙ্গার—পূর্ব্বে—দ্রষ্টব্য।

১২। সমস্ত যমুনার জলে ফেলিয়া দাও। ডার—ফেল। ফেলিয়া দাও।

সীঁথার সিন্দূর, মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী,
দুখ ভেল অবশেষ রে ॥ ১৬।

---

(৩৪)

যো দিন মাধব, পয়াণ করল,
উথল সো সব বোল।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল,
নয়ানে গলতহি লোর ॥ ৪।
দিবি করিয়া, শপথ করল,
নিয়ড়ে আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি, শিরে ঠেকায়লু,
সো সব ভৈগেল আন ॥ ৮।
পথ নিরখিতে, চিত উচাটন,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরই,
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥ ১২।

২। যে সকল কথা উত্থিত হইল।

৩। করুণা—শোক। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ৪। নেত্রে জল ঝরে।

৫। দিবি—দিব্য। শপথের পুনরুক্তি দৃঢ়তা ব্যঞ্জক।

৬। নিয়ড়ে—নিকটে। ৭। মঝু—এখানে—আমি।

৭—৮। আমি তাহার হাত ধরিয়া মাথায় ঠেকাইলাম, অর্থাৎ সে আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ করিল, সে সকলেরই অন্যথা হইয়াছে।

১২। যতা—যত।

কোন সে নগরে, হরল নাগর,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি, শুন লো যুবতী,
তোহারি নাগর চোর ॥ ১৬।

---

(৩৫)

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ান বয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয় ॥ ৪
কোই কমল দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস ॥
কোই কহে আয়ল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি ॥ ৮।
উরে দোলে শ্যামল বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে ॥ ১২।

১। চীর—বস্ত্র। কেশ মলিন ও অঙ্গ অপরিছন্ন বস্ত্রে (আবৃত।)

৪। সোয়—সো। সে তোমার গুণে লুব্ধা হইয়া মুগ্ধা হইয়াছে।

৯। কৃষ্ণ কেশপাশ বক্ষে দুলিতেছে। দোলে—পদামৃত সমুদ্রের পাঠ "দোলত।"

১০। "কনক কলস পর কাল সাপিনী।"—গীতচিন্তামণি।

(৩৫ ক)

নদী বহে নয়ানক নীরে ॥
মূরছি পড়ল তছু তীরে ॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা ॥ ৪।
তৈখনে খিন ভেল শাসা।
কোই নলিনী দলে করয়ে বাতাসা ॥
চৌদশী চান্দ সমান।
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ ॥ ৮।
কোই রহ রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি ॥
কোই সখি পরিখই শ্বাস।
হাম ধায়লুঁ তুয়া পাশ ॥ ১২।
পালটি চলহ নিজ গেহ।
মনে গুণি পূরব সিনেহ ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান ॥ ১৬।

এই কবিতাটী পূর্ব্বোক্ত গীতেরই একপ্রকার রূপান্তর। তজ্জন্য ইহার সংখ্যা স্বতন্ত্র করা গেল না।

২। তছু—তাহার। Cf. লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ। ১৮১ পৃষ্ঠা।

৩। বঙ্কা—বক্র। ৩। তিরি-বধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা।

৫। তৈখনে—সেই সময়, তখন। খিন—ক্ষীণ। শাসা—শ্বাস।

৭। চৌদশী—চতুর্দ্দশী। ৮। শূন—শূন্য।

৯। উপেখি—উপেক্ষা করিয়া। ১০। ধুনি ধুনি—নেড়েচেড়ে।

১৪। গুণি—গণনা করিয়া। পূর্ব্ব-স্নেহ স্মরণ করিয়া।

(৩৬)

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ বিপতি না দেই সমতি
রহল বদন চাই॥ ৩।
মরকত স্থলী শুতলি আছলি
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা॥ ৭।
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক শোহে।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে॥ ১১।
বিরহ বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান॥ ১৫।

২। বিপতি—বিপত্তি। সমতি—সম্মতি; সম্মতি দেয় না, উত্তর দেয় না।

৪। মরকত স্থলী—হরিদ্বর্ণ মণিমণ্ডিত শিবির, বা (তৃণমণ্ডিত) হরিৎক্ষেত্র। শুতলি—শয়ন করিয়া।

৬। নিকষ পাষাণে—কষ্টি পাথরে। পাঁচ বাণ—মদন।

৭। রেহা—রেখা। মদন যেন কষ্টি পাথরে কষিয়া স্বর্ণরেখা অঙ্কিত করিয়াছে।

৯। শোহে—শোভে। তাহাতে যেন আরও শোভা হইয়াছে।

১১। আমার ঐরূপ বোধ হইল। অথবা—ঐরূপ মোহ জন্মিল।

(২৭)

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখি চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥ ৪।
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ॥ ৮।
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জ্বর জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ॥ ১২।

২। চিত-পুতলি—চিত্র পুত্তলিকা।

৩। চৌপাশা—চারি পাশে।

৪। তাহার নাসিকায় অতি মৃদু মৃদু শ্বাস বহিতেছে।

৫। দেহ অতি ক্ষীণ—সুবর্ণের রেখা সদৃশ।

৬। দেখিলে কেহ আর তাহার নিজের দেহ বলিয়া বিশ্বাস করে না।

৭। দুই হাতে বালা ও কঙ্কণ খসিয়া পড়িতেছে।

৮। এলোচুল মাথায় সংবরণ বা নিবারণ করা যায় না, আটকান যায় না।

৯। চেতন ও মূর্চ্ছা বোঝা যায় না।

১০। জারি—জারই, জারে, জর্জ্জরিত করে।

১১—১২। অক্ষয় বাবুর পাঠ, ভেজল। অর্থ—"কোন নির্দ্দয় দেহ জগজ্জনের প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছে।"

হে নির্দ্দয়-দেহ, সে এখন জগজ্জনের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। অথবা দেহ নির্দ্দয় হইয়া জগজ্জনের স্নেহ ত্যাগ করিয়াছে।

(৩৮) 170

মাধব যাইঞা পেখহ বালা।
আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা ॥ ৩।
শীতল সলিল, কমল দল শেজহি,
লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ আনল সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা ॥ ৭।
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব
জগত ভরল তছু আগি ॥ ১১।
কিয়ে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে ॥ ১৫।

১। পদামৃত সমুদ্রে পাঠ—"যাই না পেখসি।"

২। পরিতেজব—পরিত্যাগ করিবে।

৪—৫। শীতল সলিল, কমলদল শয্যা, চন্দন ও পঙ্ক-প্রলেপ, সমস্তই অগ্নিসম হইয়াছে। ৬। আনল—অগ্নি।

৭। মৃগঙ্কা—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র; বায়ুও হইতে পারে। ৯। ক্ষেপহি—ক্ষেপই হস্ত পদাদি প্রক্ষিপ্ত করে। অথবা, যাপন করে। শেষ নিশির পরিবর্ত্তে "দিশি" পাঠও দৃষ্ট হয়। ১১। আগি—অগ্নি তাহার অগ্নিতে জগৎ ভরিয়া গেল।

১২। ইহার উপচার বা চিকিৎসা কি বুঝিতে পারি না। কিয়ে—পাঠান্তর, কাহে। ১৪। এখন অবধান কর, বিধাতা অবশিষ্ট (কেবল) দশমীদশার [মৃত্যুর] সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ এখন কেবল মরিতে বাকি।

(৩৯) /7/

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা ॥ ৩।
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন শরধারা ॥ ৭।
অরুণ নয়ান লোরে তীতল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহি শেষা ॥ ১১।
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ পাশ ॥ ১৫।

১। পরবোধব—প্রবোধ দিব।

২। বেরি বেরি—বার বার।

৩। এখন জীবন শেষ (সমাধা) করিবে।

৬। জগমাহ—পৃথিবীর মধ্যে।

৯। দীঘল—দীর্ঘ। ১০। নয়ান-লোরে—নেত্রজলে।

১১। সহচরী শেষ গণনা করিতেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে।

১২—১৩। দুঃখের কথা বলিব কি, যেন অন্তর ভেদ করিয়া ঘন ঘন শ্বাস উঠিতেছে। উতপত—উর্দ্ধগত, উদ্গত। [৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

১৩। (সে কলাবতী) আশা-পাশেই জীবন বন্ধন করিয়া আছে।

(৪০) 172

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে॥
আছইতে আছল কাঞ্চন পুতুলা।
ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা॥ ৪।
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা॥
বামকরে কপোল লুলিত কেশ ভার।
কর নখে লিখু মহী আঁখি জলধার॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রাজা শিব সিংহ ইথে পরমাণ॥

---

(৪১) 173

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ॥
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি॥ ৪।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

৩। আছইতে আছল—থাকিতে ছিল। অর্থাৎ পূর্ব্বে সে সোনার পুতুলের ন্যায় ছিল। থাকিতে ছিল, চলিতে চলিল, উঠিতে উঠিল প্রভৃতি প্রয়োগ কোন কোন অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে।

৫। ঝামর দেহা—মলিন অঙ্গ, বিবর্ণ-দেহ।

৭। লুলিত—বিলোলিত, আলুলায়িত।

৩। না মিলয়ে দিঠি—চক্ষু মেলে না। ৪। লোটি—লুণ্ঠিত হয়। যেন কনক পুতলী ভূতলে লুণ্ঠিত রহিয়াছে।

কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী ॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী ॥ ৮।

---

(৪২)

হিমকর পেখি, আনত কর আনন
রহত করুণা পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি ॥ ৪।
মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী,
অবহু পালটি গৃহে যাসি ॥ ৭।

৫। তোমার প্রেম কেমন কে জানে ?

৬ বাঢ়ই—বাড়াইয়া—(ণিজন্তার্থক।) বধহ—বধকর। অথবা, বাঢ়ই—বাড়ে ; বধহ—বধই, বধকরে।

২। করুণা (বা কাতরা) অথবা, কাতর ভাবে, পথ চাহিয়া থাকে।

৩। নয়নের কজ্জল দিয়া বিধুন্তুদ (রাহু) অঙ্কিত করে।

৪। কোন কোন মহাজন অর্থ করেন "ঠারে" বা ইঙ্গিতে কথা কহে। রাহুকে বলে চন্দ্রগ্রাস কর। অক্ষয় বাবু অর্থ করিয়াছেন :—তাহার সহিত বক্র বা কুপিত ভাবে (টেরি) কথা কহে। অর্থাৎ রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে নাই বলিয়া তাহার উপরে ক্রোধ প্রকাশ করে।

৫। পরবাসি—প্রবাসী। ৭। অবহু—এখনও।

দখিন পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ ॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিব সিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতক ডর, পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি ॥ ১৫।

---

(৪৩)

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেল,
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম পাশে তনু গাঁথল,
অব তেজল মোর সঙ্গ ॥ ৪।

৮। দখিন—দক্ষিণ।

১০—১১। প্রাণ গত প্রায়, আশা দিয়া রাখে, দশ নখে ভুজঙ্গ অঙ্কিত করে। ভুজঙ্গ—পবনাশী, সুতরাং সর্পগণ যে পূর্ব্বোক্ত মলয় বায়ুকে খাইয়া ফেলে—ভুজঙ্গ আঁকিবার এই উদ্দেশ্য।

১৩। উপচারি—উপচার, চিকিৎসা।

১৪—১৫। পরভৃতের বা কোকিলের ভয়ে হস্তে পায়স লইয়া বায়সের নিকটে চীৎকার করিয়া কথা কহ। অর্থাৎ বায়স যেন আর কোকিলকে প্রতিপালন না করে, তাহাকে ডাকিয়া, এই অনুরোধ কর।

১। সুখে মুখ—পাঠান্তর মুখে মুখে।

৩। পাশ—রজ্জু বা জাল। অপূর্ব্ব-প্রেম-বন্ধনে তনু গ্রথিত করিল।

সখি! হাম জীয়ব কথি লাগি।
যো বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে
সো ভেল পর অনুরাগী ॥ ৭।
অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার ॥ ১১।

(৪৩ ক) 176

সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘরসঞে বাহির হোয়।
বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই
অত এ নিবেদলু তোয় ॥ ৪।
মাধব কত পরবোধব তোই।
দেহ দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়লি রোই ॥ ৭।

৫। সখি, আমি কি জন্য জীবন ধারণ করিব?

৮। আঙ্গুটী—অঙ্গুরী, আংটী। বাহুটি—বাউটী, করাভরণ বিশেষ। আমি এত কৃশ যে আঙ্গুলের আংটী বাউটীর মত হইয়াছে। অর্থাৎ এখন তাহা আর আঙ্গুলে না পরিয়া হাতে পরিলেও পরা যায়।

৯। (আমার দুর্ব্বলতার জন্য) হারও অত্যন্ত ভারি হইয়াছে।

১১। পাঠান্তর—সহই না পারিয়ে আর।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হইল না।

১। কন্দরে—কন্ধরে; স্কন্ধে। ২। ঘর সঞে—ঘর হইতে।

৪। এতএ—অনন্তর এই; অতএবও হইতে পারে।

৫। পরবোধব—প্রবোধ দিবে। ৬। দীপতি—দীপ্তি, কান্তি।

অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোসর দেহা ॥ ১১।
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লু চলি
কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতখন গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পয়ে জানে ॥ ১৫।
কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
বিদ্যাপতি কবি ভাণে।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণে ॥ ১৭।

---

(৪৪)

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥

৮। অঙ্গুরী বলয় সদৃশ হইল ; অর্থাৎ দেহ ক্ষীণ হওয়াতে হস্ত এরূপ কৃশ হইল যে অঙ্গুরী আঙ্গুলে না পরিয়া হাতেই পরা গেল। ৮। পিন্ধাওল—পরাইল।

১১। তন্তুক দোসর—দ্বিতীয় তন্তুবৎ, তাঁতের সদৃশ। এত কৃশ যে দেহ তাঁতের দ্বিতীয় বলিলেই হয়। নবমীদশা—১ ইচ্ছা, ২ চিন্তা, ৩ স্মৃতি, ৪ গুণকীর্ত্তন, ৫ উদ্বেগ, ৬ বিলাস, ৭ উন্মাদ, ৮ ব্যাধি, ৯ জড়তা, ১০ মৃত্যু। এই দশটী কামদশা। ইহার মধ্যে নবমীদশা জড়তা বা মূর্চ্ছা। অথবা—

দৃক্‌চরাগস্তদনুমনসঃ সঙ্গতির্ভাবনা চ ব্যাবৃত্তিঃ স্যাত্তদনুবিষয় গ্রাসতশ্চেতসোঽপি।
নিদ্রাচ্ছেদস্তদনু তনুতা নিস্ত্রপত্বং ততোঽনুন্মাদো মূর্চ্ছা তদনুমরণং স্যুদ্দশাপ্রক্রমেণ ॥

১৫। পয়ে—মৈথিলী পৈঁ, কেবল, নিশ্চয়। বিহি পয়ে—কেবল বিধাতাই।

১৭। পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—নাগর গুরুবর তরণে ॥

১। সোয়াথ—সোয়াস্তি (স্বস্তি শব্দজ) শান্তি।

পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥ ৪ ।
বন্ধু যাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে ॥
নহেত পিয়ায় গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ ৮ ।
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখগান।
রাজা শিব সিংহ লছিমা পরমাণ ॥

---

(৪৫)

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান ॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায় ॥ ৪ ।
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার ॥ ৮ ।

৬। নাহি দেখে—যেন না দেখিতে পায়। যেন উহ্য।
৮। ভরমিব—ভ্রমিব, ভ্রমণ করিব।

১। পাসরিতে—বিস্মৃত হইতে, ভুলিতে। হোয় অবসান—অবসন্ন হয়।
২। কহিতে না লয়—বলা অনুচিত। ৪। রচহ—রচনা কর, স্থির কর।
৭। বেভার—এখানে ব্যবহার নহে, বাহির। মৈথিল—বাহর, হিন্দী বাহার। বহিঃশব্দজাত এই দুই শব্দের বিকারে "বাভার, বেভার" হইয়াছে।

একদিকে কাম হাতে ধরিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে। অপরদিকে কুলাচার গৃহে রাখিতেছে।

সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জরমাহা সারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ॥ ১২।

---

(৪৬) ১৭৭

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ॥ ৪।
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ॥ ৮।

৯। (গৃহে থাকিয়া) সহিতে পারি না, (বাহির হইয়া) যাইতেও পারি না।

১০। পিঞ্জর মধ্যবর্ত্তিনী সারিকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ বা অবিরত অস্থির ভাবে বিচরণ করিতেছি। মাহা—মধ্যে। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

২। নাথ রসিকশ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত (বিদগ্ধ) জানিও।

৪। এখনই সেই সুপুরুষ আপনি মিলিবে।

৫। উদভট—উদ্ভট, তীব্র, উৎকট। শ্রেষ্ঠও হইতে পারে।

৬। নিত্য নিত্য হৃদয় মধ্যে ঐরূপ ভাব জাগে।

৭। বান্ধহ থেহ—ধৈর্য্যাবলম্বন কর। থেহ—স্থিরত্ব।

(৪৭) /৪০

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগে ॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু, তুহু থির কর হিয়া ॥ ৪।
এত কহি কানু পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীতি কহল সব দুখী ॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহ অধিক উল্লাস ॥ ৮।

---

(৪৮) /৪১

মাধব ও নব-নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি বিহিক ডারলি
ভেলি নিমালিক মালা ॥ ৩।
সে যে সোহাগিনী দেহ লীনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥ ৭।

এ গীতটি "প্রবোধ" অপেক্ষা "প্রথম মিলন" শ্রেণীভুক্ত হইলে ভাল হইত।

২। কানুর সহিত এখনি প্রেমভোগ করিবে।

৬। সকল দুঃখ ও প্রেমের রীতি কহিল। দুখী—দুঃখ।

২। ডারলি—সমর্পণ করিলে। বিধাতাকে উৎসর্গ করিলে।

৩। নির্ম্মাল্যের মালা হইল। ৪। গণি—বোধ করি।

৪—৫। বোধ করি তোমার পথ চাহিয়া তাহার দেহ লীন প্রায় হইয়াছে।

৬। নিচল—নিশ্চল, স্থির।

তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোণারে কসি কসটিকে
তেজল কনক রেহা ॥ ১১।
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সম্বরি
ধনী যে অবশ এতা।
রূখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনী-রঙ্গ-সমেতা ॥ ১৫।
তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধ
তা কর জীবন কাহে ॥ ১৯।
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।

৯। ঝামরু—বিবর্ণ, শীর্ণ। ৮—৯। তোমার বংশীধ্বনি সে দিক ছাড়া অবধি তাহার দেহ শুষ্ক হইতেছে।

১০—১১। যেন সেই সোনাকে (অথবা, যেন স্বর্ণকারে) কষ্ঠি পাথরে কসিয়া কেবল রেখা মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছে। সোণার—স্বর্ণকার।

১২। ফুয়ল—আলুলায়িত। ১৩। এতা—এত। ১৪। রুখলি—রুক্ষ। ভুখলি—(ভুখা বা ক্ষুধিত শব্দজ)—কৃশা। দুখলি—দুঃখিতা।

১৬—১৭। বোধ হয়—তুষের ন্যায় খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে ও সখীর (আলি) আলিঙ্গন চাহিতেছে। "তুষসীতি পরিত্যক্ত ধান্যত্বগ্বৎ ভূমৌপততীতি। আলি—আলিঙ্গনেত্যাদিনা প্রেমোন্মাদং সূচিতং"—ইতি বাসুদেব ঠক্কুরস্য ব্যাখ্যায়াং।

১৮—১৯। যাহার পীড়া বা ব্যাধির ঔষধ অন্যের অধীন তাহার জীবন ধারণ কি জন্য?

অক্ষয় বাবুর কৃত, পরিবর্তিত পাঠ অন্য কোথাও পাইলাম না।

ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম হৈল যথা ॥ ২৩ ।

---

(৪৯)

করে কর ধরি যো কিছু কহল
বদন বিহসি থোর ।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥ ৪ ।
রামা হে শপথি করহু তোর ।
সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর ॥ ৭ ।
গলিত বসন লোলিত ভূষণ
ফুয়ল কবরী ভার ।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরিবার ॥ ১১ ।
নিভৃত কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা ।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা ॥ ১৫ ।

২। বিহসি—হাসিয়া। থোর—অল্প। ৪। কয়ল কোর—কোলে করিল।
১১। বিছুরিবার—ভুলিবার। বিছুরি পার—পাঠও আছে।
১২। নিভৃত কেতন—নির্জ্জন কুঞ্জ। ১৩। বাধা—পীড়া।
১৪। উমতি—উন্মত্ত। ১৫। বিপতি—বিপত্তি, বিপথে বা বিপদে।
পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই।

(৫০) 183

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায় ।

করে ধরি মাথুর- অনুমতি মাগিতে

ততহি পড়ল মূরছায় ॥ ৩ ।

কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে

যো কছু কহল বররামা ।

কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু

চিত রহল সোই ঠামা ॥ ৭ ।

তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই

তাহে রহল মন লাগি ।

অনি রমণী সঙে রাজ-সম্পদময়ে

অছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥ ১১ ।

দুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব

তুহুঁ পরবোধবি তাই ।

বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ

প্রেমে মিলায়ব যাই ॥ ১৫ ।

১ । বিছুরণ যায়—ভোলা যায় ।

৪ । লহু লহু আখরে—মৃদুস্বরে (অক্ষরে) ।

৬ । শরীর—পাঠান্তরে হৃদয় ।

৭ । মন সেই খানেই রহিল । ঠামা—ঠাঁই ।

৮ । ভাওই—(ভাতি) শোভা পায় ।

১০—১১ । যে জন্য অন্য নারীর সহবাসে ও রাজ সম্পদ ভোগে বিরাগ-যুক্ত হইয়া রহিয়াছি । সম্পদময়ে—সম্পদমে, সম্পদে ।

১২—১৩ । দুই এক দিনে আমি নিশ্চয় যাইব, তুমি তাহাকে প্রবোধ দিয়ো তাই—তাহাকে । রাই পাঠও আছে, অর্থ—রাধাকে ।

আশা, পুনর্ম্মিলন ও রসোদ্গার।

(১)

যব্ হরি আয়ব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তূর ॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥
সহকার-পল্লব চূচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে ॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে ॥

১। জয়তূর—বিজয় তূরী।

৩। আলিপন—আল্‌পনা। দেবি—দিব।

৭। "অত্র ধূপঃ স্বাঙ্গ সৌরভঃ, প্রদীপোঽত্র নিজাঙ্গকান্তিঃ, নৈবেদ্য উপ-ভোগাতিরেক" ইতি রাধামোহনঃ।

১০। ভাগে—ভাগ্যে। "ভাগ্যেনায়ং রসো ভবতীতি" রাধামোহনঃ।

(২) 185

পিয়া যব্ আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥ ৪।
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম, গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥ ৮।
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥ ১২।

---

(৩) 186

অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম, যতন তঁহু করবে॥ ৪।

২। আপনার দেহেতেই সকল প্রকার মঙ্গলাচার করিব।
৬। ঝাড়ু—চামর। বিছানে—বিস্তারে।
৮। সুঝম্প—যাহার সুন্দর দোলন, কম্পন বা গতি।
১২। দুই এক পলক মধ্যেই তোমার নিকটে আসিবে।

১। রসিয়া—রসিক; তথা—"নৃপনন্দন কাম রসে রসিয়া।" বি, সু
২। পালটি—ফিরিয়া। ৪। তঁহু—সে।

রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি ॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥ ৮।
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামারা ॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে ॥ ১২।

---

(৪)

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান ॥
নহি নহি বোলব যব, হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব, করব মুরারি ॥ ৪।
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর ॥
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান ॥ ৮।

৭। কাঁচুয়া—কাঁচুলি। হঠিয়া—(১) বলপূর্ব্বক ; (২) সরিয়া।

৮। আধ দিঠিয়া—অর্দ্ধ দৃষ্টিতে বা আড়চোখে চাহিয়া। কুটিলভাবে আড়-চোখে চাহিয়া হাত দিয়া হাত আটকাইব।

১১। মো—আমার, পাঠান্তর আজু। ১২। ধনি—ধন্য।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে প্রভেদ অতি সামান্য, তদুল্লেখ অনাবশ্যক।

২। দিঠি—দৃষ্টি ; এখানে নেত্র।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
তোহারি পীরিতিক যাঙ বলিহারি ॥

(৫)

আওল গোকুলে নন্দ কুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার ॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরিনু নাগর রাজ ॥ ৪।
আজু শুভ নিশি কি পোহায়নু হাম।
প্রাণ পিয়ারে করনু পরণাম ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি ॥ ৮।

(৬)

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা ॥ ৪ ॥

১০। যাঙ—যাই। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে কোন প্রভেদ নাই।

ইহা স্বপ্নে মিলন সম্বন্ধী গীত। সুতরাং মিলন অপেক্ষা বিরহ পরিচ্ছেদের অধিক উপযোগী।

৪। স্বপনহি—স্বপ্নে, সপ্তমী স্থলে হি।

৪। নিরদন্দা—দ্বন্দ্বরহিত, সুপ্রসন্ন।

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানমু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥ ৮।
সোহ কোকিল আব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥ ১২।
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥ ১৬।

---

(৭)

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥ ৪।

৫। আজি আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া মনে করিলাম।

৯—১০। সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র সমুদিত হউক। (নাথ যখন নিকটে আছেন, তখন আর ভয় কি ?)

১৩—১৪। এখন, সে যতক্ষণ আমাকে ছাড়িয়া না যায়, ততক্ষণ দেহকে দেহ জ্ঞান করিব। পরিহোয়ত—পরিহার করে, পরিত্যাগ করে। মোহে—আমাকে। মানব—মনে করিব, জানিব।

১৩। পদামৃতসমুদ্রে "অব সো ন" পাঠ নাই, অবহন পাঠ আছে। শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর বলেন "ঐছন ইত্যস্য পাশ্চাত্য ভাষা অবহন ইতি।" এখানে পাশ্চাত্য অর্থে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সংক্রান্ত। "অব নহ" পাঠও দেখা গেল।

আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

---

(৮) ১৭।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহু আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥ ৪।
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥

পদামৃত সমুদ্রে প্রথম চারি ছত্র নাই।

৭। ওঢ়নী—(গ্রাং—উড়ুনী) চাদর, গাত্রাবরণ। বা—বায়ু, বাতাস। গিরিষী—গ্রীষ্ম।

৮। না—নৌকা। দরিয়া—(যাং) ক্ষুদ্রনদী।

"নিধন বলিয়া পিয়ার না কলুঁ যতন। এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড়ধন॥"—এই দুই ছত্র পদামৃত সমুদ্রে অতিরিক্ত দৃষ্ট হইল।

উহাতে শেষ ছত্রের পরিবর্ত্তেও এইরূপ আছে:—"নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি।"

২। দুর—পাঠান্তর—দুখ।

৪। পরসাদ—প্রসাদে, অনুগ্রহে।

চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥ ৮।
ভণহ বিদ্যাপতি আর নাহি আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

---

(৯) 192

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥ ৪।
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক বচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে॥
বিদ্যাপতি অব্ কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার॥ ৮।

---

(১০) 193

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥

৯। আধি—মনোবেদনা, মনঃপীড়া। ঔখদ—ঔষধ। বেয়াধি—ব্যাধি। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে প্রভেদ অতি সামান্য। তন্মধ্যে দুই একটা শব্দ ভেদ ও পূর্ব্ববর্ত্তী গীতের দুই এক ছত্র ইহাতে সন্নিহিত হইয়াছে।

২। পাঠান্তর—"পুন পুন হেরইতে" ইত্যাদি।
পদামৃত সমুদ্রে শেষ চরণস্থ বিহার শব্দের পরিবর্ত্তে "বিথার" আছে।

১। দুলহ—দুর্লভ। দুই জনের নিকট দুই জনেই দুর্লভ। পরস্পরের প্রণয় এত প্রগাঢ় যে উভয়ে উভয়কেই অমূল্য বোধ করেন।

করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে ॥ ৪ ।
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান ॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর ॥

---

(১১)

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥ ৪।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন, হাম তুহু জানি ॥
তুহু কৈছে মাধব কহবি মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয় ॥ ৮।

৯। নাগর বিহ্বল। রসিক বিদ্যাপতি বিহ্বল হইয়া বলিতেছে, এ অর্থও করা যায়। ১০। নাগরী-চোর—পাঠে উভয় ছত্রেরই অর্থ অন্য প্রকার।

তুমি হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বূল, হৃদয়ের কস্তূরী, গলার হার, দেহের সর্ব্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পাখা, মাছের জল, জীবের জীবন—আমি ইহাই জানি। মাধব তুমি কিরূপ, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ কি, আমাকে বলিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছে উভয়েই উভয়।

(১২)

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥ ৪।
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥ ৮।
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া যায়।
তাহার পীরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥ ১২।

পদকল্পলতিকায় ইহার একটী পাঠান্তর আছে। উহাতে শেখর রায়ের ভণিতা বলিয়া উদ্ধৃত হইল না। পদামৃত সমুদ্রে, অষ্টম ছত্রের পরে, এই কয়েকটী চরণ অধিক আছে :—

"কর্পূর তাম্বুল আপনি চিবিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া ঈষত হাসিয়া
মুখে মুখ দিয়া লেয় ॥"

২। নিছিয়া—ছাঁকিয়া, ভেদ করিয়া। (নি পূর্ব্বক ছিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।) Cf. "অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী"—চণ্ডীদাস। দিয়ে—দিই ; দান করি। ৪। নিয়ে—লই, গ্রহণ করি।

৩—৪। মাথায় কুটি ছোঁয়ান, অঙ্গুলি দংশন ও অন্যান্য প্রকরণ দ্বারা পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলাচরণ করিতেন। এখনও অনেক অঞ্চলে ঐ সকল রীতি প্রচলিত আছে। তাঁহারা এখনও নানারূপে ঐ সকল "কাচ" করেন, বা "কাচ বাঁধেন।"

১১। তাহার প্রীতি তোমার নিকটে এইরূপ বলিয়াই বোধ হয়।

(১৩)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ৩।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল ॥ ৭।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥ ১১।
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥ ১৫।

পদকল্পতরুতে এই কবিতার বল্লভ নামাঙ্কিত স্বতন্ত্র ভণিতা আছে, পাঠাদিরও অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়—উহা শব্দযোজনার বিভিন্নতা মাত্র—ভাবে একই। গীত-সমুদ্র ও প্রাচীন পদাবলীতে ভণিতা বিদ্যাপতির ও শব্দ সন্নিবেশ এইরূপ।

১। সখি (প্রেম-) উপলব্ধির বিষয় আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

২—৩। বর্ণনা করিতে গেলে প্রণয় অনুরাগ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন হয়। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্ত তৎপরবর্ত্তী মুহূর্ত্ত অপেক্ষা মধুরতর ও অননুভূতপূর্ব্ব-সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।

৫। তিরপিত—তৃপ্ত। ৮। রভসে—আনন্দে। ১২। বিদগধ—বিদগ্ধ, সুরসিক। ১৩। কাহারও উপলব্ধি (অনুভব) হইয়াছে, দেখিলাম না (না পেখ)। কাহু—কাহারও। ১৫। লক্ষ লোকের মধ্যে একজনও মিলিল না।

(১৪) ১৯৭

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পীরিতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পীরিতি কবহুঁ দূর নয়॥ ৪।
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ৮।

---

(১৫) ১৯৮

আকুল অলক বেঢ়ল মুখ শোভা।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা॥
কুন্তল কুসুম মাল করু সঙ্গ॥
জনু যমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ॥ ৪।
বড় অপরূপ দুহে অচেতন ভেলি।
বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি॥

১। আন—অন্য। ৩। পূরবক—পূর্ব্বদিকের।
৬। সিন্ধুক ধারা—সমুদ্রের জল। ৮। জুয়ায়—উপযুক্ত হয়, উচিত হয়।

এই কবিতাটীর নানাপ্রকার পাঠ দৃষ্ট হইল। আমাদিগের অবলম্বিত পাঠ প্রধানতঃ পদামৃত সমুদ্র ও পদকল্পলতিকা হইতে সংগৃহীত। পদকল্পতরুর পাঠ "বদন সোহাগল" হইতে আরব্ধ ও উহার পদ সন্নিবেশাদি ভিন্নরূপ।

৪। "মিলু"—পদকল্পলতিকায়—"জলে।"

৫। পদামৃতসমুদ্রে—"দুয় চেতন মেলি।" অর্থ—উভয়ে আনন্দে অচেতন হয় নাই, সচেতন আছে, ইহাই বিচিত্র।

প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥ ৮।
বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু ॥
কুচযুগ উপর বিলম্বিত হার।
কনক কলস পর দুধক ধার ॥ ১২।
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ে রণ বাজন বাজ ॥
ভণই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কামকলা জিনি বচন হামারি ॥ ১৬।

পদামৃতসমুদ্রে—প্রিয়মুখ সমুখত পিবই ওজ।

শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর ওজের অর্থ অব্জ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"প্রিয়মুখাব্জং সংমুখা সতী পিবতি।" তথা—"অত্রাব্জ ইত্যস্য দেশান্তরীয় ভাষা ওজ ইতি।" অব্জ অর্থে চন্দ্রও হয়। সুতরাং আমাদিগের গৃহীত পাঠে অর্থ এইরূপ :—

৭—৮। সুমুখী পতিমুখে যেন চন্দ্রকেই চুম্বন করিতেছে। চাঁদও অধোমুখে পদ্ম (মধু) পান করিতেছে।

৯। সোহাগল—পদামৃতসমুদ্রে—সোহায়ল—অর্থ উভয়ত্রই শোভিল, সুশোভিত করিল।

১১। পদকল্পলতিকায়—"কুচপরলম্বিত মোতিম হার।"

১২। পদকল্পলতিকায়—"দুধক" পরিবর্ত্তে "সুরধুনী" আছে।

১৬। পদামৃতসমুদ্রের পাঠ—"রচই চমরি ॥"

পদকল্পতরুর ভণিতা এইরূপ—

সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপল সুঠাম ॥

স্তোত্র।

—**—

(১)

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥ ৪।
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥ ৭।
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥ ১১।

১। বাঁটায়নু—পদামৃতসমুদ্রে বাঁটোরলু—বণ্টন বা ভাগ করিলাম। ব্যয় করিলাম অর্থও চলিতে পারে।

৩। মরণের কাল দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করেনা, কেবল কর্ম্মই সঙ্গে চলিয়া যায়। অর্থাৎ মৃত্যু কালে কর্ম্ম অর্থাৎ পাপপুণ্য ভিন্ন আর কিছু সঙ্গের সঙ্গী হয় না। ৫। নায়—নৌকা, তরী। ৮। অর্থ ও অন্বয় অস্পষ্ট। ময়', মে—মধ্যে মেলি—মিলিয়াছি, অনুরক্ত হইয়াছি। মনোমধ্যে যুবতী চিন্তা করিয়াছি। অথবা অর্থ ও রমণী চিন্তাই করিয়াছি। মতি—মন, মুক্তা।

১০—১১। সুধা ছাড়িয়া কি গরল পান করিলাম, সম্পদে বিপদই হইয়াছে।

ভণহু বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পদ লাজে ॥ ১৫।

---

(২)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমপিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥ ৪।
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ ৭।

১২। লেহ—স্নেহ।

১৩। বলিলে কি জানি কাজ হইলেও হইতে পারে।

১৪। সাঁঝক বেরি—সন্ধ্যাকালে, শেষ দশায়। বটতলার পাঠ, সাজব।

১৪—১৫। চরম কালের সেবা কে চাহে, তোমার চরণ দেখিতেই লজ্জা হইতেছে। পদ—বটতলার পাঠ, পাশে। কোন পুথিতে পায়ে।

১—২। পুত্র (সুত) মিত্র (মিত) ও নারীগণ—উত্তপ্ত (তাতল) বালুকাময় ভূমিতে (সৈকতে) বারিবিন্দুবৎ (অর্থাৎ, ক্ষণস্থায়ী)।

৩। সমপিনু—সমর্পণ করিলাম। বিসরি—বিস্মরি, ভুলিয়া।

৫—৭। মাধব! আমি পরিণাম বিষয়ে আশাহীন—তুমি জগত্তারণ দীন-দয়াময়, অন্তরে কেবল তোমারই ভরসা। বিশোয়াসা—বিশ্বাস, ভরসা।

আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রস-রঙ্গে মাতনু,
তোহে ভজব কোন বেলা॥ ১১।
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা॥ ১৯।

---

(৩)

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥ ৩।

৯। নিন্দে—নিদে, নিদ্রায়।

১২—১৩। কত ব্রহ্মার বিলয় হইতেছে, কিন্তু, তোমার আদি অন্ত নাই।

১৪। সমাওত—সমাহিত হয়, বিলীন হয়। ১৭। আরা—আর।

১৮। অব—এখন। ১৮—১৯। (তুমি) অনাদিরও আদি স্বরূপ; 'নাথ' বলিতে দাও, বা বলাও (অর্থাৎ লোকে তোমায় 'নাথ' বলে,) এখন উদ্ধারের ভার তোমার উপরেই রহিয়াছে। কহায়সি—বলাও, বলিতে দাও।

৩। দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিও (নিষ্কৃতি দিও।)

গণইতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥ ৭।
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু ॥ ১৫।

৬—৭। জগতের লোককে তোমায় জগন্নাথ বলিয়া ডাকিতে দাও—ছার বা অধম হইলেও আমি জগতের বাহির নহি, (জগৎ ছাড়া নই)। অর্থাৎ আমি সামান্য হইলেও আমার তোমাকে ডাকিবার অধিকার আছে।

৮। পাখী—পাঠান্তর, দেহে।

৮—১১। কি মানুষ, কি পশু পক্ষী, কি কীট পতঙ্গ, যেরূপেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, কর্ম্মবিপাকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন হইলে যেন তোমার প্রসঙ্গে মন থাকে। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হইল না।

১৪—১৫। দীনবন্ধু তোমার পদপল্লব অবলম্বন করি, আমায় তিলমাত্র স্থান ব সময়) দাও।

মিথিলার পদাবলী।

—০)*(০—

[এই স্থলে মিথিলায় প্রচলিত কয়েকটী পদ সন্নিবেশিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বিশ্বাস, যে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বাঙ্গালীর হস্তে পড়িয়া বিকৃত, হৃতকায় এবং পরাঙ্গপুষ্ট হইয়াছে, মৈথিলগণের হস্তেও সেইরূপ মিথিলায় প্রচলিত পদাবলী নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে কয়েকটী মৈথিল পদ প্রকাশিত করিতেছি, তাহা মিথিলা হইতে সমানীত, এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ শ্রীযুক্ত অনারেবল লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহোদয়ের সভাপণ্ডিতগণের নিকটে ও তাঁহার পুস্তকালয়ে এরূপ আরও অনেক পদ আছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব ৯২টী সংগৃহীত করিয়াছেন, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছে ও আমাদিগের নিকট অনেক গুলি মৈথিল পদ আছে।

১। জলধর।

ধনশ্রী রাগ।

তোঁহেঁ জলধর সহজহিঁ জলরাজ।
হমেঁ চাতক জল বিন্দুক কাজ॥ ১।
জলদয় জলদ জীব মোর রাখ।
অবসর দেলেঁ সহস হো লাখ॥ ২।
তনু দেঅ চান রাহু কর পান।
তৈও কলা নহি হোয় মলান॥ ৩।
ভণই বিদ্যাপতি জলদ উদার।
জীবন দএ পালথি সঁসার॥ ৪।

১। তুমি জলধর সহজেই জলেশ্বর, আমি চাতক আমার কেবল একবিন্দু জলের প্রয়োজন। ২। হে জলদ জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। অবসরে বা উপযুক্ত সময়ে দান করিলে সহস্রও লক্ষ হয়। (অর্থাৎ সময়ে সহস্র দিলে তাহা লক্ষের স্থায় জ্ঞান হয়, একগুণ দিলে শতগুণ ফল হয়)।

৩। চাঁদ তনু দান করে, রাহু পান করে, তথাপি চন্দ্রের কলা মলিন হয় না।
বিদ্যাপতি ভণে—উদার জলদ জীবন দিয়া সংসার পালন করিতেছে।

২। মদন।

যোগিয়া—মালব।

কতন বেদন মোহে দেহৈ মদনা।
হর নহি বোলোঁ মোঁহ যুবতি জনা ॥ ১।
নহি মোহি জটাজূট চিকুরক বেণী।
থির সুরসুরি নহি কুসুমক সেণী ॥ ২।
চানি তিলক মোহি নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা ॥ ৩।
কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু।
ফনিপতি মোরা নহি মুকুতা হারু ॥ ৪।
ভণই বিদ্যাপতি সুনু দেব কামা।
এক দোস অছ ওহি নামক বামা ॥ ৫।

১। মদন আমাকে কতই বেদনা দিতেছ, আমাকে হর ভাবিও না (বলিও না) আমি যুবতী-জন।

২। আমার জটাজূট নাই—কেশের বিন্যাস মাত্র রহিয়াছে। সুরসরিৎ স্থিরভাবে নাই, কুসুমের শ্রেণী রহিয়াছে।

৩। আমার চন্দ্র তিলক রহিয়াছে—ইহা পূর্ণচন্দ্র নহে। ললাটে অগ্নি নহে, এ সিন্দূরের ফোঁটা।

৪। কণ্ঠে গরল নহে, চারুমৃগমদ, মস্তকে সর্পপতি নহে মুক্তা-হার।

৫। বিদ্যাপতি বলিতেছে হে কামদেব শ্রবণ কর, উহার এক দোষ আছে —উহারও নাম বামা। [শিবের নামও বামদেব, সংক্ষেপে বাম; মৈথিলী ভাষায় সাধারণতঃ বলিবার সময় অকারান্ত নাম গুলিকে আকারান্ত করিয়া লওয়া। যথা, দেব, দেবা; মদন, মদনা; বাম, বামা।]

৩। ধনী-দর্শন।

মাধবী, বরাড়ী।

বায়ু সসন পরশ খসু অম্বর রে।
দেখল ধনী দেহ।
নব জলধর তরেঁ সঞ্চর রে
জনি বিজুরি রেহ ॥ ১।
আজ দেখল ধনি জাইত রে
মোহি উপজল রঙ্গ।
কনক লতা জনু সঞ্চর রে
মহি নির-অবলম্ব ॥ ২।
তা পুন অপরুব দেখল রে
কুচযুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিয়ু কারনৈরে
সোঝা মুখ চন্দ ॥ ৩।
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
বুঝহ রসবন্ত।
দেব সিংহ নৃপ নাগর রে
হাসিনি দেই কন্ত ॥ ৪।

১। সসন—সংস্কৃত শ্বসন, বায়ু। বাতাসে কাপড় খসিল, ধনীর দেহ দেখিলাম, যেন নবজলধর তলে বিদ্যুল্লেখা সঞ্চারিত হইল।

২। আজি, ধনী যাইতেছে দেখিলাম, আমার মদন-বিকার উপস্থিত হইল। (বোধ হইল) বিনা অবলম্বনে যেন কনকলতা ভূতলে বিচরণ করিতেছে।

৩। আবার তাহার অপরূপ পদ্ম সদৃশ কুচযুগ দেখিলাম। (ঐ পদ্ম) মুখচন্দ্র (সুঝিয়াছে) দেখিয়াছে, সেই কারণে বিকশিত বা প্রস্ফুটিত হয় নাই। [মুখ চন্দ্রদর্শনই পদ্মদ্বয়ের অপরিস্ফুট অবস্থায় থাকিবার কারণ]।

৪। বিদ্যাপতি কবি গান করিল, রসিক বুঝিয়া লও। নাগর নৃপ দেবসিংহ হাসিনী দেবীর কান্ত।

বসন্ত।

৪। শিব গীত।

কোনৈঁ উমতলা হে তৈলোক নাথ
নিত উগারিঅ নিত ভশম সাথ ॥ ১।
পাট পটাম্বঁর ধরু উতারি।
বাঘ ছলা নিত পহিরু সারি ॥ ২।
তুরঅ ত্যাগি চঢ়ু বসহা পীঠি।
লাজ মরিঅ জোঁ হেরিঅ দীঠি ॥ ৩।
ভণই বিদ্যাপতি স্থনহ গৌরি।
হর নহি উমতা তোঁহহি ভোরি ॥ ৪।

৫। পুনঃ।

বেরি বেরি আরে শিব মোঞে তোঞে বোলোঁ
ফিরসি করিঅ মন মায়।
বিন সঙ্করহর ভিখিএ পৈঁ মাঙিঅ
গুণ গৌরব দুর যায় ॥ ১।

১। হে ত্রৈলোক্যনাথ তুমি কিজন্য উন্মত্তভাবে, সর্ব্বদা উলঙ্গ, সর্ব্বদা ভস্ম সঙ্গে থাক ?
২। পট্টবস্ত্রাদি খুলিয়া রাখ, সর্ব্বদা বাঘছালরূপ বসন পরিধান কর।
৩। অশ্বারোহণের পরিবর্ত্তে বলদের পিঠে চড়। যখন চক্ষে দেখি (তখন) লজ্জায় মরিয়া যাই। ৪। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন হে গৌরী শ্রবণ কর, হর উন্মত্ত নহেন তুমিই বিহ্বলা।

১। ওহে শিব বারবার আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি মনোমধ্যে করিয়া ফিরিতেছ বা বেড়াইতেছ। (অর্থাৎ মনে রাখিতেছ, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতেছ না।) শঙ্কর হর ব্যতীত, (অন্যে) ভিক্ষা মাগিলে (তাহার) গুণ গৌরব নিশ্চয়ই দূরে যায়। [পাঠ যদি "বিন" না হইয়া "চিন" হয় তাহা হইলে অর্থ এই—হে শঙ্কর হর জানিও, ভিক্ষা মাগিলে গুণগৌরব নিশ্চয়ই দূরে যায়]। পৈঁ—নিশ্চয়।

নিরধনজন বোলি সভ উপহাসয়
নহি আদর অনুকম্পা।
তোহেঁ শিব অক ধতুর ফল পাওল
হরি পাওল ফুল চম্পা॥ ২।
খটংগ কাটি হর হর জে বনাবিঅ
ত্রিশূল ভঙাএ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লয় জোতিঅ
পাএট সুরসরি ধারে॥ ৩।
ভণই বিদ্যাপতি সুনহে মহেশর
ইলাগি কইলি তুঅ সেবা।
এতয় জে বরু সে বরু হোঅল
ওতয় যাব ন মোর দেবা॥ ৪।

২। সকলে নির্দ্ধন জন বলিয়া উপহাস করে, আদর বা অনুকম্পা নাই। হে শিব তুমি আক (অর্ক বা আকন্দ) ও ধুতুরাফুল পাও, কিন্তু হরি চম্পক ফুল প্রাপ্ত হন।

৩। হে হর, খট্বাঙ্গ কাটিয়া হল বা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল কর। ধুরন্ধর অর্থাৎ বাহন বলদকে লইয়া লাঙ্গলে জুতিয়া দাও। গঙ্গাজল ধারা ঢাল।

৪। বিদ্যাপতি ভণিতেছে হে মহেশ্বর শ্রবণ কর, ইহার জন্য তোমার সেবা করিতেছি। ইহাতে যে বর ইচ্ছা সে বর হউক (অর্থাৎ অন্য কোন বর চাহি না,) হে আমার দেব তুমি উহাতে বা ঐ ভিক্ষা কার্য্যে যাইও না। (এই মাত্র আমার প্রার্থনা।)

প্রথম পরিশিষ্ট।

রাজা শিবসিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দানপত্রের অনুলিপি।

"শ্রীগজরথপুরাৎ সমস্ত-প্রক্রিয়াবিরাজমান-শ্রীমদ্রামেশ্বরী-বরলব্ধপ্রসাদ-ভবানী-ভক্তিভাবনাপরায়ণ-রূপনারায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমচ্ছিবসিংহদেবপাদাঃ সমরবিজয়িনো জরৈল-তপ্পায়াং বিসপী-গ্রামবাস্তব্য-সকল-লোকান্ ভূকর্ষকাংশ্চ সমাদিশন্তি। জ্ঞাতমস্তু ভবতাং। গ্রামোহয়মস্মাভিঃ সপ্রক্রিয়াভির্নব-জয়দেব-মহাপণ্ডিত-ঠক্কুর-শ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ শাসনীকৃত্য প্রদত্তো। গ্রামকস্থাঃ যূয়মেতেষাং বচনকরী ভূকর্ষণাদি-কর্ম্ম করিষ্যথেতি। লসং ২৯৩ শ্রাবণ সুদি ৭, গুরৌ।

শ্লোকাস্তু।

অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমিতে বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে শুভতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাঃ সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যাপ্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহবিবৃদ্ধবাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যে সভম্ ॥ ১।
প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং
সারণ্যং সসরোবরঞ্চ বিসপীনামানমাসীমতঃ।
শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজঃ কৃতী
বীরঃ শ্রীশিবসিংহ-দেবনৃপতির্গ্রামং দদৌ শাসনম্ ॥ ২।
যেন সাহসময়েন সত্রিণা তুঙ্গ-বাহ-বর-পৃষ্ঠ-বর্ত্তিনা।
অশ্ব-পত্তি-বলয়োর্ব্বলং জিতং গজ্জনাধিপতি-গৌড়-ভূভুজাং ॥ ৩।
রৌপ্যকুম্ভ ইব কজ্জলরেখা শ্বেতপদ্ম ইব শৈবালবল্লী।
যস্য কীর্ত্তি-নবকেতক-কান্ত্যা ম্লানিমেতি বিজিতো হরিণাঙ্কঃ ॥ ৪।
দ্বিষন্নৃপতি-বাহিনী-রুধির-বাহিনী-কোটিভিঃ প্রতাপতরুবৃদ্ধয়ে সমরমেদিনী প্লাবিতা।
সমস্তহরিদঙ্গনা-চিকুরপাশবাসক্ষমং সিতপ্রসরপাণ্ডুরং জগতি যেন লব্ধং যশঃ ॥ ৫।
মতঙ্গজ-রথপ্রদঃ কনকদান-কল্পদ্রুমস্তুলাপুরুষমদ্ভুতং নিজধনৈঃ পিতা দাপিতঃ।
সুখানি চ মহাত্মনা জগতি যেন ভূমীভুজা পরাপরপয়োনিধিঃ প্রথমমৈত্রপাত্রং সদা ॥৬।
নরপতিকুলমান্যঃ কর্ণশিক্ষাবদান্যঃ পরিচিতপরমার্থো দানতুষ্টার্থিসার্থঃ।
নিজচরিতপবিত্রো দেবসিংহস্য পুত্রঃ স জয়তি শিবসিংহো বৈরিনাগেন্দ্রসিংহঃ ॥ ৭।
গ্রামে গৃহ্নন্ত্যমুষ্মিন্ কিমপি নৃপতয়ো হিন্দবোহন্যে তুরুষ্কা
গোকোলং স্বাত্মমাংসৈঃ সহিতমনুদিনং ভুঞ্জতে তে স্বধর্ম্মং।
যে চৈনং গ্রামরত্নং নৃপকররহিতং পালয়ন্তি প্রতাপৈ-
স্তেষাং সৎকীর্ত্তিগাথা দিশি দিশি সুচিরং গীয়তাং বন্দিবৃন্দৈঃ ॥ ৮।
সন ৮০৭, সংবৎ ১৪৫৫, শাকে ১৩২১। শুভমস্তু।"

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া ভদ্র-জন-গর্হিত অসাধু উপায়ে আমার লেখা বিকৃত করিয়া নব্যভারত নামক এক খানা মাসিক পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও আমি "হিতবাদীতে" তাহার যে উত্তর দিয়াছিলাম, সেই উভয় প্রবন্ধই এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

১। নব্যভারতের প্রবন্ধ।

বিদ্যাপতির জীবনকালে তাঁহার পদাবলী মুদ্রিত হয় নাই। মুখে মুখে ও হাতের লেখা পুঁথিতে পদগুলি সংগৃহীত ছিল। র, ব, ণ, ল প্রভৃতি অক্ষরগুলি বিদ্যাপতির সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। ছাপার সীসার অক্ষরে সীমাবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরের পরিবর্ত্তন প্রিয়তার হ্রাস হইয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে নকল করিবার সময় অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় পাঠান্তর ঘটে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্নপাঠ বিস্ময়ের বিষয় নহে। এবং ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃতপাঠ রুচি ও অভিজ্ঞতায় তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমার পাঠ আমার বিশ্বাস ও শিক্ষা মত সঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু মতভেদ হইলে অন্যদিগকে তিরস্কার করিবার আমার অধিকার নাই। কোন একখানি পুথির পাঠ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে সে পুঁথি খানি কতদিনের, কোথায় কি অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান করিতে হয়। আত্মম্ভরিতার স্থান এখানে নাই। একটি পদ উদ্ধৃত করা যাউক :—

"বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি
করে ধরইতে কত করু না কোটী"

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থে পদটি এই রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি অন্য পাঠ দেখিয়াছেন, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনদিগের ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, অথচ এই পাঠ ধরিয়াছেন এবং বোলন শব্দ বোঢ় শব্দজ বলিয়া ইহার অর্থ বর, নাগর এবং কোটী শব্দে কুট+ষ্ণ করিয়া কুটিলতা বুঝিয়াছেন। শব্দটী বোলন হইলে যে ছন্দপাত হয়, তাহা ভাবেন নাই বোধ হয়। বলবন শব্দটী বিহারে বল : অন—ইংরাজী wa মত ব টীর উচ্চারণ হয়—এই শব্দ হইতে অপ ভাষায় পলোয়ান শব্দ হইয়াছে। কোটী অর্থে কুটিলতা করিলে রাধার প্রথম মিলনের রস ভঙ্গ হয়। কুটিলতা যাহাদের

সম্ভব, তাহাদের সঙ্গে রাধার নাম করিলে বোধ হয় পাপ হয়। আমরা এ পদটী এইরূপে পড়ি :—

"বলবন রসিক বিলাসিনী ছোটী
করে ধরইতে কত করুণা কোটী"

পাঠে যেমন অন্তর হয়, অর্থেও তেমনি অন্তর হয়। লোকে আপন রুচি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে অর্থ বুঝে। অনেক সময়ে কবি স্বয়ং যে অর্থ অনুমান করেন নাই, সে অর্থও প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ পাঠান্তর হইলেই অর্থান্তরের সম্ভাবনা হয়। এরূপ স্থলে পূজনীয় মনীষিগণকে অবজ্ঞা প্রদর্শন ধৃষ্টতা মাত্র।

বিদ্যাপতি যে সময়ে আবির্ভূত হন, সে সময়ে বাঙ্গালার ভাষা কিরূপ ছিল, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থাবলী ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ দ্বারা জানিবার উপায় নাই।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। তিনি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বিসফী নামক গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। ভক্তিনিধি হারাধন দত্ত চণ্ডীদাসের একটী পদ হইতে অতি সুন্দর উপায়ে চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন। সে পদটী এই :—

"বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ
নবহু নবহুঁ রস ইহ পরিমাণ।"

এই পদটী ১৪২৫ শকে রচিত। বাঙ্গলা দেশে সংবৎ অপেক্ষা শকাব্দের চলন অধিক ছিল। এজন্য আমরা ইহা শকাব্দ গণ্য করিয়া লইলাম। আমাদের অনুমান সত্য হইলে, যে বৎসর বিদ্যাপতি বিসফী দান প্রাপ্ত হন, সেই বৎসর চণ্ডীদাস এই পদটী লিখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"পরিচয় সঙ্কেত অঙ্ক নির্জ্জা
চণ্ডীদাস কয় কৌতুক কির্জ্জা।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ভাষা—অপভাষা। পণ্ডিতের ভাষা সংস্কৃত—অপভাষা কি ছিল তাহা অনুমান সাপেক্ষ। জয়দেবের পদাবলী হইতে দেখা যায়, হিন্দী বাঙ্গালা মিশ্রিত একটী ভাষা পূর্ব্ব হইতে সাধারণ লোকে ব্যবহার করিত। পাল ও সেন বংশের সময় মিথিলা বাঙ্গালার এক অংশ ছিল। মিথিলার বর্ত্তমান ভাষা ভোজপুরী হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গালার অনেক নিকটবর্ত্তী। মিথিলার সমাজ তখন বাঙ্গালার আদর্শ। আহার ব্যবহারে অদ্যাপি মিথিলা

বাঙ্গলার নিকটতর। সুতরাং মিথিলা ও বাঙ্গালার ভাষা—উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার ও রাঢ় দেশের ভাষা—প্রায় একরূপ ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দুই প্রকার ভাষা দেখা যায়—এক বীরভূমের বাঙ্গলা আর এক ব্রজবোলী। খাড়ী বোলী ও ব্রজবোলী হিন্দী দুই প্রকার। ব্রজবোলী বিহারের সকল হিন্দু বুঝিতে পারে এবং বাঙ্গালীরও বোধগম্য। এ "ব্রজবোলী" কোথা হইতে আসিল? ব্রিজি বা লিচ্ছবী নামে এক পরাক্রান্ত জাতি মিথিলায় বাস করিত। সে অনেক দিনের কথা। ইহারা ভোট দেশ হইতে এখানে আসিয়াছিল। সিদ্ধার্থ ইহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, বৌদ্ধপুরাবৃত্তে ইহাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ কালে ইহারা মিথিলা ছাড়িয়া নেপাল গিয়া বাস করে। ইহাদের ভাষা বলিয়া কি মিথিলার ভাষার নাম "ব্রজবোলী" হইয়াছিল? বোধ হয় না। যখন সিদ্ধার্থের আবির্ভাব হয়, তখন গাথা ভাষা বিহারে প্রচলিত, তাহার পর শত শত বৎসর পালিভাষা রাজত্ব করে। পালিভাষা হইতে হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। ব্রিজিদের এখন কোন চিহ্ন মিথিলায় নাই। মিথিলাকে জনকভূম বা দ্বারবঙ্গ ভিন্ন ব্রজপুর নামে কেহ অভিহিত করে নাই। বোধ হয় মহাজনগণ ব্রজলীলা যে ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন, সেই কৃত্রিম ভাষার নাম ব্রজবোলী হইয়াছে। আপন লালিত্যে ব্রজবোলী সকলের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রীয়াস'ন সাহেব বিদ্যাপতির যে সকল পদ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার কতক-গুলির ভাষা ঠিক ব্রজবোলী নহে। আবার বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত কতকগুলি পদের ভাষা যেরূপ পরিষ্কার বাঙ্গলা, মিথিলায় কখন সে ভাষা প্রচলিত ছিল বিশ্বাস হয় না। ইহাতেই অনুমান হয়, একদিকে মৈথিলগণ বিদ্যাপতির ভাষা খাঁটি হিন্দীতে, অন্যদিকে বাঙ্গালীরা খাঁটি বাঙ্গলায় পরিণত করিতে চেষ্টা করি-য়াছে। অথবা অন্য কবিগণ আপন রচনায় বিদ্যাপতির ভণিতা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

"বস্তুতঃ বিদ্যাপতি কোন্ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ পদটী বিদ্যা-পতির প্রকৃত, এখনও নিঃসংশয়ে বলিবার সময় হয় নাই। কখন হইবে কি না কে বলিতে পারে? পদসমুদ্র প্রকাশিত হইলে * এ প্রশ্ন মীমাংসার কিছু

* পণ্ডিতবর হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এই মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে পদসমুদ্র প্রকাশিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

সাহায্য হইবে। নিশীথ নিস্তব্ধতায় স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বিদ্যাপতির পদাবলী আমাদের চিত্তহরণ করিতেছে—কে গাইতেছে, কোথায় গাইতেছে—বাক্যগুলির অর্থ কি, আমরা বুঝি না, বুঝিবার প্রয়োজনও রাখি না, মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া আছি। ব্যাকরণের বজ্র প্রহারে কাব্যবিশারদগণের আনন্দ হইতে পারে, মৈথিল ফলকে তড়িত জ্যোতি প্রতিবিম্বিত করিয়া পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন কিন্তু স্বপনের সুখ মোহে। তড়িৎ ও বজ্রনিনাদ বিদ্যাপতি হইতে শতক্রোশ দূরে থাকুক।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণে আমরা কয়েকটী নূতন পদ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীগণ বিদ্যাপতির একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কোন মুদ্রিত গ্রন্থে সে গুলি লিপিবদ্ধ হইবে আশা করিয়া এ স্থলে কয়েকটী প্রকাশিত করিলাম; এতদ্ভিন্ন আরো অনেক বাকী রহিল। সংগ্রহ গ্রন্থে সে গুলি প্রকাশ করা চলে, কিন্তু নব্যভারতের ন্যায় পত্রিকায় সে গুলি প্রকাশিত করা উচিত বোধ হয় না।

করতলে বয়ান শোভয়ে মুখচন্দ্র
কিশলয় মেলি জনু নব অরবিন্দ
অনুখণ নয়ানে গলয়ে জলধারা
খঞ্জন গিলি উগল মতিহারা
তুহু মানিনী পালটি না নেহারি
অরুণ পিব চাহি ঘোর আঁধিয়ারী
বিরল নক্ষত্র নভোমণ্ডল ভাস
অরুণ ত্যজি কো বিমুখ হাস
তরুণী তড়াগে ফুয়ল অরবিন্দ
ভুখিল ভ্রমর পিবই মকরন্দ
তেঁ অপরাধে মারু পাঁচ বাণ
ধনি ধঁরহ হরি রাখই পরাণ
বিদ্যাপতি কহে কে নাহি জানে
আদর লাগি নারী করু মানে।

(২)

শুন সুন্দরি বিদগধ সুপুরুখ সোই
কামুক হৃদয় সবহুঁ হাম বুঝলুঁ কবহু না বিছুরই তোই

এক দিবস হাম মথুরা সমাগমে পন্থহি দরশন ভেলা
তুয়া কাহিনী যত পুন পুন পুছত লোরে লোচন ঢরি গেলা
পীত নিচোলে নয়ন যুগ মোছই পুন পুন অচেতন হোই
উরুপর পাণি হানি খিতি লুটই ফুকরি ফুকরি কত রোই
তুয়া বিনু রাতি দিবস নাহি জানয়ে অত এ বুঝলু অনুমানে
তোহে বিছুরল বলি কবহুঁ না বোলবি সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।

(৩)

ছেদল চম্পক পনস রসাল
রোপলুঁ শিমুল এরণ্ড মন্দার
গুণবতী পরিহরি কুযুবতী সঙ্গ
হার হিরণ্য ছাড়ি রাগ হি রঙ্গ
কি কহব রে সখি পামর বোল
পাথর ভাসল তল গেলি সোল
পণ্ডিত গুণিজন দুখ অপার
আছয়ে মরম সুখে পরম গোঙার
বিদ্যাপতি কহে বিহি অনুবন্ধ
গণও গুণিজন মনে রহে ধন্দ।

(৪)

সুহই।

সহকার মুঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর কোকিল পঞ্চম গায়
দখিণ পবন বিরহ বেদন নিঠুর নাহ না আয়
সজনি কহ মোরে সোই উপায়
মধুমাসে যব মাধব আয়ব বিরহ বেদন যায়
একু বেরি হর ভসম করল তে শর নয়ন আগি
আহির কুলে পুন জনম লয়ল হামারি বধের ভাগী
অঙ্গজ আছল অনঙ্গ ভই গেল ধনু ভাঙল হাথ
নাহ-নিরদয় ভাগি পলায়ল তোড়ল হামারি মাথ
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী আকুল না করহ চিত
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবী সহিত

(৫)

বালা ধানশী।

শুন শুন মাধব কর অবধান
তো বিনু দিবস রয়নী না জান

যতহুঁ কলানিধি স পূরণ ভেল
ততহুঁ কলাবতী ছিন ভই গেল
নীল নলিনী লেই যব করি বায়
হৃদয়ে বহুত ভয় উড়ি জনি যায়
চল চল মাধব করু অগুসার
ইন্দু পূরল ধনি না জীয়ব আর
ভণে বিদ্যাপতি শুন ব্রজরায়
তুরিতে চলহ ধনি মরি জনি যায়।

(৬)

ধানশী।

সজনি গেল সে সব দিন
বয়েস গরবে যো কিছু কহলি সো সব রহিল চিন
দাঁত ভাঙ্গল থোথর থোয়ায়েল কামায়ল সাপ
বৈসল হরিয় সকল সহিয় বীরক দাপ
গগন মণ্ডলে উগরে কলানিধি কত নিবারিব দীঠ
যখন যে হয় তেঞি গোঙায়ব যে হব তা দিব পিঠ
সজনী না বোল বচন আন
বহুত বিপতি ধৈরয করব কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

আজ কাল কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বা অনুরোধ পত্র লইয়া এক একখানি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেন। সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দারিদ্র সকল যুগে ও সকল দেশে বিখ্যাত। কিন্তু এ দারিদ্রেও সাহিত্যসেবী আত্মসম্মান রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা বীণাপাণির ভক্ত। আজ কাল ভণ্ড সাহিত্যসেবীর নীচতায় মস্তক অবনত হয়। যাঁহারা সাহিত্যের নামে প্রশংসাপত্র ভিক্ষা করিতে লোকের দ্বারস্থ হন, তাঁহারা যেমন মর্য্যাদাশূন্য, যাঁহারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চক্ষুলজ্জায় প্রশংসাপত্র প্রদান করেন, তাঁহারা তেমনি দুর্ব্বলচিত্ত এবং উভয়েই সাহিত্যের শত্রু।

বিদ্যাপতি উপক্রমণিকায় দেখিলাম—

"কৃষ্ণের প্রীতি জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ভক্তের মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ।" "ফলতঃ এ বিষয়ে (রুচি) যদি কিছু দোষ থাকে সে দোষ বিদ্যাপতির নহে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের। এই ধর্ম্ম প্রভাবেই তড়িত লতা অবলম্বনে অবতীর্ণ, নিষ্কলঙ্ক শশধর বিনিন্দিত রমণীবদন কিছুক্ষণ দেখিয়া বিদ্যা-

পতির আশা পূর্ণ হয় নাই। "মদন জ্বালা" বাড়িয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বে মগ্ন হইয়াও এই ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।"

কাব্যবিশারদ মহাশয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছেন, সেইরূপই লিখিয়াছেন। এই পুস্তক খানি পড়িয়া বৈষ্ণব-চূড়ামণি বাবু শিশির কুমার ঘোষ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন দেখিয়া অবাক্ হইয়া আমার ও শিশির বাবুর একটী বন্ধু, তিনিও একজন ভক্ত বৈষ্ণব এবং সুলেখক, তাঁহাকে এ রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, শিশির বাবু শাস্ত্রমত ব্যবহার করিয়াছেন।

"আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরি"

পাঠক, প্রশংসাপত্র গুলির অর্থ অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয় পণ্ডিত; সুলেখক ও সাহিত্যপ্রিয়। তাঁহার অনুগ্রহপত্র সংগ্রহ দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের রথীগণকে ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকে অন্যের দ্বারস্থ দেখিলে মন কেমন হয় বুঝা যাইবে।

কালীপ্রসন্ন বাবু অন্যের পাঠাশুদ্ধি ও অর্থাশুদ্ধি দেখিয়া হুঙ্কার করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার পাঠ ও আমাদের পাঠ কয়েকটী পদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম এবং কয়েকটী পদের তাঁহার কৃত অর্থ ও আমাদের কৃত অর্থ তাঁহার ও পাঠকগণের সমালোচনার জন্য তুলিয়া দিলাম। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের পাঠ প্রথমে, তাহার পর আমার পাঠ। আমার পাঠ কোনটী স্বকপোলকল্পিত নহে। দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু সাঙর চিকুর ভার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আন্ধিয়ার।
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল
কত না যতনে কত অদ্‌ভুত বিহি বহি তোহে দেল।

বিশারদ মহাশয় চন্দিম অর্থে কান্তি এবং বহি অর্থে উয়ো—উহা বুঝিয়াছেন আমার অর্থ চন্দিম, চাঁদ, বহি শব্দ নিহি বা নিধি (রত্ন) হইবে।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙল চিকুর ভার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল, পিছে করি আন্ধিয়ার
রামাহে অধিক চন্দিম তুঁহু ভেল।
কতহুঁ যতনে কত অদ্‌ভুত বিহি নিহি তোহে দেল।

(৭)

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।

বিশারদ মহাশয় দ্বন্দ্ব শব্দে যুগ্ম বা কলহ বুঝিয়া দুইটী স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন। (ক) নবজলধর ও বিজলী লেখার মিলন সম্পন্ন করিয়া গেল। (খ) নবজলধর সম্ভূত যে বিদ্যুৎ তাহার সহিত কলহ বিস্তার করিয়া গেল অর্থাৎ সেই বিদ্যুল্লেখা অধিক রূপবতী কি রমণী অধিক রূপবতী, এই বিবাদের বিস্তার বা সূত্রপাত করিয়া গেল।

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা ধন্দ পশারিয়া গেলি।

বিদ্যুতের আলোতে চোখে ধান্দা লাগে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদ্যুতের মত কি চলিয়া গেল, চোখে ধাঁধা লাগিল, ঠিক যেন বুঝা গেল না।

(৮)

সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি, তনু অতি কোমলিনী
কুচ ছিরি ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন বর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর
বলি অর্থ—বলিয়া।
শিরিষ কুসুম তনি, সিংহ জিনি মাজা খিনি
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি
কাজরে রঞ্জিত কিয়ে ধবল নয়নবর
ভ্রমর ভুলল জনু বিকচ কমলোপর।

(৯)

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাঁসি, আধ হি নয়ান তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি তব ধরি দগধে অনঙ্গ
একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম
হারে হরি লব মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম।
অতনু কাঁচলা উপাম—মদন কাঁচুলি সদৃশ হইয়াছে।
হারে হরি লব মন—হারে যেন মন হরিয়া লয়।

আধ অাচর খসি আধ বদনে হাসি আধ হি নয়ান তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি গেলি পুরুখ বধি অন্তরদগধে অনঙ্গ
একে তনু গোরা কনক কটোরা ওতনু কাঁচর উপাম
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁশ পসারল কাম।

(১০)

অলখিতে হাম হেরি বিহসিলি থোরি
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি।

অর্থ—কবির তুলনায় কামিনী যামিনীর সদৃশ, হাস্য কৌমুদী তুল্য। সাদৃশ্য কিসে দেখাইলে ভাল হইত। রাধা কি রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা? আমার পাঠ এইরূপ :—

অলখিতে হামে হেরি বিহসিল থোরি
জনু বয়ান ভেল চাঁদ উজোরি।

এই পদটীর আর এক স্থানেও অশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করা হইয়াছে বোধ হয়.

তৈ ভেল বেকতপয়োধর শোভা
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা।

অর্থ—কনককমলে কার মন না মোহিত হয়? আমার পাঠ এই—

তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা
কনক কমল হেরি কাহে না লোভা।

এই পদটীর শেষভাগে আমার পুঁথিতে দুইটী নূতন ছত্র আছে। বিশারদ মহাশয়ের গ্রন্থে পাইলাম না।

সে সব অমুল্যনিধি দেগলি সন্দেশ
কিছুই না রাখলি রস পরিশেষ।

আর অধিক পদ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ ভিন্ন পাঠ ও ভিন্ন অর্থ অনেক পদে পাওয়া যায়। বিশারদ মহাশয় স্থচিপত্র না দেওয়াতে তুলনা করিবার বড় অসুবিধা হইয়াছে।

পাঠও অর্থসম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বলিতে হয়, বিদ্যাপতির এই নূতন সংস্করণে অনেকগুলি নূতন পাঠ একত্র থাকাতে পাঠকের সুবিধা হইয়াছে। পুস্তক খানি প্রকাশিত করিতে কাব্যবিশারদ মহাশয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

[নব্যভারত—দ্বাদশ খণ্ড একাদশ সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।]

বিদ্যাপতি-বিদ্বেষ।

—–০)*(০—–

(নব্য ভারতের জন্য লিখিত হইয়াছিল।)

চৈত্র মাসের নব্যভারতে "শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী" স্বাক্ষরিত "বিদ্যাপতি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে, লেখক আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ করিবার জন্য সত্যের অপলাপ করিয়া, এবং আমার পুস্তক হইতে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত অংশাদি উদ্ধৃত করিয়া, নিজের সুশিক্ষা ও সাধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার অন্তরালে অবস্থিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি এই দুই নিধিতে মিলিয়া কেন উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা উপসংহারে বলিব, এক্ষণে ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য ও কারণের উল্লেখ না করিয়া প্রথমে প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি।

ভূমিকার পরেই প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন—

"বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি
করে ধরইতে কত করু না কোটী"

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার নব প্রকাশিত বিদ্যাপতি গ্রন্থে পদটী এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি অন্য পাঠ দেখিয়াছেন, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনদিগের ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, অথচ এই পাঠ ধরিয়াছেন এবং বোলন শব্দ বোঢ় শব্দজ বলিয়া ইহার অর্থ বর, নাগর এবং কোটী শব্দে কুট + ক্ত করিয়া কুটিলতা বুঝিয়াছেন। শব্দটী বোলন হইলে যে ছন্দপাত হয়; তাহা ভাবেন নাই বোধ হয়। বলবন শব্দটী বিহারে বল অন—ইংরাজী wর মত ব টীর উচ্চারণ হয়—এই শব্দ হইতে অপভাষায় পলোয়ান শব্দ হইয়াছে। কোটী অর্থে কুটিলতা করিলে রাধার প্রথম মিলনের রস ভঙ্গ হয়। কুটিলতা যাহাদের সম্ভব, তাহাদের সঙ্গে রাধার নাম করিলে বোধ হয়, পাপ হয়। আমরা এ পদটী এরূপে পড়িঃ—

"বলবন রসিক বিলাসিনী ছোটি
করে ধরাইতে কত করুণা কোটী"

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—

শব্দটী "বোলন" হইলে ছন্দঃপতন হয় এ কথা যিনি বলেন, তিনি ছন্দঃ কাহাকে বলে তাহাই জানেন না। বস্তুতঃ লেখকের লঘু গুরু জ্ঞান থাকিলে "বো"—এ অক্ষরে দুই মাত্রা, ও "বল" এই দুই অক্ষরেও দুই মাত্রা, এ কথা তি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। "বলবন" বলিলে যে ছন্দের ভঙ্গ হয় না, "বো

বলিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। যাঁহারা লঘু গুরু, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতির মর্ম্ম বুঝেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই জানেন ওকারে দুই মাত্রা। তাহার পর বোলরে ব্যুৎপত্তি ও অর্থ। লেখক মহাশয় যাহা আমার মত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমার টীকায় এইরূপ আছে—

"বোলন—(বোঢ় শব্দজ) বর; নাগর। অথবা (বলবৎ শব্দ হইতে)—বলবান্। (ক) নাগর রসজ্ঞ, বিলাসিনী ছোট। কিম্বা (খ) রসিক বলবান্, বিলাসিনী ক্ষুদ্র। ৭৯ পৃষ্ঠা।

আমাদিগের প্রবন্ধলেখক এমনি সত্যনিষ্ঠ যে আমার টীকার কথা পূর্ব্বোক্তরূপে উদ্ধৃত করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হয় নাই। তিনি যে "বলবন" পাঠের কল্পনা করিতেছেন তাহার অর্থ আমার টীকাতে প্রকাশিত আছে, এ অংশটুকু গোপন করায় ভদ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে কি না তাহা আমার বিচার্য্য নহে। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখি আমার পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্যাপতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংস্করণেও বোলন পাঠ আছে, "বলবন্" পাঠ কেহই ধরেন নাই।

তাহার পর "করুণা কোটী" ও "করু না কোটী" আমি এ দুইটী পাঠই দিয়াছি, দুইটী পাঠেরই অর্থ করিয়াছি। কোটী অর্থে—"কোটী প্রকারে বা অশেষ প্রকারে" ও করুণা অর্থে কাতরতা প্রকাশও আমার টীকায় লিখিত হইয়াছে। করুণার শোকার্ত্ততা, দীনতা, শোকার্ত্তা, দীনা প্রভৃতি অর্থেরও উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং করুণা সম্বন্ধে আমার এই অর্থ গোপন করিয়া লেখক যে আমার উপর বিশেষ করুণা করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। আমার টীকা এই:—

অনেকে "করে ধরইতে করে করুণা কোটী"—পাঠ ধরিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারা কোটী অর্থে কোটী প্রকারে ও করুণা অর্থে কাতরতা প্রকাশ বুঝিয়াছেন। ফলতঃ "করে ধরইতে কত করু না কোটী।" ও কোথাও কোথাও "না করু কোটী" পাঠই দৃষ্ট হইল। "না" শব্দের এইরূপ প্রয়োগ প্রচলিত নহে। কোটী—কোট (কুট—ক্ত) কুটিলতা। হাত ধরিতে কতই না কুটিলতা করে। গীত চিন্তামণির পাঠ "করে করইতে কত বঞ্চনা কোটি।" কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা এইরূপ——"প্রথমতঃ পদ্মিনী তত্রাপি তম্বঙ্গী অতএব করস্পর্শে শোকস্থায়ি ভাবক করুণরসাবির্ভাব কোটয়ঃ কতিপয়া ভবন্তি।"

পরবর্ত্তী অনেক পদেই করুণা অর্থে কোথাও দীনা, শোকার্ত্তা, কোথাও বা দীনতা বা শোকার্ত্ততা দৃষ্ট হইবে। উভয় অর্থই সঙ্গত। হাত ধরিতে কতই দীনতা প্রকাশ করে।

পাঠক এক্ষণে সমালোচকের সৌজন্য দেখিলেন?

তাহার পর রস ভঙ্গের কথা। লেখক বলিয়াছেন, কুটিলতার সঙ্গে রাধার নাম করিলে পাপ হয়, প্রথম মিলনের রস ভঙ্গ হয়। বস্তুতঃ লেখকের পাপ পুণ্যের ও

রসের যে সংস্কার তাহাতে হস্তক্ষেপ করা আমার অভিপ্রেত না হইলেও তাঁহাকে দুই চারিটি কথা বলিয়া দিতে হইতেছে। কোন ভক্ত বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বুঝিবেন যে, এ কুটিলতায় দোষ স্পর্শেনা, রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাব লইলে, "কুটিলতার" কুটিলত্ব যাইবে। গীতচিন্তামণিতে "করুণা" স্থলে "বঞ্চনা" আছে, তাহাও লেখক মহোদয় আমার টীকায় আর একটু মনোযোগ করিলে দেখিতে পাইতেন। রাধার পক্ষে এই সমস্ত ছল করা, বঞ্চনা করা, গোপন করা, কুটিলতা প্রকাশ, চাতুরি প্রকাশ, একবার আগ্রহ ও একবার আশঙ্কা প্রদর্শন করা প্রভৃতিতে যে কি রস তাহা ক্ষীরোদ বাবু ও তাঁহার মত পণ্ডিতে না বুঝিলেও অন্যে বুঝিবে। যিনি ইহাতে পাপ দেখেন, তিনি কৃষ্ণের প্রতি "বল প্রকাশ, নিষ্ঠুরতা, স্ত্রী হত্যা বিষয়ে ভয় শূন্যতা" প্রভৃতির আরোপে সাহেবি মেজাজে, যে "ভয়ঙ্কর বীভৎস কাণ্ড" বলিয়া উঠেন নাই, ইহাই রাধাকৃষ্ণের পরম সৌভাগ্য। রাধা আত্মা ও কৃষ্ণ পরমাত্মা বুঝিলে এ কুটিলতার জন্য সমালোচকের মনে এত ভাবনা হইত না।

অনন্তর, ক্ষীরোদ বাবু ভাষা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উঁহার সহিত আমার, বা আমার প্রকাশিত বিদ্যাপতির কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি উঁহার মধ্য হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম—

"বস্তুতঃ বিদ্যাপতি কোন্ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ পদটী বিদ্যাপতির প্রকৃত, এখনও বলিবার সময় হয় নাই। কখন হইবে কি না কে বলিতে পারে? পদসমুদ্র * প্রকাশিত হইলে এ প্রশ্ন মীমাংসার কিছু সাহায্য হইবে। * পণ্ডিত বর হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এই মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে পদসমুদ্র প্রকাশিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।"

ইহাতে কেমন যেন বিজ্ঞাপনের গন্ধ বাহির হইতেছে! যাহা হউক সে কথায় এখন কাজ নাই।

ইহার পরে, ইনি কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই পদগুলি এ পর্য্যন্ত কোন মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, "কাব্যবিশারদের গ্রন্থে" ও লেখক তাহা দেখেন নাই। আমি লেখকের যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ঐ পদগুলি প্রকৃত পক্ষে বিদ্যাপতি কি অন্য কোন বৈষ্ণব কবির তাহা এখনও বলিতে পারি না। সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিব। যদি ঐ গুলি যথার্থ বিদ্যাপতিরই হয় তাহা হইলেও আমি আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করি না, কারণ আমি যাহা পাইয়াছি তাহারই সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বঙ্গে প্রচলিত নহে, যাহা বহু স্থলে পাওয়া যায় না, তাহা না পাওয়া আমি অপরাধ বোধ করি না। পাইয়া, বা

পাইবার উপায় জানিয়া, যদি চেষ্টা, পরিশ্রম বা অর্থ ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত হইতাম তাহা হইলে মনে ক্ষোভ থাকিত ; আমার সে ক্ষোভ নাই।

তৎপরেই লেখক লিখিতেছেন—

আজ কাল কোন কোন গ্রন্থকার প্রকাশিত হইবার পুর্ব্বে কোন বিখ্যাত লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বা অনুরোধ পত্র লইয়া এক একখানি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেন। সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দারিদ্র সকল যুগে ও সকল দেশে বিখ্যাত। কিন্তু এ দারিদ্র্যেও সাহিত্যসেবী আত্ম-সম্মান রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা বীণাপাণির ভক্ত। আজ কাল ভণ্ড সাহিত্য-সেবীর নীচতায় মস্তক অবনত হয়। যাঁহারা সাহিত্যের নামে প্রশংসাপত্র ভিক্ষা করিতে দ্বারস্থ হন, তাঁহারা মর্য্যাদাশূন্য, যাঁহারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চক্ষুলজ্জায় প্রশংসাপত্র প্রদান করেন, তাঁহারা উভয়ে দুর্ব্বলচিত্ত এবং উভয়েই সাহিত্যের শত্রু।

প্রথম কথা। প্রশংসাপত্র বা সমালোচনা সংগ্রহ করা যে অন্যায় কার্য্য ইহা এই প্রথম শুনিলাম। দ্বিতীয়তঃ, সুপণ্ডিত, চরিত্রবান্ ও সুলেখক বলিয়া যাঁহা-দিগের প্রতিপত্তি আছে, সেরূপ লোকেও "বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চক্ষুলজ্জায় প্রশংসাপত্র প্রদান করেন" ভদ্র সমাজভুক্ত কোন লোক এরূপ কল্পনা করিতে পারে, আগে শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। তৃতীয় কথা—আমার বিদ্যাপতি পুস্তকের ভিতরে বা মলাটে, কোন অংশে, কাহারও প্রশংসাপত্র বা সমালোচনা উদ্ধৃত হয় নাই। আমি গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে বা পরে সমালোচনার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হই নাই, কাহারও মত জিজ্ঞাসা করি নাই, কোন সংবাদ পত্রে পুস্তক পাঠাইয়া দিই নাই। দিবার ইচ্ছা আছে, এখনও কিন্তু দেওয়া হয় নাই, কেবল সময়াভাবের জন্যই, আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ভিন্ন অপরের নিকট এখনও পুস্তক পাঠাই নাই, আত্মীয় স্বজনেরও মতামত জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে, সংবাদ পত্রাদির বিজ্ঞাপনে শিশির বাবুর ও বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের অযাচিত মত প্রকাশিত করিয়াছি, এই মাত্র। তাহাও আমার পুস্তকের কোন অংশে উদ্ধৃত হয় নাই। তাই বলিতেছি, লেখক মহাশয় আমার বিদ্যাপতি সমালোচনা করিতে বসিয়া অন্যত্র প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সমালোচনা করিতে গেলেন কেন ? তিনিই বলুন, মনের অগোচর ত আর পাপ নাই।

তাহার পর আর একটু রহস্য দেখুন। এই ভদ্র লেখক মহোদয় লিখিতেছেন—

বিদ্যাপতির উপক্রমণিকায় দেখিলাম—"কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ভক্তের মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ॥" "ফলতঃ এ বিষয়ে (রুচি) যদি কিছু দোষ থাকে সে দোষ বিদ্যাপতির নহে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের। এই ধর্ম্ম প্রভাবেই তড়িত লতা অবলম্বনে অবতীর্ণ, নিষ্কলঙ্ক শশধর

বিনিন্দিত রমণীবদন কিছুক্ষণ দেখিয়া আশা পূর্ণ হয় নাই, মদন জ্বালা বাড়িয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বে মগ্ন হইয়াও এই ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।"

কাব্যবিশারদ মহাশয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছেন সেইরূপই লিখিয়াছেন। এই পুস্তক খানি পড়িয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি বাবু শিশির কুমার ঘোষ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন দেখিয়া অবাক হইয়া আমার ও শিশির বাবুর একটী বন্ধু, তিনিও একজন ভক্ত বৈষ্ণব এবং সুলেখক তাঁহাকে এ রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, শিশির বাবু শাস্ত্রমত ব্যবহার করিয়াছেন।

"আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরি" *

পাঠক প্রশংসাপত্র গুলির অর্থ অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয় পণ্ডিত সুলেখক ও সাহিত্যপ্রিয়। তাঁহার অনুগ্রহপত্র সংগ্রহ দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের রথীগণকে ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকে অন্যের দ্বারস্থ দেখিলে মন কেমন হয় বুঝা যাইবে।

ইহার প্রথমাংশটুকু লেখার উদ্দেশ্য সাধারণ পাঠক সমাজে আমাকে অনভিজ্ঞ প্রতিপন্ন করা। বস্তুতঃ ক্ষীরোদ বাবু উপক্রমণিকার অংশগুলি ছাঁটিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে অর্থ বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে ইন্দ্রিয়াসক্তির কথা বলিয়াছি সেইখানেই লিখিয়াছি—

"যাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা বা মাতার ন্যায় ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি বিশিষ্ট থাকেন তাঁহাদিগের ভক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুমোদিত ভক্তি নহে। পুংযোগাশংসু কুলটা যেরূপ আগ্রহের সহিত উপপতিকে ভালবাসে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যাঁহাদিগের সেইরূপ আন্তরিক আগ্রহ তাঁহারাই বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।"

ইত্যাদি অংশ বাদ দিয়া ক্ষীরোদ বাবু আমার লেখার অর্থ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। অংশ বিশেষ বাদ দিয়া আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছা যে ইন্দ্রিয়াসক্তি, ও কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছা যে ইন্দ্রিয়াসক্তি, উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে দেন নাই। ক্ষীরোদ বাবু আমার লেখা তুলিয়া যেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোষ ও অশ্লীলতার কথা বলিয়াছেন, সেই খানেই আমার লেখা আছে—

"পরন্তু যদি কেহ সুলোমানের প্রেম সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে পান, তাঁহার নিকট বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের অশ্লীলতা মধ্যে সেইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের অসদ্ভাব হইবে না। আধ্যাত্মিক ভাবে—রাধা আত্মরূপিণী, ভক্তি বুদ্ধি প্রভৃতি সখী ও দূতী স্বরূপা, কৃষ্ণ পরমেশ্বর; আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনই সঙ্গম।" ইত্যাদি।

* ঐ সকল আমাদের ছাপার ভুল নহে।

এই সকল অংশ বাদ দিয়া ক্ষীরোদ বাবু চাতুরী জাল বিস্তার করিয়াছেন। যে স্থানে আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আধুনিক শিক্ষা-কলুষিত মহোদয়দিগের অযথা দোষারোপ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ক্ষীরোদ বাবু কৌশল ক্রমে তুলিবার সময় কথা বাদ দিয়া, সেই স্থলকেই বিপরীতার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই মহত্ত্বের পরিচায়ক।

ইহার পর শিশির বাবুর কথা। অমৃত বাজার সম্পাদক শিশির বাবু আমার পুস্তকের প্রশংসা করিয়া—"দুর্ব্বল চিত্ত সাহিত্যের শত্রু," হইয়াছেন, এ সংবাদ নূতন বটে। ক্ষীরোদ বাবু নামাদি গোপন করিয়া, যে কাপুরুষকে "শিশির বাবুর একটী বন্ধু, ভক্ত বৈষ্ণব ও সুলেখক" বলিয়া আসরে আনিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিলেই প্রকৃত কথা বাহির হইত, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। ক্ষীরোদ বাবুও সেই জন্য ঐ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। ক্ষীরোদ বাবু ও তাঁহার বন্ধুর ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না।

শেষ অংশের কথা, পুনরুক্তি মাত্র, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি এ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ পত্র সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বারস্থ হই নাই। যদি প্রশংসা পত্র গ্রহণ করিয়া মুদ্রিত করিতাম তাহা হইলেও কিছু অন্যায় কার্য্য হইত না। পুস্তকে একখানিও প্রশংসা পত্র নাই, তথাপি পুস্তক সমালোচনার সময়ে প্রশংসা পত্রের জন্য বার বার এত কথা! লেখকের কি উদারতা!! কি ভদ্রতা!!!

ইহার পরে দেখুন—

"কালীপ্রসন্ন বাবু অন্যের পাঠাশুদ্ধি ও অর্থাশুদ্ধি দেখিয়া হুঙ্কার করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার পাঠ ও আমাদের পাঠ কয়েকটী পদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম এবং কয়েকটী পদের তাঁহার কৃত অর্থ ও আমাদের কৃত অর্থ তাঁহার ও পাঠকগণের সমালোচনার জন্য তুলিয়া দিলাম। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের পাঠ প্রথমে, তাহার পর আমার পাঠ। আমার পাঠ কোনটী স্বকপোল কল্পিত নহে। দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙর চিকুর ভার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আন্ধিয়ার।
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল
কত না যতনে কত অদভুত বিহি বহি তোহে দেল।

বিশারদ মহাশয় চন্দিম অর্থে কান্তি এবং বহি অর্থে উয়ো—উহা বুঝিয়াছেন। আমার অর্থ চন্দিম, চাঁদ, বহি শব্দ নিহি নিধি বা (রত্ন) হইবে।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙল চিকুর ভার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল, পিছে করি আন্ধিয়ার।

রামাহে অধিক চন্দিম তুহু ভেল।
কতহু যতনে কত অদভুত বিহি নিহি তোহে দেল।"

ইহাতে আমার পাঠাশুদ্ধি বা অর্থাশুদ্ধি কিছুই বুঝিলাম না। প্রথমে, ক্ষীরোদ বাবুর পাঠ "দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।" ভালই; আমরা যদি তাঁহার সেই "দুইশত বৎসরের পুঁথি" পাইতাম তাহা হইলেও ঐ পাঠ গ্রহণ করিতাম না, পাঠান্তর স্থলে, উহার উল্লেখ করিতাম মাত্র। পূর্ব্ব ভাষেই বলিয়াছি—

"যে পাঠ অধিকাংশ স্থলে পাইয়াছি, যেরূপ বর্ণবিন্যাস বহু স্থলে দেখিয়াছি মুলে তাহাই অবলম্বন করিয়াছি, এবং যথাসাধ্য তাহারই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। * * যথাসম্ভব পাঠান্তরাদিরও উল্লেখ করিয়াছি।"

বস্তুতঃ ক্ষীরোদ বাবুর দৃষ্টিপথে যদিই একখানি দুইশত বৎসরের পুথি পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য আর দশখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ পরিত্যাগ করা যায় না। তদ্ভিন্ন বটতলা প্রভৃতির বিবিধ বারের মুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি দেখিতেও ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে অক্ষয় বাবু প্রভৃতিও আমার মত পাঠই ধরিয়াছেন। যে ব্যক্তি মিথিলায় বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নিকট হইতে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছে, পদে পদে বহু প্রাচীন পুথির কথা উল্লেখ করিয়াছে, রাধামোহন ঠাকুরের ও শেখরের লিপি সংগ্রহ করিয়াছে, বিদ্যাপতির প্রকাশের পরেও যে কাব্য-বিশারদ প্রায় পাঁচশত বৎসরের পুরাতন জরাজীর্ণ তালপত্রস্থ বিদ্যাপতির নিজের হস্তের লিপি দুই চারি খানি আনাইয়া নিজের নিকটে রাখিয়াছে, তাহাকে একখানা মাত্র দুইশত বৎসরের পুথির উল্লেখে তিরস্কার করিতে যাওয়া ক্ষীরোদ বাবুর উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিলাম না।

সে যাহা হউক ক্ষীরোদ বাবুর পুথির পাঠ ত দেখিলাম। তাহার অর্থটা কি করিলেন? "চন্দিম—চাঁদ, নিহি—রত্ন।" তাহা হইলে "রামাহে অধিক চন্দিম তুহু ভেল"—ইহার মানেটা কি হইল? "তুমি অধিক চাঁদ হইলে।" এই নাকি? কি নৈপুণ্য! কি পাণ্ডিত্য!

তাহার পর কাব্যবিশারদের ধৃত—"নব জলধর বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।" পাঠের "দ্বন্দ্ব" কথাটি ক্ষীরোদ বাবুর পুথিতে নাকি "ধন্দ" আছে। থাকিলেও আমার সেই পূর্ব্ব কথা। ধন্দ পাঠে অর্থ সোজা হয় বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমি পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে ত পারি না। আমি কষ্ট করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা

করিতে পারি, সে অধিকার আমার আছে। পাঠ পরিবর্ত্তনে আমার অধিকার নাই। আমার সঙ্কেত পুস্তকে দেখিলাম—ঐ কবিতাটি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছি—

বটতলার মুদ্রিত পদ-কল্পতরুর সকল সংস্করণেই ২০২ B. পাণ্ডুলিপি ২০৩ অন্য সকল হস্তলিখিত পদকল্পতরুর ২০১; গীত চিন্তামণির ৪ পৃষ্ঠা (বটতলা), ১পৃ পাণ্ডুলিপি, গীতকল্পতরু পাণ্ডুলিপি, ২০২, F. M. S.—105, পাণ্ডুলিপি পদরত্নাকর ১১০৫ ইত্যাদি।

এই সমস্ত পুস্তকে, এবং বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের মহাজন পদাবলী সংগ্রহ, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ও বাবু সারদাচরণ মিত্রের সংস্করণ প্রভৃতি সকল স্থানেই দ্বন্দ্ব আছে, সুতরাং আমি দ্বন্দ্ব স্থলে "ধন্দ" পাঠ কোন ক্রমেই গ্রহণ করিতাম না, কোন প্রাচীন পুথিতে পাইলে, পাঠান্তর বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতাম।

ক্ষীরোদ বাবু এইরূপ আরও তিনটি কবিতা হইতে পাঠান্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই আমার এই বক্তব্য। একটীর কথায় ক্ষীরোদ বাবু আমার টীকা তুলিয়া বলিয়াছেন—

"অলখিতে হাম হেরি বিহসিলি থোরি
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি।

অর্থ—কবির তুলনায় কামিনী যামিনীর সদৃশ, হাস্য কৌমুদী তুল্য। সাদৃশ্য কিসে দেখাইলে ভাল হইত রাধা কি রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা?"

কামিনীকে যামিনীর সহিত তুলনা করিলে যদি তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া কাহারও বোধ হয়, তাহা হইলেই ত নাচার। যদি কেহ পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ বলিলে, গোলাকার বা চক্রাকৃতি বদনের কল্পনা করেন, বাঁশীর মত নাসিকা বলিলে সানাইয়ের মত লম্বা নাক ভাবিয়া বসেন, তাহা হইলে কবিও মাটী কাব্যও মাটী। বলিতে ইচ্ছা করে হে বিধাতঃ! অপর যে যন্ত্রণা ইচ্ছা আমাকে দাও—কিন্তু "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" কখনও কপালে লিখিও না। ক্ষীরোদ বাবুর তুলনা-জ্ঞান দেখিয়াও আমার মুখ দিয়া সেই "শিরসি মা লিখ" বাহির হইতেছে!

বোধ হয়, কামিনীর সহিত যামিনীর তুলনা হইতে পারে না এমন কথা, ইহার পূর্ব্বে কেহ কখন বলেন নাই। কালিদাস যখন "বিচেয়তারকা শর্ব্বরীর" সহিত "অসমগ্র-ভূষণা" রাজ-মহিষীর অথবা, "স্ফুট-চন্দ্রতারকা" বিভাবরীর সহিত গৌরীর তুলনা করিয়াছিলেন, তখন যদি তিনি ক্ষীরোদ বাবুর সহিত পরামর্শ করিবার সুবিধা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ উন্নতি হইত। যামিনীর

ন্যায় কামিনী শান্তিময়ী, শোভাময়ী! কবি সহাস্য বদনা কামিনীর সহিত কৌমুদীভূষিত রজনীর তুলনা করিয়াছেন, ইহা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবেন, তাঁহাকে কে বুঝাইতে পারে? আর, চন্দ্র-সমুজ্জ্বল নিশাকালের সহিত যখন হাস্যমুখী ললনার সৌন্দর্য্য উপমিত হইতেছে তখন কৌমুদী-হীন কৃষ্ণবর্ণ নিশার কল্পনাই বা কেন করা হইবে? ফলতঃ এ সকল তর্ক করিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে, হৃদয়ে ভাবিবার বিষয়। পদ্মের মত মুখ, চন্দ্রের মত মুখ কিরূপে হয়, একথা যিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে এরূপ তুলনার কবিত্ব বুঝান বড়ই দুষ্কর। মুক্তাহারের সৌন্দর্য্য যেমন জীব বিশেষে বুঝিতে পারে না, মুক্তা দাঁত দিয়া কাটিতে যায়, প্রস্ফুটিত গোলাপের বাগানে বৎসতর প্রবেশ করিলে সে যেমন কুসুম শোভা না দেখিয়া বৃক্ষ সমেত পুষ্প চর্ব্বণে প্রবৃত্ত হয়, ভাবুকত্বপরিশূন্য লোকেও সেইরূপ কবিত্ব কাননে প্রবেশ করিয়া ভাবগ্রহণ করিতে পারে না, কাব্য কুসুম পীড়নেরই চেষ্টা করিয়া থাকে।

ক্ষীরোদ বাবুর প্রতি কথার উত্তর দিয়াছি, একটী কথার উত্তর দিই নাই। ক্ষীরোদ বাবু ভূমিকায় বলিয়াছেন—

আমার পাঠ আমার বিশ্বাস ও শিক্ষা মত সঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু মতভেদ হইলে অন্যদিগকে তিরস্কার করিবার আমার অধিকার নাই।

যে মুখে এই কথা, সেই মুখেই মোট একখানি পুথির জোরে পাঠান্তরের জন্য আমার নিন্দাবাদ! এ বেশ সঙ্গত কাজই বটে। এখন আমি এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাহি। যদি কেহ অর্থ সহজ করিবার জন্য জ্ঞানপূর্ব্বক নূতন পাঠাদির সৃষ্টি করেন, অন্য পুস্তকের মিথ্যা দোহাই দিয়া লোককে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি কি তিরস্কারের যোগ্য নহেন?

একজন বলেন—"ননুজা এই পাঠ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ননুজার মানে যে কি তাহা পদকল্পতরুকারই জানেন।" এই বলিয়া পরিহাস করিয়া তিনি "নহুয়া-বদনী" বা "ননুঞা-বদনী" স্থলে পঙ্কজবদনী পাঠ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন আর একজন "রয়নি" স্থলে বয়নি পাঠ দেখিয়া অনেক বাগাড়ম্বরের পর, তাহার বদলে "রাত্তি" করিয়া লইয়াছেন! আবার আর এক মহাপ্রভু বলিলেন প্রাকৃতপ্রকাশ ২য় পরিচ্ছেদ ২য় সূত্র অনুসারে কঠোর স্থলে কওর হয়। আমার বিবেচনায় সকলেরই ইহাদিগকে তিরস্কার করিবার অধিকার আছে। তুমি মানে করিতে পার না, কষ্ট করিয়া মানে কর। ভুল মানে কর, সে এক কথা, কিন্তু তুমি পাঠ পরিবর্ত্তন

করিবার কে? এ প্রশ্ন প্রত্যেকেরই জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে; আর প্রাকৃত প্রকাশের সূত্রে যাহা বলে না, প্রাকৃত প্রকাশের দোহাই দিয়া সেই কথা বলিয়া, অনভিজ্ঞ লোকের ভ্রমোৎপত্তি করাটাও কি সহজ পাপ? অনেকে প্রাকৃত প্রকাশ পড়ে নাই তাহারা এই সকল সূত্রের কথা শুনিয়া ভ্রমে পতিত হয়। যাহারা এই সকল পাপে পাপী তাহাদিগকে সকলেই তিরস্কার করিতে পারে। আমি এইজন্য অন্যকে তিরস্কার করিয়াছি, নিজে জ্ঞানপূর্ব্বক পাঠাদির বিকৃতি করি নাই। বরং অনেক কষ্টেও অর্থ করিয়াছি তথাপি প্রাপ্ত পাঠের পরিবর্ত্তন করি নাই।

প্রত্যেক কথার উত্তর দিয়াছি, এইবার উপসংহার কালে ক্ষীরোদ বাবু ও তাঁহার এই প্রবন্ধে যে হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির বিজ্ঞাপন ও স্তুতি প্রকাশ করা হইয়াছে, এই দুই বন্ধুর আমার প্রতি এরূপ বিদ্বেষপরবশ হইবার কারণ প্রকাশ করিতেছি। বিগত ১৩ই পৌষ তারিখে, এই হারাধন আমাকে একখানি পত্র লিখেন। তাহাতে আমার বহু তোষামোদ ও নিজের বিনয়াদির সঙ্গে এইরূপ লেখা ছিল—

"মধ্যে মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের জীবনীসহ তাঁহার পদ লিখিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি উপহার স্বরূপ তাহার একখানি পাইয়া যাহা কিছু সমালোচনা করিয়াছি, তাহা নব্যভারত পত্রিকায় বিস্তারিত প্রকাশ হইয়াছে। বোধ হয় তাহা আপনার নেত্রগোচর হইয়া থাকিবে। শ্রীমান্ রমণী বাবু আমাকে যে পুস্তকখানি বিনামূল্যে দান করিয়াছিলেন অনেকানেক বিদেশীয় ভক্তগণ তাহা দর্শন ও পাঠ করিয়া গ্রহণাভিলাষী হওয়ায় তাঁহার বহু খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। * * * আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তকের সহিত কিছু বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দেন, স্বদেশ বিদেশে আমার যে আত্মীয়গণ আছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য পাঠাইয়া দিব এবং যাহাতে পুস্তক বিক্রয় হয় সেই সুবিধা করিব এবং সংবাদ পত্রিকাদিতেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও সমালোচনা করিব।"

এই পত্র যখন হিতবাদীর কার্য্যালয়ে আসে, তখন আমি কংগ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজে ছিলাম, সুতরাং উত্তর দিতে পারি নাই। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ভক্তিনিধি মহাশয় একদিন স-শরীরে আমার নিকট উপস্থিত! শুনিলাম তিনি আরও একদিন আসিয়াছিলেন আমার দেখা পান নাই! কিছুক্ষণ অন্য কথা কহিয়া তিনি বিদ্যাপতির কথা তুলিলেন। যিনি একদিন আমাকে তোষামোদ করিয়া আমার "উচ্ছিষ্ট লাভের জন্য" পত্র লিখিয়াছিলেন ও আমার গ্রন্থের কথা শুনিয়া "তৎপাঠে অত্যন্ত লোভ হইলে", যিনি বিনয় করিয়া আমাকে

লিখিয়াছিলেন—"আমি অস্পৃশ্য কুকুর হইয়া দেব নৈবেদ্য প্রয়াসী ; পৃথিবীর ধূল কোণার ন্যায় অসার পদার্থ হইয়াও রত্ন সঞ্চয় করিতে অভিলাষী"—ইত্যাদি, ইত্যাদি*, সেই মহাত্মা তোষামোদে বিদ্যাপতি পাওয়া গেল না মনে করিয়া ভয় দেখাইলেন, বলিলেন পুস্তক না দিলে নব্যভারতে পুস্তকের দোষ দেখাইতে তিনি পারিবেন। তাহাতে আমার অনিষ্ট হইতে পারে! একথা তিনি যখন বলেন, তখন আমার বন্ধু পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—"ঘুষ দিয়া আমরা কাহারও মুখ বন্ধ করিতে চাহিনা। কেহ যদি কালীর দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে কালীর ত তাহাই লাভ। নিজের দোষ নিজে দেখা যায় না। আমরা আপনাকে পুস্তক দিব না।" চন্দ্রোদয়ের কথা শুনিয়া হারাধন বাবু প্রস্থান করিলেন।

এই হারাধন বাবুর দর্পের মধ্যে তাঁহার নিজের উক্ত সেই "দুই শত বৎসরের হস্তলিখিত পুথি!" ঐ পুথিতে নাকি বিবিধ বৈষ্ণব কবির গান সংগ্রহ করা আছে। এখন তিনি ও তাঁহার বন্ধু ক্ষীরোদ বাবু দুইজনে প্রতি কথায় ঐ পুথির দোহাই দিতেছেন। ক্ষীরোদ বাবু "সাধনা" পত্রে প্রাচীন কবিদিগের সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতেন, তাহাতেই ক্ষীরোদ বাবুর নাম শুনিয়াছি। আর সেই আলোচনা দর্শনে ক্ষীরোদ বাবুর ভাষাজ্ঞানের উপর আমার বিন্দুমাত্র ভক্তির উদ্রেক হয় নাই, তাহাও কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছি। এই উভয় কারণে উভয় দিগ্‌গজ আমাকে আক্রমণ করিয়াছেন। এক্ষণে পাঠক উদ্দেশ্য বুঝিলেন। প্রথমে উদ্দেশ্যের কথা বলিলে তাঁহাদিগের যুক্তি সম্বন্ধে পাছে কেহ আলোচনা না করেন, এই জন্য অগ্রে আসল কথা বলিয়া শেষে উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য—"ভক্তিনিধির" পত্রখানি এখনও আমার নিকটে রহিয়াছে।

এস্থলে আরও একটী কথা বলা উচিত। ক্ষীরোদ বাবু আমাকে "পণ্ডিত, সুলেখক ও সাহিত্যপ্রিয়" বলিয়াছেন। ইহা আমার প্রাক্তনের পুণ্যফল। আর শেষে লিখিয়াছেন—

মতভেদ থাকিলেও বলিতে হয়, বিদ্যাপতির এই নূতন সংস্করণে অনেকগুলি নূতন পাঠ একত্র থাকাতে পাঠকের সুবিধা হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে কাব্যবিশারদ মহাশয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

---

* অশুদ্ধিগুলি মুদ্রাকরের নহে, হারাধন মহাশয়ের নিজের হস্তাক্ষরে এরূপ আছে।

এত বিদ্বেষের মধ্য হইতেও যে তিনি আমার পরিশ্রম, অর্থব্যয়, ও নূতন পদাদির সংগ্রহ দেখিতে পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার সামান্য চিত্ত সংযমের পরিচায়ক নহে।

সুধার আশায় ক্ষীরোদ-মন্থন করিয়া এই হলাহল তুলিলাম! এই বিষ কণ্ঠে করিয়া সাময়িক পত্র নীলকণ্ঠ হইল, ইহাতে যেন মহোদয়দ্বয়ের শরীর হইতে বিদ্বেষবিষ দূরীভূত হয়, দেহ যেন নীরোগ হয়, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ভরসা করি ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে ক্ষীরোদ ও হারাধন বাবু সে বিষয়ের একটু আলোচনা করিবেন, উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করিবেন, সহসা আপন আপন অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেন না।

শ্রীকালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

পুনশ্চ নিবেদন।

এই ক্ষীরোদ চন্দ্র ও হারাধন উভয় মহাত্মা যে "পদ-সমুদ্র" প্রকাশের কথা বার বার বলিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। উভয়েই আমার অপরিচিত, উভয়ের অসত্যনিষ্ঠা ও নীচত্বের প্রমাণ আমি যথেষ্ট পাইয়াছি। ইঁহাদিগের পদসমুদ্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইলাম, এখনও কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই। পদসমুদ্র নামক ঐরূপ প্রাচীন পুস্তকের অস্তিত্ব ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে আমি কোনও প্রমাণ পাই নাই। কাজেই ঐ পুস্তকের বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

বিদ্যাপতির টীকা।

(প্রত্যুত্তর। *)

শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্রে, বর্ত্তমান ভাদ্রমাসের সংখ্যায় "বিদ্যাপতির টীকা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি প্রবন্ধটী দুই তিনবার পাঠ করিয়াও উহা প্রত্যুত্তরের যোগ্য এরূপ বিবেচনা করি নাই। শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথের মত আধুনিক সুলেখকের নিকট এইরূপ প্রবন্ধেরই আশা করা যায়, সুতরাং প্রবন্ধ পাঠে আমি বিস্মিতও হই নাই। তথাপি নানা কারণে বাধ্য হইয়া আমাকে এতৎসংক্রান্ত প্রতি কথার প্রত্যুত্তর দিতে হইতেছে। নচেৎ নগেন্দ্র বাবুর আত্ম-প্রসাদে বাধা দিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না।

নগেন্দ্রনাথ বাবুর মতে আমার "সঙ্কলিত পদাবলীর বিশেষত্ব এই যে, অপর সঙ্কলনকারদিগের ভ্রমপ্রদর্শনের অবসরে," আমি "তাঁহাদিগকে কতকগুলা কটু কথা বলিয়াছি।" কটু কথার উদাহরণ বা সংজ্ঞা যখন তিনি পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই, বা আমার টীকায় কোন্ অংশে কটু কথা আছে তাহা কৃপা করিয়া বলিয়া দেন নাই, তখন কটু কথা বা শিষ্টাচারের বিচার এস্থলে না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। সুতরাং শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বাবু অন্য যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন অধুনা তাহাই আলোচ্য। শ্রীমান্ লিখিয়াছেন—

বিদ্যাপতির সমাদর দেশ শুদ্ধ লোকের কাছে, অতএব টীকা ও অর্থ কেমন হইল সে বিচার করিবার সকলেরই অধিকার আছে। সেজন্য অসংযত বা রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিবার আবশ্যক নাই। অপর পক্ষে, টীকাকারের ভ্রম প্রদর্শন করিলে তাঁহার অপ্রিয় হইবে, সে আশঙ্কাতেও বিচলিত হইবার কারণ নাই। আমরা সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

"করিবার আবশ্যক নাই"—ব্যাকরণ সঙ্গত না হইলেও বোধগম্য হয়, কিন্তু "ভ্রমপ্রদর্শন করিলে তাঁহার অপ্রিয় হইবে,"—ইহার তাৎপর্য্য কি? প্রদর্শন অপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু প্রদর্শন করিলে কি অপ্রিয় হইবে তাহা বোধগম্য হইল না। এইরূপ পণ্ডিতের সঙ্গে আমাকে শব্দার্থ ও ভাষার বিচার করিতে হইতেছে! বিড়ম্বনা কি সামান্য?

* এই প্রবন্ধ "প্রবাসী" পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। প্রবাসীর নিরপেক্ষ সম্পাদক মহাশয় রিপ্লাই পেড্ টেলিগ্রামের উত্তরে জানাইয়াছেন যে উহা প্রকাশিত হইবে না। 'Your reply wont be published.' টীকা অনাবশ্যক।

বিচারের প্রারম্ভেই প্রবন্ধ-লেখক আমার একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরিয়াছেন! আমি "মৈথিলী ভাষা"—এই কথা লিখিয়াছি। এই পণ্ডিত প্রবরের মতে আমার লেখা উচিত ছিল—"মিথিলা ভাষা"!!! শ্রীমানের উক্তি এই—

ভূমিকায় লেখা আছে মহাজন পদাবলীর সঙ্কলনকার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র বঙ্গভাষা বা মৈথিলী ভাষার যথোচিত আলোচনা করেন নাই। মৈথিলী ভাষা নাম কোথা হইতে আসিল? গ্রিয়ার্সন মৈথিলী ভাষা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেখাদেখি আমাদিগকেও কি তাহাই বলিতে হইবে? মিথিলাতে এখনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে বিশেষ অধিকার আছে এমন লোক আছেন, বিদ্যাপতির ভাষায় উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিতে পারেন এমনও অনেক আছেন। তাঁহারা কি মৈথিলী ভাষা বলেন? আমরা যেমন আমাদের ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা বলি, মিথিলার লোকেরাও সেইরূপ তাঁহাদের মাতৃভাষাকে মিথিলা ভাষা বলেন। তবে আমরা না বলিব কেন?

মগধের ভাষা ব্যাকরণের যে নিয়মে মাগধী বলিয়া প্রখ্যাত, মহারাষ্ট্রের ভাষা যে নিয়মে মাহারাষ্ট্রী, শূরসেন দেশের ভাষা শৌরসেনী, দ্রাবিড়ের ভাষা দ্রাবিড়ী এ ক্ষেত্রে সেই নিয়মক্রমেই মিথিলার ভাষাকে মৈথিলী বলা আমার মত অনভিজ্ঞের বিবেচনায় অসঙ্গত নহে। মহারাষ্ট্রের লোক নিজ মাতৃ ভাষাকে মাহারাষ্ট্রী না বলিলেও আমরা গৌড়ীয় সাধুভাষায় উহাকে মাহারাষ্ট্রী বলি, কাত্যায়ন, বররুচি প্রভৃতির প্রয়োগেও মাহারাষ্ট্রী ভাষার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মৈথিলী ভাষা বলিলে যে দোষ হয় শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বাবু যুক্তিবলে তাহা প্রতিপন্ন করেন নাই। তাঁহার উক্তিই যুক্তি—এ কথা এখনও হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি স্বীকার করে না। দেশটা রত্ন চিনিল না! তিনি "মিথিলা ভাষা" বলেন, আমি তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না—আমার দোষটা অবশ্যই গুরুতর।

অনন্তর, "ভূমিকায় লেখা আছে বলিয়া শ্রীমান্ গুপ্ত বাবু পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার সম্পূর্ণ উক্তি নহে। আমি লিখিয়াছিলাম—

প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু সে সময়ে তিনি বঙ্গভাষা বা মৈথিলী ভাষা, কোন ভাষারই যথোচিত আলোচনা করেন নাই, আর পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিরও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রশংসনীয় উদ্যম ও অশেষ পরিশ্রম একপ্রকার বিফল হইয়াছিল।

"সে সময়ে" কথাটী বাদ দেওয়া, ও প্রশংসার উল্লেখ প্রথমে না করা, কত দূর ভদ্রতাসঙ্গত হইয়াছে তাহা শ্রীমান্ গুপ্ত বাবু বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই—দেখিলে এরূপ কার্য্য কখনই করিতেন না।

জগদ্বন্ধু বাবুর সম্বন্ধে শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বাবু আরও এইরূপ লিখিয়াছেন—

তাঁহার কৃত মৌলিক অনেক টীকা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণে অনেক স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে অথচ কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। ঋণস্বীকার করিতে হইলে আক্রমণের কিছু অসুবিধা হয়। ইহার প্রমাণ যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে।

এই "যথাস্থানের" অনুসন্ধান স্বয়ং করিলাম এবং দুই এক জন বন্ধুকেও ওই প্রবন্ধ দেখিতে বলিলাম। তাঁহারা কেহই একস্থানেও আমার অস্বীকৃত মৌলিক-টীকা গ্রহণের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিতে পাইলেন না। কেবল এক স্থলে শ্রীমানের এই উক্তি দৃষ্ট হইল—

এই পদের টীকায় "সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং" ইত্যাদি একটী উদ্ভট শ্লোক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মহাজন পদাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে অথচ স্বীকৃত হয় নাই। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে, উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রথম কথা, জগদ্বন্ধু বাবুর সম্বন্ধে আমি কিরূপ ঋণী এবং আক্রমণই বা কিরূপে করিয়াছি, শ্রীমান্ তাহা প্রদর্শন না করিয়া আমার উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সাধুতার ও সুশিক্ষার পরিচায়ক। ফলতঃ এক স্থলে একটী উদ্ভট শ্লোক জগদ্বন্ধু বাবুর পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমার পুস্তকেও সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—এ দৃষ্টান্তে কি বুঝিতে হইবে, যে উদ্ভট শ্লোকটী প্রাচীন নহে, জগদ্বন্ধু বাবুর "মৌলিক টীকা?" দ্বিতীয় কথা, জগদ্বন্ধু বাবুর "মহাজন পদাবলী-সংগ্রহ" হইতে ও অন্যান্য বহু পুস্তক হইতে আমি সাহায্য লইয়া পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করিয়াছি—এ কথা আমার পুস্তকে "১৫/০" চিহ্নিত পত্রে সাধারণ ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। বোধ হয়, নগেন্দ্র বাবু তাহা কোন অপরিজ্ঞাত কারণে দেখিতে পান নাই। দেখিলে তিনি এরূপ লিখিতেন না। আক্রমণের কথা অমূলক, ঋণ অস্বীকারের কথা অপ্রকৃত, তথাপি নগেন্দ্রনাথ বাবু আমাকে স্বকীয় সৌজন্যে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

তদনন্তর, শ্রীমান্ গুপ্ত বাবু লিখিয়াছেন—"অপর সঙ্কলনের প্রথমেই বয়ঃসন্ধির পদ আছে বলিয়া বিস্ময় প্রকাশিত হইয়াছে।" আমি ত বিস্মিত হই নাই—বিস্ময় প্রকাশও করি নাই। প্রবন্ধ-লেখক আমার টীকার কোন্ অংশে বিস্ময় প্রকাশ দেখিয়াছেন বলিতে পারি না। বোধ হয়, গুপ্ত বাবু কোন গুপ্ত ভাবের প্রাবল্যে আমার বিস্ময় কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তিনি বয়ঃসন্ধি কেন পূর্ব্বে বসান উচিত, তাহা "কি কাব্যের হিসাবে, কি আধ্যাত্মিক অর্থে," বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বয়ঃসন্ধি আগে বসুক, আর শেষে বসুক আমি তাহাতে বিস্ময় বা

তর্কের কোন কারণই দেখি নাই। পদকল্পতরু, গীতচিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে পূর্ব্বরাগ প্রথমে আছে বলিয়া আমার সংগ্রহে প্রথমে পূর্ব্বরাগ রাখিয়াছি, অপরে কেন বয়ঃসন্ধি প্রথমে রাখিয়াছেন এরূপ প্রশ্নও করি নাই। তবে আমার টীকা সমালোচনা করিতে বসিয়া এ তর্ক কেন উত্থাপিত হইল? ইহার মীমাংসা পাঠক করিবেন।

অতঃপর এই গুপ্ত বাবু "ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস" এই অংশের অর্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—

পদাবলীর অর্থ লইয়াই বিচার, অন্য প্রসঙ্গে কথা বাড়াইব না। এই সংস্করণের দ্বিতীয় পদে আছে, 'নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস"—ভাঙ শব্দের অর্থ হইয়াছে 'ভাব অর্থাৎ অনুরাগ.' আবার ভাঙ 'শব্দের অর্থ ভ্রূও হইতে পারে।' প্রথম অর্থ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? আর একটি পদে আছে "ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু," এখানে ভ্রূ ছাড়া অন্য অর্থই হয় না। প্রথম স্থলেও সেই অর্থ, ভাব কিংবা অনুরাগ হয় না। মিথিলায় ভাঙ লেখে না, ভৌহ লেখে। "ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস"—ভ্রূভঙ্গ বিলাস, অন্য অর্থ হয় না। দ্বিতীয় পদ মিথিলায় পাওয়া যায়, পাঠ, "ভঁউহেরি কথা পুছহ জনু।"

আমরা দুইটি অর্থ লিখিয়াছি। ভাঙ—(১) ভাব, (২) ভ্রূ। শ্রীমান্ বলেন, "এখানে ভ্রূ ছাড়া অন্য অর্থই হয় না।" "ভাব কিংবা অনুরাগ অর্থ হয় না।" "প্রথম অর্থ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?"—ইত্যাদি। এ বড় বিষম বিপত্তি। শ্রীমান্ যদি প্রাকৃত ভাষাদির আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতাম যে 'ভাঙ, ভাণ, ভান" এসকল "ভাব" শব্দেরই রূপান্তর। কিন্তু তিনি যেরূপ পণ্ডিত তাঁহাকে সেইরূপেই বুঝাইয়া দিই; তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বাবু সারদা চরণ মিত্র নিজ সম্পাদিত বিদ্যাপতির দ্বিতীয় সংস্করণে (১২ পত্রাঙ্ক) টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাঙ শব্দ ভাব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ভাব শব্দের এই বিকার পশ্চাৎ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে।" বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারও এইরূপ লিখিয়াছেন। (পূর্ব্বরাগ, নূতন সংস্করণ ৪ পত্রাঙ্কে টীকা দ্রষ্টব্য।)

সুতরাং ভাঙ অর্থে ভাব আমাদিগের কপোল-কল্পিত কথা নহে। তিনি যেমন এই শব্দের "ভ্রূ ভিন্ন অর্থ হয় না" বলিয়া একটা প্রয়োগ দেখাইয়াছেন, তেমনই "ভণয়ে বিদ্যাপতি তখন ক ভান। কোন ন দেখত সখি হোত বিহান,"—প্রভৃতি স্থলে ভাব ভিন্ন অন্য অর্থ হয় না দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ যখন দুই অর্থই হয়, তখন উভয় অর্থেরই প্রয়োগ আছে। এক শব্দের নানা অর্থ হইলে স্থল বিশেষে যে সকল অর্থই খাটিবে—এরূপ কথা কে বলিতে পারে?

তাহার পর শ্রীমান্ লিখিয়াছেন—

"সুন্দর বদন চারু অরু লোচন কাজরে রঞ্জিত ভেলা।" অরু শব্দের অর্থ হইয়াছে অরুণ, রক্তাভ। সহজ রূপের বর্ণনায় অরুণবর্ণ লোচন কেমন হইল? রাত্রি জাগরণে অথবা কোপে লোচন অরুণ বর্ণ হয়, সহজ সৌন্দর্য্যের অবস্থায় নয়। অরু শব্দের অর্থ অও এবং চারু বদন সুন্দর এবং লোচন কজ্জলে রঞ্জিত হইল। পদান্তরে আছে "অরু বেরি বেরি করহি কর জোর," সেখানে অরু শব্দের অর্থ আর করা হইয়াছে। এখানেও সেই অর্থ। মিথিলা ও হিন্দিভাষায় এই শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

অরু শব্দের অর্থ "আর" হইতে পারে, ইহা অন্যত্র আমার টীকায় আছে (পত্রাঙ্ক ৮০); এস্থলে "আর" অর্থ খাটে না। সুন্দর বদন আর চারু লোচন কজ্জলে রঞ্জিত হইল—বলিলে মনে হয় মুখে কাজল মাখান হইয়াছে, নচেৎ "আর" বা "এবং" শব্দের অস্তিত্বে অন্য অর্থ হইতে পারে না। ইচ্ছা করিলে এই নবীন সমালোচক নিজ বদন অঞ্জনে রঞ্জিত করিতে পারেন, বিদ্যাপতির নায়ক নায়িকাকে সেই ভূষণে ভূষিত করিবার চেষ্টা করেন কেন? অরুণ শব্দ স্থলে অরু শেষ বর্ণের লোপ মাত্র। সময়ে সময়ে কবিরা এরূপ প্রয়োগ করেন। বিদ্যাপতি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"জগবাহির নহি মুঞি ছার"। এটা জগৎ শব্দ স্থলে জগ। মাইকেল রজত শব্দ স্থলে রজঃ শব্দ বহুবার লিখিয়াছেন। আমার নবীন সমালোচক মহাশয় লোচন রক্তাভ শুনিয়া কৌতুক করিয়াছেন, বিনা ক্রোধে ও বিনা রাত্রি জাগরণে অঞ্জনসহযোগে নেত্র রক্তাভ হয়। বিদ্যাপতি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—

নীরে নিরঞ্জন লোহন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥

শ্রীমান্ নগেন্দ্রবাবু "রাতা" অর্থে লোহিত এটা কি জানেন?

অতঃপর নবীন সমালোচক লিখিয়াছেন—

"রামাহে অধিক চন্দিম ভেল, কত না যতনে কত অদভুত বিহি বহি তোহে দেল।" বহি শব্দের অর্থ হইয়াছে উহা; উর্দ্দু উয়ো শব্দ হইতে। এরূপ শব্দের প্রয়োগ বিদ্যাপতিতে নাই। বহি শব্দের অর্থ বহিয়া। পাঠান্তরে নিহি আছে, অর্থ নিধি। এই পাঠ উত্তম। এইরূপ আর এক স্থানে "উহ মধু জীব তুহ মধু রাশে" দেখিলাম। গ্রিয়াস´নের সঙ্কলনে ঐ পদ আছে তাহাতে উহ শব্দ নাই, "ও" আছে—"ও মধুরীব তোঁহই মধুরাসে।"

"বো," "বোহি" "উহা"—প্রভৃতি শব্দ বিদ্যাপতিতে নাই—এ বড় বিস্ময়জনক কথা। আমার সংস্করণ হইতে তুলিব না—সমালোচকের পৃষ্ঠপোষক সারদাবাবুর পুস্তকে প্রকাশিত অন্য একটী পদ হইতে একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি

কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ॥ (পত্রাঙ্ক ১৬)

গুপ্ত বাবু এই "উহ" শব্দের সন্ধানের জন্য গ্রিয়ার্সন সাহেবের দোহাই দিতেছেন কেন? যদি সাহেবের পুস্তকই খুলেন—তাহা হইলে (Chrestomathy p. 244) ভাল করিয়া "ব" দেখিলে বুঝিতেন "বোহ" এবং "ও" সমান। গ্রিয়ার্সন সঙ্কলিত পদাবলীতেও ১৭ সংখ্যক গীতে—"সেহ থিক ওহি ঠাম"—পাইতেন। এই বকারের উচ্চারণ ইংরাজী W অক্ষরের মত। "হিতবাদী" শব্দের সংস্কৃতানুযায়ী উচ্চারণ "হিতওয়াদী"। সমালোচনার পূর্ব্বে এই সকল একটু পড়িয়া শুনিয়া দেখিলে আমি হয়ত বুঝাইবার দায়ে নিষ্কৃতি পাইতাম।

ইহার পরে নবীন সমালোচক আমার পুস্তকের ২৮ পত্রস্থ "দস সারঙ্গ ও দউ সারঙ্গ" সম্বন্ধে আমার টীকার বিচার করিয়াছেন—

দউ শব্দের স্থলে দস শব্দ থাকায় অর্থ ভাল বুঝিতে পারা গেল না। "কেলি করথি মধুপানে" এই পদটী থাকায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সারঙ্গ শব্দের অর্থ যে ভৃঙ্গ ইহাতে কোন সংশয় নাই। সুতরাং দশটী ভৃঙ্গ কিসের সহিত উপমিত বুঝা গেল না।" গ্রিয়ার্সন সঙ্কলন ও অর্থ দুই করিয়াছেন। অর্থ বড় প্রমাদপূর্ণ, তাহার কারণ তিনি কোন ভাল পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই, সঙ্কলনেও তেমন উপযুক্ত লোকের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। তথাপি তাঁহার কৃত অর্থ দেখা উচিত ছিল। তাহা হইলেই টীকাকার মহাশয়ের মুস্কিল আসান হইয়া যাইত। দশ সারঙ্গের টীকায় গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন, The short hair of the forehead, অর্থাৎ চূর্ণকুন্তল। মুখকমলের উপর চূর্ণকুন্তলরূপী দশটী ভ্রমর উদয় হইয়া মধুপান পূর্ব্বক কেলি করিতেছে—এই ত স্পষ্ট সরস অর্থ হইল। দউ পাঠ ধরিয়া চক্ষু অথবা চক্ষের তারা করিলে অর্থ হয় না।

"চূর্ণ কুন্তল" যাহাই হউক, দশটী ভ্রমর "চূর্ণ কুন্তলের সহিত উপমিত" ইহার তাৎপর্য্য কি? চূর্ণকুন্তল—ঝাপটা; অলক দশটা হইবে কেন? আটটী, নয়টী, কিংবা একাদশটী বলিলেও ত চলিত। সংখ্যা নির্দ্দেশের জন্য সার্থকতা থাকা কি উচিত ছিল না? "দউ" পাঠে দুইটি চক্ষু বা তারা বুঝায়, ও অতি সহজে অর্থ বুঝা যায়। "দস" পাঠের সার্থকতা তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝিতেছি না, "সুতরাং দশটী ভৃঙ্গ কিসের সহিত উপমিত বুঝা গেল না,"—এরূপ লেখা আমার পক্ষে মহাপাতকের কার্য্য হয় নাই। নবীন সমালোচক ইহার পরে—"অগেয়ানী ও সেয়ানী" শব্দ লইয়া বিচার করিয়াছেন। শ্রীমান্ বলেন—

আমাদের ভাষায় বিশেষণ ও ক্রিয়ার যেমন শিথিল প্রয়োগ মিথিলা ভাষায় সেরূপ নাই। অগেয়ানী স্ত্রীলিঙ্গ, তাহার অর্থ অজ্ঞান হয় না। সেয়ানী স্ত্রীলিঙ্গ, তাহার অর্থ চতুর (পুংলিঙ্গ)

হয় না। পদের অর্থ এই—দূতী মাধবকে কহিতেছে, মাধব অপরূপ বালা দেখিলাম শৈশব যৌবন দুই এক হইল। কবি দূতীকে কহিতেছেন, তুমি নির্ব্বোধ, শৈশব যৌবনের এক যোগ হইলে তাহাকে কিশোরী কহে। দূতীর অনির্দ্দিষ্ট বর্ণনাকে কবি সংশোধন করিয়া দিতেছেন।

প্রাচীন পদাবলীতে এইরূপ বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োগে সর্ব্বত্র স্ত্রী প্রত্যয় যোগ দেখা যায় না, বিদ্যাপতিতে "গুণবন্ত" "বাতবিভঙ্গ" "ত্রিভুবন বিজয়ী" প্রভৃতি, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। তাহা "মিথিলা ভাষা নহে" বলিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ পরিত্যাগ করেন নাই। অগেয়ানী স্ত্রীলোকেরই বিশেষণ, তাহার সহিত মিলের অনুরোধেও ত "সেয়ানী" করা যায়। আর তাহাই বা করিবেন কেন? চতুর অর্থ না বলিয়া চতুরা বলাও ত যায়। বুদ্ধিমতী রমণীতে ইহাকে উভয়ের মিলন বলে—এ অর্থেই বা দোষ কি? আমাদিগের দুইটী অর্থই ইহাতে সঙ্গত মনে হয় তথাপি শ্রীমান্ দুই অর্থেই দোষারোপ করিতেছেন। বালিকাও নহে, যুবতীও নহে, কিশোরী—এইভাবে কি নূতনত্ব বা সঙ্গতি আছে? ইহাকে শৈশব যৌবনের মিল বলে—এ অর্থ কি স্পষ্টতর নয়? যৌবনের সঞ্চারকে "সেয়ানা" বলে, ইহাও অনেক গ্রামে দেখা যায়। সুতরাং সেয়ানী অর্থে বুদ্ধিমতী বা যুবতী উভয়ই হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগের কৃত উভয় অর্থই সঙ্গত।

তৎপরে শ্রীমান্ বলিতেছেন—পীঠ মানে আসন নহে পৃষ্ঠ। আমি অর্থ করিয়াছি আসন দিল—অর্থাৎ স্থান ছাড়িয়া দিয়া পলাইল। শ্রীমান্ অর্থ করিতেছেন—"পৃষ্ঠ দিল, রণে ভঙ্গ দিল," তাহারও অর্থ পলাইল। সুতরাং ভাব একই। তবে পৃষ্ঠ দিল—ইহা বাঙ্গালীর প্রয়োগরীতির (idiom) বিরোধী। পৃষ্ঠ দেখাইল বলিলেও কথঞ্চিৎ চলিত। পৃষ্ঠ দিবে কাহাকে? প্রাকৃত ভাষার নিয়ম, সকল পরিবর্ত্তনে না খাটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে "ঋ" স্থলে হ্রস্ব "ই" দেখা যায়, দীর্ঘ দৃষ্ট হয় না। (কাউয়েল কৃত প্রাকৃত ব্যাকরণ, ১৮৬৮ সালের সংস্করণ $ I দ্রষ্টব্য) সে হিসাবে—পৃষ্ঠ, পীঠ না হইয়া পিঠ হইলেই ভাল হয়, সেই জন্যও "পীঠ" অর্থে পৃষ্ঠ না করা যুক্তি সঙ্গত। "আসন" অর্থ আমার কপোল কল্পিত নহে। "গেণ্ডুকঃ কন্দুকো দীপঃ প্রদীপঃ পীঠমাসনম্"—অমরকোষে দেখিয়া লইবেন। ইহা আর কি বলিয়া বুঝাইব?

তাহার পর এইরূপে সমালোচনার স্রোত বহিয়াছে—

"প্রসঙ্গক্রমে সঙ্কলনকার পদনির্ব্বাচন শক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন। একটী পদের নীচে নোট করিয়াছেন—"এইটী ও ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সাতটী কবিতা বিদ্যাপতির রচিত কি না

তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে এই সংগ্রহটী পাছে অসম্পূর্ণ থাকে এই ভয়ে এগুলিও সংগৃহীত হইল।" এই সাতটী পদের মধ্যে চতুর্থ পদ উদ্ধৃত করি :—

[এই স্থলে পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।]

এই পদটী বিদ্যাপতির রচিত কিনা সে বিষয়ে সঙ্কলনকারের বিশেষ সন্দেহ আছে। ভূমিকায় লিখিয়াছেন, বহুসংখ্যক পুঁথির—মুদ্রিত ও হস্তলিখিত—পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলন ও মিথিলাভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ দেখিয়াছেন। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে ত্রিশ সংখ্যক পদটী দেখিয়াছিলেন কি? দেখিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে, সুতরাং উদ্ধৃত করিতেছি—

[এই খানেও পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।]

এই দুইটী পদ মিলাইয়া পাঠ করিলে কি মনে হয়। বিদ্যাপতির রচিত কি না তদ্বিষয়ে কি সঙ্কলনকারের বিশেষ সন্দেহ পূর্ব্ববৎ থাকিবে, না সে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে? তাঁহার নির্ব্বাচনের সূক্ষ্মতা কতক প্রমাণিত হয়, এবং তাঁহার উল্লিখিত নানা গ্রন্থ কত যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারা যায়।"

এখনও যে সন্দেহ পূর্ব্ববৎ রহিল। নানা মহাজনের একরূপ পদ, একভাব, এমন কি শব্দের সমতা পর্য্যন্ত পদকল্পতরু প্রভৃতিতে এখনও দৃষ্ট হয়। সুতরাং গ্রিয়ার্সনের প্রাপ্ত মৈথিল পাঠের সহিত বঙ্গে প্রচলিত কোন পাঠের সাম্য দেখিলেই তাহা নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির পদ একথা বলা যাইতে পারে না।

তৎপরে—তরসি শব্দের অর্থ বিচার। আমি অর্থ করিয়াছি—বলপূর্ব্বক। নগেন্দ্র নাথ বাবু বলেন—

তরসি ত্রাস শব্দের অপভ্রংশ, ত্রাসযুক্ত হইয়া। এমন সহজ শব্দের এরূপ উৎকট অর্থ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, "তরসি" শব্দের ত্রাস শব্দজ অর্থ কোথাও পাইয়াছেন কি? কি অভিধানে, কি প্রয়োগে দেখাইতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে ক্রোধ কেন? আমাদিগের "উৎকট" অর্থ আভিধানিক, সংস্কৃত মূলক। এই স্থানে তরাসে পাঠ কোথাও পাওয়া যায় কিনা, টীকা করিবার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, পাই নাই। আমাদিগের একটা প্রাচীন উক্তির একটু উদ্ধৃত করিব? আমরা লিখিয়াছিলাম—

"আমি পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে ত পারি না। আমি কষ্ট করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিতে পারি, সে অধিকার আমার আছে। পাঠ পরিবর্ত্তনে আমার অধিকার নাই।"

আর এক স্থলে লিখিয়াছি—

"তুমি মানে করিতে পার না, কষ্ট করিয়া মানে কর। ভুল মানে কর, সে এক কথা। কিন্তু তুমি পাঠ পরিবর্ত্তন করিবার কে? এ প্রশ্ন প্রত্যেকেরই জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে।"

পূর্ব্বভাষে আছে—

আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, জ্ঞানপূর্ব্বক কোথাও পাঠাদির বিকৃতি করি নাই; যে পাঠ অধিকাংশ স্থলে পাইয়াছি, যেরূপ বর্ণবিন্যাস দেখিয়াছি, মূলে তাহাই অবলম্বন করিয়াছি, এবং যথাসাধ্য, তাহারই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সহজ অর্থ পাইবার আশায় স্বকপোল কল্পিত, অপরিবর্ত্তিত পাঠাদির প্রচার করি নাই; যথাসম্ভব, 'পাঠান্তরাদিরও উল্লেখ করিয়াছি। টীকায় যে যে স্থলে অসঙ্গতি বা ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।"

বোধ হয় ইহার উপর আর কিছু বলা অনাবশ্যক।

"ছোড়ি গেল যোয়"—আমি যাহাকে ছাড়িয়া গেল, ভাবিয়াছি।

"জোহি" মানে অনুসন্ধান করিয়া হয়। "জোয়"—অর্থে অনুসন্ধান করে আমার টীকায় আছে (১১৪ পত্রাঙ্ক); এস্থলে "যোয়" শব্দে "জোয়" হইলে অর্থ ভালই হইবে। "যোয়" শব্দ "জোহি" শব্দের পরিবর্ত্তে কোথাও প্রযুক্ত হইয়াছে দেখি নাই। প্রয়োগ দেখিলে টীকা বাড়াইয়া দিব।

শ্রীমান্ গুপ্ত বাবু লিখিতেছেন—

বসন্তের আগমন বর্ণনায় আছে—"দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড"। ইহার উপর দীর্ঘ টীকা আছে। সঙ্কলনকার বলেন, দিনকর কিরণ পৌগণ্ড অবস্থা প্রাপ্ত হইল, পদের অবশিষ্ট অংশের সহিত এ কথা মিলে না, "রবীন্দ্র বাবু কথাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; তাঁহার ন্যায় এখন আমাদিগেরও বোধ হইতেছে হয় ত পৌগণ্ড অর্থে রাজার বা রাজসভার সংক্রান্ত কিছু বুঝাইবে; কি বুঝাইবে, স্থির করিতে পারিলাম না। পৌগণ্ড অর্থে বিকলাঙ্গ হয়। তাহাই বা কিরূপে খাটে।" সামান্য লিপিকার প্রমাদে এই শব্দটী লইয়া গোল বাধিয়াছে। পৌগণ্ড নয়, পৈ গণ্ড। পৈ মিথিলাভাষায় এবং হিন্দীতে অব্যয় শব্দ নানা আকারে দেখা যায়—পঅ পয় পএ পৈ, অনেক স্থানে কেবল শব্দ মালা। গণ্ড অর্থে অশ্বভূষণ, রাজসভার সংক্রান্ত কিছু নয়। বসন্ত রাজা সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধসজ্জায় আসিয়াছিলেন কিন্তু শীত বিনাযুদ্ধেই পলাইল, তখন বসন্ত রাজা আসন গ্রহণ করিলেন। অশ্বারোহণে তাঁহার আগমন দিনকর কিরণ অশ্বভূষণ।

ইহারও সেই উত্তর। প্রথমতঃ পৈ গণ্ড" পাঠ কুত্রাপি দেখি নাই। দ্বিতীয়তঃ অশ্বারোহণে তাঁহার আগমন কি গজারোহণে আগমন, তাহার কথা কবি কিছুই বলেন নাই; অশ্বের কথা পদের কোথাও নাই, শুদ্ধ অশ্ব সজ্জার কথা সহসা আসিল কেন? আমরা প্রথমেও এ অংশ বুঝিতে পারি নাই, এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

"পীটলপাত—পিটুলি পাতা নয় পাটলী বৃক্ষের পত্র।" সমালোচকের এই মত গ্রহণ-যোগ্য নহে। পাটলি বা পারুল গাছকে "পীটল" বলা হইবে কেন? বিশেষতঃ এই পদেই "পাটল" তূণের সহিত উপমিত। সুতরাং কয়েক পংক্তি পূর্ব্বে সেই পাটল পত্রই বিদ্যাপতির মত কবির রচনায় আসনরূপে বর্ণিত হইবে ইহা সম্ভবপর নহে।

নগেন্দ্রনাথ বাবু আরও বলিয়াছেন—

"পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি"। অর্থ, "কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উলটাইয়া কুশল বিজ্ঞাপন করিও।" হাত উল্‌টাইয়া যে অকুশল অথবা অমঙ্গল বিজ্ঞাপন করে টীকাকার কি তাহা জানেন না? রাধা মানের অবস্থায় দুতীকে মাধবের নিকট পাঠাইতেছেন ও তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্‌টাইবি, বুঝাইবি যে, ভাল নাই। হাত উল্‌টাইয়া অমঙ্গল সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবার প্রথা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রচলিত আছে।

অমঙ্গল জানাইবার কারণ কি? মান করিয়া বসিলে অমঙ্গল জানাইতে হয়, ইহা কোন্ শাস্ত্রের বিধান? কোন্ রীতির অনুমোদিত? হাত উল্টাইয়া ও ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলা যায়—ইহা সমালোচক জানেন না। ইঙ্গিতে কুশল জানাইতে হইবে, অথচ কথা কহা হইবে না, ইহাই কবির অভিপ্রেত। অমঙ্গলের কথা এখানে আসিবে কেন? হাত উল্টাইয়া দুই কথাই বলা যায়। "মন্দ নহে," "অমনি একরূপ ভাল"—একথা হাত উল্টাইয়া প্রায়ই বলা হইয়া থাকে।

শ্রীমানের আর একটু সম্ভাষণ শ্রবণ করুন।—

সিধারহ শব্দটীকে সিধা রহ দুইটী শব্দ করিয়া টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, সোজা, সরল থাক। "কানাই আপনি সরল থাকিও।" থাকিলে কি রাধার মানভঙ্গের কিছু সুবিধা হইবে? সিধারহ একটী শব্দ, অর্থ গমন কর, যাও। প্রচলিত শব্দ মিথিলা ভাষায় ও হিন্দী ভাষায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হিন্দী "সিধার্ণা" ধাতু গমনার্থক। শ্রীমান্ যে "সিধারো" শুনিয়াছেন, তাহার প্রকৃতিগত অর্থ সোজা হও, অর্থাৎ সরিয়া যাও। ইহা হইতে রূঢ় অর্থ হিন্দীতে যাও হইতে পারে। গুপ্তজ বাবু "একাওয়ালা" প্রভৃতির মুখে "বচ" কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই "বচ" শব্দের তাৎপর্য্য -সরিয়া চল, পথ ছাড়। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ—বাঁচ, জীবিত থাক। চাপা পড়িয়া মরিও না, জীবন রক্ষা কর, পথ ছাড়িয়া দাও, এসকল তাৎপর্য্য গৌণ। প্রকৃত অর্থে "বচ" বলিলে বাঙ্গালা ভাষায় "বাঁচ" বুঝায়। এরূপে শব্দ লইয়া আর কত কথা কহিব? নিজে গমন কর, বলিলে অর্থ আরও সুন্দর হয়, শব্দটী হিন্দী মূলক বলিয়া "গ্রহণীয় নহে" এরূপ

কথা আমরা বলি না। তবে কৃষ্ণ সরল হইলে রাধার ক্রোধের উপশম হইবে এ ভাবে আমারা কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন রাধার সহিত সরল ব্যবহার নহে। এ সকল অসরল ব্যবহার পরিহার করিলে মানভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকিবে কেন?

শ্রীমান্ বলিতেছেন—

"হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা"—অর্থ, "আমি ভাগ্যহীনা কেহ সঙ্গী হইল না।" এই অর্থ ভ্রমাত্মক! প্রকৃত অর্থ, আমার তুল্য অভাগিনী দ্বিতীয় হয় নাই।

ভ্রমাত্মক কেন? দোসর মানে দ্বিতীয়ও হয়, সাথী বা সঙ্গীও হয়। "হাম অভাগিনী"—ইহার অর্থ আমি অভাগিনী। আমার "তুল্য" অভাগিনী, কোথা হইতে আসিল? অথচ এই অধমের কৃত অর্থ বিষম ভ্রমাত্মক!

তাহার পর, এক স্থলে পুছারি—এই শব্দের উপেক্ষা অর্থ করিয়া আমি বলিয়াছি জিজ্ঞাসা অর্থ প্রশস্ত নহে। শ্রীমান্ নগেন্দ্র নাথ বাবু বলেন—

অর্থ, ধাতু সমস্তই টীকাকারের আত্মকল্পিত। পুছার অর্থে জিজ্ঞাসা ব্যতীত আর কিছু হয় না। পদের অর্থ—তুমি মূঢ়া স্বভাবতঃ গোয়ালিনী (সেই জন্য) সে হরি (তোমাকে) জিজ্ঞাসা করেন না (পুছেন না)।

এই পদটী সম্পূর্ণ ভাবে পাঠ করিলে আমার নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। রাধা কানুকে "অকর্ম্মণ্য," "পিতলের কাটারি" "গোপ গোঙার" প্রভৃতি বলিতেছেন, ভণিতায় বলা হইয়াছে—তিনি ধীর, গোঙার নহে, বরং তুমিই গোপিকা ও "গোঙারিণী," সেই হরিকে উপেক্ষা করিও না। হরি যদি "পুছেন না," তবে সাধিতেছেন কেন? মানিনীকে তিনি সাধিতেছেন, মানিনী তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। এই জন্যই জিজ্ঞাসা অর্থ প্রশস্ত নহে লিখিয়াছি। জিজ্ঞাসা অর্থ জানিয়াও গ্রহণ করিলাম না কেন, শ্রীমান্ কি ভাবিয়াছিলেন?

এই পদেরই আর এক স্থলে আমি লিখিয়াছি—"ঝাট" অর্থে নিকুঞ্জ, কান্তার। অধিকন্তু বলিয়াছি—"এখানে ঝাটিতি শব্দজ শীঘ্র অর্থ প্রশস্ত নহে। ঝাটসে-পাঠে অর্থ—নিকুঞ্জ হইতে দেখিলাম রমণী স্নান করিতেছে। "ঝাট" শব্দের নিকুঞ্জাদি অর্থ "শব্দকল্পদ্রুম," "বাচস্পত্য" প্রভৃতি যে অভিধান খুলিবেন, তাহাতেই দেখিতে পাইবেন। সপ্তমী স্থলে "হি," ঝাটহি ঝাটে, উরহি উরে বা বুকে, প্রভৃতি প্রয়োগ উদাহরণ সমেত আমার টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (পত্রাঙ্ক ৩৪)। সুতরাং আমি যাহা হয় একটা অসম্ভব অর্থ করিয়া দিই নাই। শ্রীমান্ অর্থ করিয়াছেন—

"শীঘ্র"। আমার উক্তি এস্থলে "শীঘ্র অর্থ প্রশস্ত নহে"—এ ত কৃষ্ণ দেখিতেছেন না—দূতী দেখিতেছে। "হে মাধব আমি দেখিলাম, স্নান করিতেছে"—এই যখন উক্তি, তখন দূতীর "শীঘ্র" দেখা বা "অলক্ষিতভাবে" দেখা, (এ কথাটা শ্রীমান্ কোথা হইতে পাইলেন?) অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। যদি "ঝটা" শব্দই থাকে, তাহা ঝাট হইল কিরূপে?

একটা পাঠান্তরে "গহু" অর্থে গ্রহণ করে, লেখা হইয়াছে, ইহা কিরূপে হইল? বরং "ধরিল" বলিলেও চলিত। শ্রীমানের "মিথিলা ভাষায়" এটা কোন্ কাল? গহু, গেহু, গেও, গেল—এ অর্থ অসঙ্গত কেন? মৈথিলী ভাষায় "গেও" ও এখন হয় না। কেবল "মিথিলা ভাষার" দোহাই দিলে চলিবে কেন? যে ভাষায় অদ্যাবধি ছাপার বহি নাই, কেবল গান, ছড়া ও মুখের কথা আছে, তাহার দোহাই দিয়া শব্দ বিচার করা অতি সহজ—প্রতিবাদ করে কে? শ্রীমান্ কি এই তত্ত্ব সার করিয়াছেন?

তাহার পর আমার "নালিম" শব্দের টীকা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীমান্ বলেন "শব্দ নালিম নয় লালিম।" তথাস্তু। তাহা হইলেও বলিব—এই শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই, অর্থ রক্তাভ। সংস্কৃত প্রত্যয়—দেশজ শব্দ, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। লিপিকরের প্রমাদেই হউক, আর অত্যাচারে হউক যেরূপ পাঠ প্রচলিত আছে আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। আমার টীকাটা পাঠ করুন।

ঠাম শব্দে, স্থান ও গঠন দুই অর্থই আমি দিয়াছি, সুতরাং শ্রীমান্ যাহাই বলুন, আমার অপরাধ হয় নাই। উভয় অর্থই শুদ্ধ কোনটী অশুদ্ধ নহে। "যে অর্থটী অশুদ্ধ" তাহা প্রমাণ সহ প্রদর্শনের ভার দোষারোপকারীর উপর।

সমালোচক বলিতেছেন—সাঙরি—শ্যামবর্ণ বিশিষ্টা। শ্যামা অর্থে সুন্দরী হয়, সুতরাং সাঙরি অর্থেও সুন্দরী। "শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মেতু সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে॥" সেই শ্যামাই—সাঙরি শব্দে বুঝিতে হইবে! আমার টীকা স্পষ্ট আছে। ইহার পর—"পঙার" শব্দ বিচার।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই লেখক বহুস্থলে—"মিথিলা ভাষা"র দোহাই দিয়া আপনার বিদ্যাপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা "মিথিলা ভাষায়" আছে, উহা "মিথিলা ভাষায়" নাই, এই টীকাকার "মিথিলা ভাষা জানেন না" এই সকল কথা বার বার লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ অভিধান কিছুই নাই, এবং গ্রিয়ার্সন সাহেব প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার আদর্শে যাহা কিছু করিয়াছেন তা অসম্পূর্ণ ও

প্রথম উদ্যমের অস্ফুট প্রয়াস মাত্র। মৈথিলী ভাষার হস্ত লিখিত গ্রন্থাদিও অধিক নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এই সকল কথা বলা অতি সহজ—সহজেই অনভিজ্ঞ লোকের ভ্রমোৎপাদন করা যায়। শ্রীমান্ বাঙ্গালা ভাষাই ভাল জানেন না, আবার মৈথিলী ভাষার "দোহাই" দেন। এস্থলে "পঙার" শব্দ লইয়া ঐরূপ অকাল প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। "পরার" অর্থে প্রবাল, "পঙার" শব্দ হয় না, কেবল মিথিলার লিপি বদলাইয়া" লোকে এই শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। এ যে মিথিলার ভাষা!! বিদ্যাপতির ভাষা যে আধুনিক মৈথিলী ছিল না, বঙ্গের ন্যায় মিথিলাতেও শব্দাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, মৈথিলী ভাষার বর্ত্তমান প্রয়োগাদির নিয়ম প্রভৃতি আমার পুস্তকের উপক্রমণিকায় বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। পঙার শব্দের টীকায় আমি কি লিখিয়াছি—তাহাই পাঠক দেখুন, দেখিলে বুঝিবেন শ্রীমানের কথা কতদূর যুক্তি সঙ্গত।

পঙার—প্রণালী। এই শব্দের অর্থ 'প্রবাল'ও হয়। বস্তুতঃ 'শ্রাবণ' শব্দের অপভ্রংশে যেরূপ 'সাঙন' শব্দ হইয়াছে, প্রবালের অপভ্রংশে সেইরূপ 'পঙার' হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "প্রণাল" শব্দ হইতেও "পঙার" হইয়াছে, তাহার অর্থ পয়ঃপ্রণালী। অদ্যাপি মৈথিলীতে 'পণার' ও বাঙ্গালায় "পগার" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

"রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার"—২৬৬
"নয়ন লোরে ধহল পঙার"
"বসন লুটাএল সুরঙ্গ পঙারে"—বিদ্যাপতি।

—58 p. Part II. Journal, A. S. B. Ex. No. 1882. প্রভৃতি স্থলে প্রবাল অর্থ কোন ক্রমেই খাটে না। আবার পদকল্পতরুতে—

"দুধক পরশে, 'পঙার ধবল ভেল"—২৫৭।
"নাসা তিলফুল, অধর পঙারকুল"—১০৬০।
"পঙারক মাঝে গাঁথল গজমোতি"—২৮৫৫।

প্রভৃতি অংশে পঙার অর্থে প্রবাল ভিন্ন অন্য কিছু খাটে না। এখানে "প্রবাল" অর্থই প্রশস্ত।

এস্থলে শ্রীমান্ নগেন্দ্র বাবুও অর্থ করিয়াছেন প্রবাল, কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশ-মানসে তাঁহার "মিথিলা ভাষার" দোহাই দিয়া দেখাইতে গিয়াছেন—প্রবালার্থক শব্দটা পঙার নহে পরার! আমরা প্রবাল অর্থে পঙার শব্দের যে সকল প্রয়োগ দেখাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট।

একস্থলে আছে "তুহু সচেতনী লুবধ মুরারি।" এই সচেতনী শব্দ লইয়া গুপ্ত আমার দোষ ধরিয়াছেন। "সচেতনী" অর্থে চেতনা-বিশিষ্টা, সংজ্ঞাবতী,

বুদ্ধিমতী। তুমি বুদ্ধিভ্রষ্টা বা সংজ্ঞাহীনা হও নাই, সব বুঝিতেছ, ইহাই তাৎপর্য্য। "অচেতনী" পাঠে অর্থ ভাল হয়। বটতলার অনেক সংস্করণ দেখিয়াছি ঐ পাঠ প্রাপ্ত হই নাই—পাইলে অন্ততঃ পাঠান্তরেও উল্লেখ করিতাম। কিন্তু অর্থের জন্য আমি পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে ত পারি না।

তাহার পর, বালী শব্দের অর্থ আমি—"বালা, বালিকা, তরুণী," লিখিয়াছিলাম বলিয়া নবীন সমালোচক দোষ ধরিয়াছেন। তিনি বলেন বালা, তরুণী নহে। "তরুণী হইলে নায়িকা ভয় পাইবে কেন?" এই প্রশ্নে তাঁহার যুক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম কথা, যখন আমি বালিকা ও তরুণী এই দুই শব্দ, সমার্থবোধকের ন্যায় এক পার্শ্বে রাখিয়াছি—তখন সূচিত হইতেছে যে "বাল" শব্দে আমরা সাধারণতঃ যত অল্পবয়স্ক বুঝিয়া থাকি, তদপেক্ষা অধিকবয়স্কা। তরুণী যুবতী বটে, কিন্তু বালিকা শব্দের সান্নিধ্যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহা প্রাপ্তযৌবনা, পূর্ণযৌবনা নহে। "কো কহু বালা, কো কহু তরুণী"—কি পড়েন নাই? নবীনা যুবতী প্রথম মিলনে ভয় না পাইবে কেন? একটু প্রাচীন প্রয়োগ তুলিয়া বুঝাই, "দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে হরিণায়ত লোচনে।" এই কবিতায় "বালা" নিতান্ত বালিকা বুঝাইতেছে, কি প্রাপ্ত-যৌবনা বুঝাইতেছে, সমালোচক একটু ভাবিয়া দেখিবেন। বালা ও তরুণীর যত প্রভেদ তিনি মনে মনে ভাবিয়াছেন তত প্রভেদ নাই। পদকল্পতরু ১০৫ পদে বালা চরিত বর্ণনে "তরুণী পাই পরিহাস করই," দেখিলে বালা তরুণী উভয় শব্দই পাইবেন।

এইস্থলে একটি কথা বলিবার ইচ্ছা সংবরণ করিতে পারিলাম না। যদি আমার কৃত অর্থে দুই এক স্থলে ভ্রান্তি বা অসঙ্গতি শ্রীমান্‌কে কেহ দেখাইয়া দেন অথবা যদি কেহ কোন স্থলে তদপেক্ষা সরল কোন অর্থের আবিষ্কার করেন, তাহা হইলেই কি প্রতিপন্ন হইবে যে আমি অনভিজ্ঞ? আমার টীকায় কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদ বা অসঙ্গতি লক্ষিত হইলে তাহা আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছি। প্রকৃত দোষ রূঢ় ভাবেই প্রদর্শিত হউক, আর সরল ভাবেই সমালোচিত হউক, আমি তদ্দ্বারা লাভবান্ হইব সন্দেহ নাই। শ্রীমান সরল পথ অবলম্বন করেন নাই সত্য, কিন্তু আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবসর দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকটে বাধিত হইলাম। দোষগুলি প্রকৃত দোষ হইলে আরও বাধিত হইতাম। এ সম্বন্ধে আর কি বলিব?

তাহার পর ধাতু ও অর্থ আমার কল্পিত কি না একখানা অভিধান খুলিলেই

প্রকাশ পাইত। ঐরূপ ধাতু আছে কি না, ও সেই ধাতুর ঐরূপ অর্থ হয় কি না—ইহার মীমাংসা এক মুহূর্ত্তেই হইতে পারে।

অতঃপর শ্রীমান্—"কুজনক পীরিতি মরণ অধীন।" এই অংশের বিচার করিয়াছেন। শ্রীমান্ অর্থ করিয়াছেন "কুজনের পীরিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।" কথা স্পষ্টই আছে, ভাব যে যেমন বুঝে, তাহা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা অনাবশ্যক।

অতঃপর শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বাবু লিখিতেছেন—

এই পদের সম্বন্ধে সঙ্কলনকার নোট করিয়াছেন, "এটী মিথিলায় প্রচলিত প্রকৃত মৈথিলী কবিতা", ও মিথিলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে নিয়মাদির উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠকের মনে হইবে সঙ্কলনকার স্বয়ং এই পদটী সংগ্রহ করিয়াছেন। ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে যে এই পদ প্রথম প্রকাশিত হয় সে কথা বলা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল।

কি "নোট" করিয়াছি শুনিলেন। এখন একটু "কোট" করি। রাজকৃষ্ণ বাবুর সম্বন্ধে আমি উপক্রমণিকায় লিখিয়াছি—

পরলোক-গত ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক অনুসন্ধানেই প্রথমে জানা গেল যে, বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, যে কেহ কিছু লিখিয়াছেন বা অনুসন্ধান করিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ বাবুর উক্ত প্রবন্ধই তাহার মূল ও পথনির্দ্দেশক। সুতরাং যদি অন্য কোন কারণ না থাকিত তাহা হইলে, অন্ততঃ এই জন্যও, বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদিগের আদরের বস্তু তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে, চিরকৃতজ্ঞতার সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুর নাম জাগরূক থাকিত।

"মিথিলার পদাবলী" শীর্ষক অংশের প্রারম্ভেই লিখিয়াছি—

[এই স্থলে মিথিলায় প্রচলিত কয়েকটী পদ সন্নিবেশিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বিশ্বাস, যে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বাঙ্গালীর হস্তে পড়িয়া বিকৃত, হৃতকায় এবং পরাঙ্গপুষ্ট হইয়াছে, মৈথিলগণের হস্তেও সেইরূপ মিথিলায় প্রচলিত পদাবলী নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে কয়েকটী মৈথিল পদ প্রকাশিত করিতেছি, তাহা মিথিলা হইতে সমানীত, এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ শ্রীযুক্ত অনারেবল লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহোদয়ের সভাপণ্ডিতগণের নিকটে ও তাঁহার পুস্তকালয়ে এরূপ আরও অনেক পদ আছে। গ্রিয়ার্স্ন সাহেব ৮২টী সংগৃহীত করিয়াছেন, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছে ও আমাদের নিকট অনেকগুলি মৈথিল পদ আছে।]

তথাপি নগেন্দ্রনাথ বাবু আমাকে কর্ত্তব্যজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিতে ত্রুটি করেন নাই। কোন্ পদ কোথা হইতে পাইলাম, তাহা প্রতিপদের নিম্নভাগে লিখিয়া দিই নাই বলিয়া কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি হইয়াছে? কোন্‌টি কোথায় কোথায় আছে তাহা এই সকল পণ্ডিতকে জানাইয়া লাভ নাই বুঝিয়া, এ সম্বন্ধে গ্রন্থ-কলেবর পরিবর্দ্ধিত করি নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সঙ্কলনকারই কোন্ পদ কোথায়

পাইয়াছেন, তাহা বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই। গুপ্তজ মহাশয়ের উল্লিখিত এই পদটি ইতঃপূর্ব্বে বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনে ও রাজকৃষ্ণ বাবুর নানা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির যে যে পদে "চম্পতি" ভণিতা আছে, আমার বিশ্বাস সেগুলি মহাকবি বিদ্যাপতির পদ নহে। মিথিলাতেও চম্পতি ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া দুই বিদ্যাপতিই এই মহাকবি—এ সিদ্ধান্ত কিরূপে করিব? আমার সঙ্কলনের উপক্রমণিকায় বহু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নানাবিধ মতের আলোচনা করা হইয়াছে। গুপ্তজ বাবুর ইচ্ছা হয় পাঠ করিবেন। আমি আর সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিব না।

শ্রীমান্ নগেন্দ্র বাবুর একটু রসিকতা শুনুন—

"দুই দিকে দাবানল জ্বলিলে যেরূপ কীটের প্রাণ আকুল হয়—বল্লভকে দেখিয়া অবধি সুধামুখীরও সেই দশা হইয়াছে।" এখানে বড় বিষম অর্থ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এবং অত্যন্ত রসভঙ্গ হইয়াছে। বল্লভকে না দেখিয়া সুধামুখী দাবদগ্ধ কীটের ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারেন কিন্তু দেখিয়া সেরূপ হইবে কেন?

ইহার পরেও শুনুন—

দারু দহন দাবানল নয়, কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি। ভণিতার যে কুৎসিত অর্থ করা হইয়াছে সে অর্থ নয়।

অর্থ এই—কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, দারুখণ্ডের দুই দিকে অগ্নি জ্বলিলে যেমন তন্মধ্যবর্ত্তী আকুল প্রাণ কীট দগ্ধ হয়, হে বল্লভ, প্রভু (মাধবকে সম্বোধন করিয়া) সুধামুখীকে এরূপ দেখিতেছি।

আমার টীকাটী সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয় নাই। এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে :—

মাধব তোমার প্রেম অপরূপ ; তোমার প্রেমবশে রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণ ভাবিয়া আপনার বিরহে আপনি জরজর হইয়াছে—জীবনেই সন্দেহ উপস্থিত। বিহ্বল হইয়া কাতর দৃষ্টিতে সহচরীকে দেখিতেছে নয়ন জলে ছল ছল করিতেছে—অনুক্ষণ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে রাধা রাধা বলিতেছে।

যখন আপনাকে রাধা বোধ করে তখন মাধবকে ভাবে। যখন মাধবাবেশ হয়, অর্থাৎ যখন আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান করে, তখন রাধাকে স্মরণ করে। দারুণ প্রেম তখনও ভাঙ্গে না বিরহের যন্ত্রণা (বাধা) বাড়ে।

বল্লভকে সুন্দরী প্রেমোন্মাদে দেখিয়া অবধি অধিকতর উন্মত্তা হইয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কোন সময়ে আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞানে রাধাবিরহ সহিতেছেন, কোন

সময়ে বা আপনাকে রাধাজ্ঞানে কৃষ্ণবিরহ সহিতেছেন—দুইদিকেই বিরহদাবানল তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। বল্লভ শব্দ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণকে রাধার যন্ত্রণা বুঝাইতে গিয়া তাঁহাকে "প্রিয়, প্রাণেশ্বর, বল্লভ" প্রভৃতি সম্বোধন না করিলেই কি ভাল হয় না ?

দারু দহন—দাবানলই হউক আর "কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নিই" হউক, তাহাতে অর্থের অসম্বদ্ধতা কোথায় ? আমার কৃত অর্থ যেরূপ "কুৎসিত," তাহাতে ভয় পাইয়া গুপ্ত বাবু কি কাণ্ড করিয়া বসিবেন জানি না। দুই দিকে দাবাগ্নি জ্বলিলেও মধ্যবর্ত্তী কীটের পরাণ আকুল হয়, কাষ্ঠের উভয়দিকে অগ্নি জ্বলিলেও কীট আকুল হয়। এস্থলে কুৎসিতত্ব কোথায় ?

"পাহুন" শব্দের অর্থ লইয়া শ্রীমান্ আমার সম্বন্ধে যে ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

এই সঙ্কলনে দেখিতেছি টীকাকার অনেক স্থলে পদামৃত সমুদ্র সংগ্রহকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের দোহাই দিয়াছেন, এবং ভক্তিনম্রচিত্তে নানাবিধ উপাধিতে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। পাহুন শব্দের অর্থ তিনি কি করিয়াছেন ? টীকাকার অনেক স্থানে রাধামোহন ঠাকুরের টীকা ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, এখানে একবার দেখিলে হইত না ? পদামৃত সমুদ্রের মুদ্রিত সংস্করণে (বহরমপুর ১২৮৫ সাল, ৩২৩ পৃষ্ঠা) এই পদের টীকায় আছে, "পাহুনঃ পথিকঃ।" কৈ পাহুন শব্দের অর্থ রাধামোহন ঠাকুর ত পাষাণ করেন নাই! স্থানান্তরে (৩২৮ পৃষ্ঠা) গোবিন্দদাসের একটী পদে আছে—"পরখি পেখলো পুরুষোত্তম পুরুষ পাহুন জাতি।" টীকায় রাধামোহন ঠাকুর অর্থ করিয়াছেন, হে পুরুষোত্তম পরীক্ষাং কৃত্বা জ্ঞাতং যৎপুরুষ পাহুন জাতি পথিক জাতি।" এখানেও ত পাহুন অর্থ পাষাণ করেন নাই! পথিক ও প্রবাসীতে প্রভেদ অল্প। যে ভাষায় টীকাকার অক্ষয় বাবুও প্রভৃতিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন রাধামোহন ঠাকুরের সম্বন্ধেও কি সেই কথা বলিতে প্রস্তুত আছেন ? পাহুন শব্দের অর্থ টীকাকার কোথায় পাইয়াছেন, আমরা অবগত আছি। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে শব্দার্থের একটী তালিকা আছে, তাহাতেই পাহুন শব্দের অর্থ পাষাণ দেওয়া আছে। মিথিলা ভাষা সম্বন্ধে টীকাকারের অভিজ্ঞতা সেই পর্য্যন্ত। কিন্তু পাহুন ও পাহন এক শব্দ নয়, অর্থও এক নয়। পাহুন শব্দ মিথিলায় ও বেহারে অদ্যাবধি চলিত আছে, অর্থ অতিথি। গ্রাম্য ভাষায় পহুনা বলে।

সসম্ভ্রমে শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুরের নামোল্লেখে, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশে, যদি পাপ হইয়া থাকে আমারই হইয়াছে। গুপ্তজ বাবু তাঁহাকে শুদ্ধ "রাধামোহন ঠাকুর" বলিয়া নিজ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। সে বিষয়ে আমি কি বলিব ? "পাহন" শব্দের অর্থ স্থলে আমার কৃত টীকা—নিষ্ঠুর ; পাষাণ। শ্রীমান্ বলিয়াছেন "প্রবাসী"। পাহুনের "পাষাণ" অর্থ হইবে কেন বুঝাইয়া দিতেছি। শ্রীমান্

যে সকল নজির দেখাইয়াছেন—তাহাতে "অতিথি" বা "পথিক" অর্থ হইলেও "প্রবাসী" অর্থ হইল কিরূপে ? অতিথি অন্য স্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর প্রবাসী নিজ গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র অবস্থান করেন। সুতরাং বিরহিনী অনুপস্থিত কান্তকে—নিজ গৃহে বসিয়া অতিথি ভাবিতে পারেন না। তাহার পর মৈথিল "পাহুন" শব্দ নাই—পাউনা বা পঙনা অতিথিকে বলে, পাহুন সে শব্দ হইতে উৎপন্ন হইল কিরূপে ? এইটা সঙ্গত কি "পাহন" শব্দের "দারুণ" শব্দের সহিত মিলের অনুরোধে "পাহুন" হওয়া সম্ভব ? এ বিষয়ে আমার পুস্তকে প্রকাশিত সম্পূর্ণ টীকা এই—

পাহুন—নিষ্ঠুর। পাষাণ অর্থে "পাহন" শব্দ অদ্যাপি মিথিলায় ব্যবহৃত হয়। "পাহুন" কথাটী পাহনের রূপভেদ। ষ স্থানে খ ও ষ স্থানে হ (প্রাকৃত প্রকাশ। ২।২৭) আদেশ ভাষাবিৎ সকলেই বুঝিবেন। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "বাহুন" দৃষ্ট হইল।

এ সম্বন্ধে, ইহা ভিন্ন, একটী ছত্রও আমার টীকায় নাই। সুতরাং এই উপলক্ষে টীকাকার-রূপে "অক্ষয় বাবু ও অন্যান্য প্রভুদিগকে ব্যঙ্গ" করিবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই বলি, ইহা কি শ্রীমানের জ্ঞাতসারে লিখিত ?

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুরের কথা। তাঁহার কৃত পদামৃত সমুদ্রের পাঠ ও অর্থ এই কবিতায় আমি গ্রহণ করি নাই। এখানে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ ঘটিয়াছে। তিনি "ঝম্পি" পাঠ ধরিয়াছেন—আমি তৎপরিবর্ত্তে পদকল্পতরু প্রভৃতির "ঝঞ্ঝা" পাঠ গ্রহণীয় বোধ করিয়াছি। তিনি পথিক অর্থ করিয়াছেন, আমি নিষ্ঠুর অর্থ করিয়াছি। এজন্য তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি কমিবে কেন ? তিনি বলিয়াছেন—পুরুষ পথিক জাতি, আমি 'পুরুষ নিষ্ঠুর জাতি' অর্থ অধিকতর সঙ্গত মনে করিয়াছি। মতভেদ কি ঘটিবে না ?

আমার নবীন সমালোচক মহাশয় আর "অর্থভ্রম প্রদর্শন" করেন নাই। "ভ্রমের অভাবে নয়, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায়।" পাঠক সাহেবি বাঙ্গালার অর্থ বুঝিয়া লইবেন ; "হইবার" শব্দে বুঝুন—"হইবে এই"। সে যাহা হউক, এ যাত্রা শ্রীমান্ অর্থ ভ্রম ছাড়িয়া অন্য দোষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কি দেখাইয়াছেন, দেখুন।

বিদ্যাপতির রচনা সম্বন্ধে সঙ্কলনকার যে সকল মতামত প্রচার করিয়াছেন তাহার বিচার করিতে হইলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যায়। কেবল একটী কথার উল্লেখ করিব। প্রহেলিকাদির সংগ্রহ না করিবার কারণ "মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত ঐ সমস্ত পদের কোনই সংস্রব নাই।" যেখানে সেখানে এইরূপ অপ্রামাণ্য ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে এইরূপ অনেকগুলি প্রহেলিকা পদ আছে। সেগুলি মিথিলায় সঙ্কলিত, এবং সে গুলি যে বিদ্যাপতির রচিত নয় এ কথা বলিলে কে মানিবে? শুধু তাহাই নয়, বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া যে দুই চারিটি হেঁয়ালি পদ এ দেশে পাওয়া যায় তাহাতে ও মিথিলায় প্রচলিত পদে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। মহাজন পদাবলীতে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র এইরূপ কয়েকটী পদ তুলিয়া দিয়াছেন। তিনিও সে গুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

অসম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা অবশ্য নগেন্দ্র বাবুর মত ভদ্রসন্তানের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হয় নাই। আমি লিখিয়াছিলাম—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকের লেখা বিদ্যাপতির লেখায় মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিদ্যাপতির অনুকারক এবং তাঁহার ধরণেই লিখিয়াছেন সুতরাং সমুদায় লেখার অস্থিমাংস একই উপাদানে গঠিত—চর্ম্ম যোজনায় প্রভেদ থাকিতে পারে। আমরা বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রায় সমগ্র পদাবলী-রই সঙ্কলন করিলাম। কেবল উভয় ভণিতাযুক্ত, অর্থাৎ "ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস তথি" প্রভৃতি শব্দান্বিত এবং কবিরঞ্জনাদি বিভিন্ন নামের ভণিতাসমন্বিত পদাবলী ও প্রহেলিকাদির সংগ্রহ করিলাম না। কারণ মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত ঐ সমস্ত পদের কোনই সংস্রব নাই। যেগুলি সংগৃহীত হইয়াছে সে গুলিও সমস্ত বিদ্যাপতির কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

পাঠক দেখিবেন—কেন প্রহেলিকার সঙ্কলন করি নাই, সে বিষয়ে আমি কোন কথা বলি নাই। উভয় ভণিতাযুক্ত পদের সহিত বিদ্যাপতির সংস্রব নাই—"পদ" শব্দের উল্লেখ করিয়া এ কথা বলিয়াছি। আর যে জগবন্ধু বাবু পূর্ব্বভাষে কয়েকটী প্রহেলিকার প্রচার করিয়াছেন, তিনিও সেগুলি বিদ্যাপতির বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। তথাপি আমি বিশ্বাস করি কি না, না বলিলেও অপরাধী—এ সিদ্ধান্ত আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহের ফল। এ অনুগ্রহের প্রকৃত কারণ যদি প্রকাশ করি, তাহা হইলে শ্রীমানের মুখ উজ্জ্বল হইবে না।

সমালোচক মহাশয়ের মতে আমার কথা "অজ্ঞতাপূর্ণ ও অপ্রামাণ্য"; তাঁহার বিজ্ঞতা ও প্রমাণ-জ্ঞানে কিন্তু আমরা আপ্যায়িত হইয়াছি। কোন্ দিন তাঁহার মত বিজ্ঞের মুখে শুনিব—"কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে" প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত ছড়া কালিদাসেরই রচিত। তাঁহার প্রামাণিক বিজ্ঞতাপূর্ণ একটী উক্তি শ্রবণ করুন—

মিথিলা ভাষা, ব্যাকরণ, প্রাকৃত সূত্রে নিয়মাদি লইয়া তিনি দোকানদারী অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির রচনা অথবা মিথিলা ভাষা সম্বন্ধে কিছু যে অবগত আছেন এরূপ মনে হয় না।

এ সকল অনুগ্রহের প্রকৃত কারণ ও শ্রীমানের সম্বন্ধে দুই একটী পুরাতন কং আপাততঃ প্রকাশের প্রয়োজন দেখিতেছি না। এখন আর একটী দোবারোপে বিবরণ শ্রবণ করুন—

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। গ্রন্থশেষে সঙ্কলনকা বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত একখানি তালপত্রের প্রতিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানান্তরে বলিয়াছেন এইরূপ আরও কয়েকখানি তালপত্র তিনি আনাইয়া রাখিয়াছেন। যদি এই লেখা বাস্তবিক বিদ্যাপতির হয় তাহা হইলে অমূল্য, কিন্তু সঙ্কলনকার এ লেখা কোথায় পাইলেন, বিদ্যাপতির স্বহস্ত লেখা কি না তাহার কি প্রমাণ আছে সে বিষয়ে একটী অক্ষরও লেখা নাই। যে তালপত্রের প্রতিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কি লেখা আছে, বিষয়টা কি, অর্থই বা কি, সে সম্বন্ধেও কোন উচ্চবাচ্য নাই কারণ সে সকল হয় ত তাঁহার বিবেচনায় তেমন প্রয়োজনীয় কথা নয়। সঙ্কলনকার নিজে জানেন কি না তাহাই সন্দেহ স্থল। সাহিত্য ও বিদ্যাপতিতত্ত্বের অনুরোধে এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

তালপত্রে যাহা লেখা আছে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি—"ভুত্যর্থিনাংনত্র স্বরাস্বরাণাং মুকুট সরত্নাঙ্কিত পাদপদ্মম। তম্মৌমি লম্বোদর মাপ্রসাদং যস্মিন্ (অস্পষ্ট) নৃজস্ত দ্রোণরাষ্ট্র মহীপতেঃ। গিরিনারায়ণস্যাজ্ঞাং পুরাদিত্যস্থ পালয়ন্॥ অল্পশ্রুতো পদেশায় কৌতুকায়ন্ করোতি লিখনাবলীম॥ উচ্চৈঃকক্ষ মধঃকক্ষ সমকক্ষ নরং প্রতি। ব্যবহারে নিয়মেচৈব লিখ্যতে লিখন ক্রমঃ স্বস্তি গুরুষু পরম দৈবতাধিদৈবতেষু পরমারাধ্যতমেষু আচার চারুত্বচমৎকারিত্ব চতুর্মুখ মানসেষু বিদ্যানির্জ্জিত বসিষ্ঠাদি।" যিনি এই লেখা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি ইহার সম্বন্ধে কোন সন্ধান দেন নাই। অগত্যা যথাসাধ্য অন্বেষণ করিয়া আমরা বাহির করিয়াছি। বিদ্যাপতি কৃত লিখনাবলী নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে উদ্ধৃত অংশ সেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।

"যথাসাধ্য অন্বেষণ" করিবার পূর্ব্বে শ্রীমান্ অনায়াসে আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন।

সত্যনির্ণয়ে কৌতূহল জন্মিলে তাঁহার পক্ষে সেই পথই সরল ছিল। কিন্তু সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা অপেক্ষা তাঁহার নিজ কৃতিত্ব বিজ্ঞাপনের স্পৃহা অধিকতর বলবতী। সেই জন্য অধমকে না জানাইয়া অন্যত্র "যথাসাধ্য" অন্বেষণ করিতে গিয়াছেন। এরূপ অন্বেষণে বুদ্ধিমত্তা আছে সন্দেহ নাই।

প্রথমবারে মুদ্রাঙ্কনকালে আমরা লিখিয়াছিলাম—

"এই সংস্করণে বিদ্যাপতির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি (বা ফ্যাক্সিমিলি) দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিদ্যাপতির বংশধরেরা কোন ক্রমেই সে বিষয়ে সহায়তা করিলেন না বলিয়া আমার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই।"

দ্বিতীয়বারে যখন তালপত্র প্রাপ্ত হই, তখন পুস্তক মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছিল, সুতরাং কোথা হইতে পাইলাম, কি লেখা, তাহার অর্থ কি, ইত্যাদি কোন কথা বলিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই। সেই জন্য উক্ত তালপত্রের প্রতিরূপ মাত্র পুস্তকের শেষভাগে জুড়িয়া দিয়াছিলাম। আমার নিকট যিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনিই এ তত্ত্ব অবগত আছেন। নবীন অনুসন্ধিৎসু গুপ্ত বাবু লিখিয়াছেন—

মিথিলাতে বিদ্যাপতির ভাষা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ আছেন। কেহ কেহ আজীবন পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ এ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থের কবির স্বহস্তলিখিত মূল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন নাই। সঙ্কলনকার শুনিয়া বিষণ্ণ হইবেন, যে লেখার প্রতিরূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিদ্যাপতির হস্তাক্ষর হওয়া দূরে থাকুক, কোন উত্তম লিপিকরের লেখাও নয় এবং ঐ লেখার কোন মূল্য নাই।

"অদ্বিতীয়" আবার "পণ্ডিতগণ," ইহার অর্থ আমরা আর কি করিয়া বুঝিব? যেরূপ দুইটী নাই, সেরূপ অনেকে আছেন। এ কি প্রহেলিকা?

গুপ্ত বাবু শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যে, যে রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাপতি বিষয়ে প্রথম প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ করেন তিনিই বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত একখানি ভাগবতের উল্লেখ করিয়া যান। সেই ভাগবত খানি এখনও বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নিকটে আছে। সে লেখার সহিত এই তালপত্রের লেখা মিলাইয়া দেখিলেই ত সহজে মীমাংসা হয়। তালপত্রের লেখায় অশুদ্ধির কথা অমূলক; শ্রীমান্ স্বয়ং পড়িতে পারেন নাই বলিয়া স্থানে স্থানে গোলযোগ করিয়া লিপিকরের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। অস্পষ্ট বা খণ্ডিত অংশ নিশ্চয়ই আছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমার পুস্তকের নূতন সংস্করণে বিবৃত হইবে। সুতরাং পূর্ব্বে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

আমার নবীন সমালোচক কথায় কথায় "মিথিলার পণ্ডিত," "মিথিলায় প্রাপ্ত পদাবলী" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি উদাহরণ স্থলে উদ্ধারাদি ভিন্ন অন্যরূপে মৈথিলী পদাবলীর সঙ্কলন করি নাই। পূর্ব্বভাষের প্রারম্ভেই বলিয়াছি—

"বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী সংগৃহীত ও টীকা সমেত প্রকাশিত হইল।"

বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনার্থ মিথিলার প্রচলিত পদাবলী অনাবশ্যক, ইহাই আমার মত। সে কথাও বহুস্থলে বলিয়াছি। অধিকন্তু উপক্রমণিকায় লিখিয়াছি—

এতদ্ব্যতীত মিথিলা অঞ্চলের লোকে বিদ্যাপতির পদাবলী পরিবর্ত্তিত করিয়া অনেকটা আধুনিক মৈথিলীতে পরিণত করিয়াছেন; বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরাও ত্রুটি করেন নাই তাঁহারা

কবিতাগুলিকে যতদুর প[illegible]রেন বাঙ্গালা ধরণের করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

আর এক স্থলে—

মিথিলায় যেরূপ সঙ্গীত বিদ্যাপতির পদ বলিয়া প্রচলিত, গ্রিয়ার্সন সাহেব তাহার ৮২টী সংগৃহীত করিয়াছেন। আমরা আরও অনেকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। সে গুলি পূর্ণমাত্রায় মৈথিলী কবিতা। বাঙ্গালী পাঠক তৎসমুদায়ের আদর করিবেন কি না বলিতে পারি না। আমরা যে কয়েকটী মৈথিলী কবিতা প্রকাশিত করিলাম, তন্মধ্যে একটীও ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই।

বঙ্গে প্রচলিত পদাবলীই আমার উপকরণ; যে সকল পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষা ভাল জানেন, যাঁহারা শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "অতিথি রজনী কাটিল" "সংশয়ের অবকাশমাত্র আছে" "ইহাতে বিচিত্র কি?" * প্রভৃতি অদ্ভুত বাঙ্গালার ভ্রম বুঝিতে পারেন, তাঁহারা আমার টীকার দোষ গুণ বিচারে সমর্থ। তাঁহাদিগের সঙ্গে ভাষা ও শব্দ লইয়া বিচার করিতে পারি। নচেৎ গুপ্ত মহাশয়কে উপদেশ দিয়া শিখাইবার অবকাশ আমার নাই।

আমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ অদ্বিতীয় বা ভ্রমশূন্য টীকাকার বলি নাই; আমার প্রকৃত ভ্রম যিনি প্রদর্শন করিবেন, তিনি আমার উপকার করিবেন। আমি পদে পদে ভ্রমের আশঙ্কা করিয়াছি। সেই জন্য পূর্ব্বভাষে বলিয়াছি, আমার অসঙ্গতি ও প্রমাদাদি দেখাইয়া দিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে সে সকলের সংশোধন করিব। কিন্তু আমার নবীন সমালোচক বাঙ্গালাভাষায় অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া উচ্চভাষে আমাকে যেরূপে আপ্যায়িত করিয়াছেন, সেরূপ করিলে আমাকে হাস্য করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে হইবে।

ভবানীপুর
৩০শে ভাদ্র, ১৩১১ সাল। } শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

---

* এই সকল উদ্ধৃত অংশ নগেন্দ্র বাবুর সমালোচ্য প্রবন্ধে প্রবাসীর ২৬৭ পত্রে আছে।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.

বসন্ত

লিরগীত

কোনেঁ উমতনা হে তৈলোক নাথ.
নিত উপাসিথ নিত উখাম সাথ ১
পাই পটাম্বর ধরু উতারি ।
রাখ তুনা নিত পহিরু আরি
ওকথয় লাগ হু তু বসহা নীঠি
লাজ মরিথ জোঁ হেরিথ দীঠি ২
ভনথি বিদ্যাপতি সুন হে গৌরি.
হর নাহি উমত তোঁহহি ভোরি।।৪